# নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

## উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প










পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জুন ২০২৬

# সূচিপত্র

**চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা**



**পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ**

**ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ ও উপসংহার**



## সংযুক্তিসমূহ



## সংযোজনীসমূহ



## সারণি তালিকা

**বিবরণ** **পৃষ্ঠা নম্বর**

## লেখচিত্র তালিকা

**বিবরণ** **পৃষ্ঠা নম্বর**

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের উপযোগী অবকাঠামো সৃষ্টি, তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি ০৪ মে ২০২১ সালে একনেক কর্তৃক ১৬৪৯৩২.৫২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে মেয়াদকাল ২ বছর ও প্রাক্কলিত ব্যয় ১ম সংশোধনে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৫৫৪২.০০ লক্ষ টাকা হয় এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করে ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। সংশোধনে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,২০,৬০৯.৪৮ লক্ষ টাকা (৭৩.১৩%) ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি হয়েছে ২৪ মাস (৫০%)। প্রকল্পটি দেশের মোট ৮টি বিভাগের ৫৮টি জেলার ২০১টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন আছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ থেকে নির্বাচিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ, মাঠ উন্নয়ন, প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্যালারি, টয়লেট ব্লক, ড্রেনেজ, সীমানা প্রাচীর, সোলার প্যানেল, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ।

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস ব্যবহার করে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের সাথে সমীক্ষা এবং গুণগত পদ্ধতিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (৮০ জন) এর সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার পরিচালনা (KII), সম্ভাব্য সুবিধাভোগী হিসেবে প্রতিটি স্টেডিয়াম এলাকা থেকে ২০ জন করে (বর্তমান ও সাবেক খেলোয়াড়, কোচ, কমিটি সদস্য, ক্রীড়া কর্মকর্তা) মোট ১,২০০ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে ১৬টি দলীয় আলোচনা (FGD) ও ১টি স্থানীয় কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের সামগ্রিক তথ্যাদি ও তার উপাদান যেমন ডিপিপি, আরডিপিপি, আইএমইডি পরিবীক্ষণ ০৫ ছক প্রতিবেদন, ক্রয় কার্যক্রম, অডিট আপত্তি, প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে নির্মাণ কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নির্মাণ সম্পন্ন স্টেডিয়াম এ Rebound Hammer Test ও নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর নমুনা ল্যাব টেস্ট করে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পণ্য ও পূর্ত কাজ ক্রয় কার্যক্রম বিশ্লেষণে ৭টি কেস স্টাডি (Case Study) সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আরডিপিপির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬২.৭৮% হবার কথা থাকলেও এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে ভৌত অগ্রগতি ৩৭.০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮২,০৫৯.৫৭ লক্ষ টাকা, ২৮.৭৪%। প্রকল্প বাস্তবায়নের ৫ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮৮,৭৪৯.৩২ লক্ষ টাকা ও প্রকৃত ব্যয় ৮২,০৫৯.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে কাঠামোগত, প্রশাসনিক ও কারিগরি সমস্যা, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ছাড়াই দরপত্র আহ্বান ও ঠিকাদার নিয়োগ পরবর্তীতে নকশা পরিবর্তন; ভূমি অধিগ্রহণ, খাস জমি হস্তান্তর, দরপত্র মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণের আওতা বৃদ্ধি, রেট শিডিউল পরিবর্তন, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, নকশা পরিবর্তন ও নতুন অবকাঠামোগত অঙ্গ সংযোজন, মূল ডিপিপির ১৮৬টি উপজেলা সংশোধিত হয়ে আরডিপিপিতে ২০১টিতে উন্নীত হওয়া, মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে ফুটিং এর পরিবর্তে পাইল ফাউন্ডেশন নির্মাণ, ১৭৬টি উপজেলায় সীমানা প্রাচীর যুক্তকরণ, ড্রেনের কাজের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়নকালে প্যাকেজের ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে কাজের পরিধি বৃদ্ধি। এছাড়া পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সম্পন্ন না করে প্রকল্প গ্রহণ কাজের পরিধি বৃদ্ধি ও বিলম্বের অন্যতম কারণ। ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮/২০২৫ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুসরণ করা হয়েছে এবং পণ্য কার্যের প্যাকেজ যেমন চেয়ার সরবরাহ, সোলার সিস্টেম স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণাধীন ও নির্মিত স্টেডিয়ামে নির্মাণ সামগ্রীর নমুনা পরীক্ষার ফলাফল ও Rebound Hammer Test এর ফলাফল সাদৃশ্যপূর্ণ ও সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। বাস্তবায়িত মিনি স্টেডিয়ামসমূহ এলাকায় ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে যেমন খেলাধুলার হার বৃদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়েছে, যুবসমাজকে মাদক ও অপরাধ মুক্ত রাখছে বলে মনে করেন উপকারভোগীগণ। এছাড়া এলাকায় ক্রীড়া প্রশিক্ষণের অভাব ও প্রশিক্ষক/কোচের স্বল্পতার কথা জানিয়েছেন।

প্রকল্পটির সবলদিকসমূহের মধ্যে রয়েছে উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ী ও আধুনিক ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলা চর্চা, প্রতিভা বিকাশ ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি; মাঠ, গ্যালারি, প্যাভিলিয়ন ও অন্যান্য সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ক্রীড়া কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া সংগঠনের সম্পৃক্ততায় ভবিষ্যতে কার্যকর ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা সৃষ্টি। প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ও

পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, নকশা পরিবর্তন, কার্যকর Exit Plan-এর অনুপস্থিতি এবং অতিরিক্ত দায়িত্বনির্ভর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন, যুবসমাজকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ এবং সামাজিক অপরাধপ্রবণতা হ্রাসের মাধ্যমে প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল অর্জনের উল্লেখযোগ্য সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। একই সঙ্গে জমি অধিগ্রহণ জটিলতা, রেট সিডিউল পরিবর্তন, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

সরেজমিন পরিদর্শনে প্রকল্পটির সার্বিক পর্যালোচনায় অবকাঠামোসমূহের নির্মাণকাজের গুণগত মান সন্তোষজনক দেখা গেলেও নির্মাণ সম্পন্ন স্টেডিয়ামে সীমানা প্রাচীর না থাকা, ১০% স্টেডিয়ামে অসমতল মাঠ ও ঘাসের অভাবে খেলাধুলা ব্যহত হওয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া মাঠ উন্নয়ন, ফিনিশিং ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আরও উন্নতি প্রয়োজন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জনবল ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা (৫৬ জন অনুমোদনের বিপরীতে কর্মরত ২৪ জন অর্থাৎ ৫৭% পদ অপূর্ণ), পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা এবং পিএসসি/পিআইসি সভা (পিএসসি ২৪ টির বিপরীতে ১০ টি ৪১.৬৭% ও পিআইসি ২৪ টির বিপরীতে ৯ টি, ৩৭.৫%) নিয়মিত না হওয়ায় বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিলম্ব ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চারটি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যা এখনও অনিষ্পন্ন। মাঠ পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম সচল রাখার জন্য প্রশিক্ষক ও কোচের স্বল্পতা এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan) না থাকলে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি সুফল অর্জন অনিশ্চিত হতে পারে। স্টেডিয়াম পরিচালনার নীতিমালা ২০২৫ সালে অনুমোদিত হলেও তার বাস্তবায়ন এখনও শুরু হয়নি। প্রকল্পে নির্মিত স্টেডিয়াম সরেজমিন পরিদর্শন, কেআইআই, এফজিডি ও উপকারভোগী জরিপে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রকল্পের অবশিষ্ট স্টেডিয়ামসমূহ নির্ধারিত মেয়াদে গুণগত মান বজায় রেখে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত ও সময়াবদ্ধ সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা (Revised Action Plan) প্রণয়নপূর্বক তদারকি জোরদার এবং ভূমি অধিগ্রহণ, খাস জমি হস্তান্তরে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয়সহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমন্বয় করা প্রয়োজন। বৃহৎ অবকাঠামোধর্মী প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, নকশা প্রণয়ন ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) সম্পন্ন করা খুবই জরুরী। নির্মাণকাজের মান নিশ্চিতে পরামর্শক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নিয়মিত উপস্থিতি, উপকরণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও ত্রুটি সংশোধন সাপেক্ষে ঠিকাদারের পারফরম্যান্স গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ প্রয়োজন। বিল প্রক্রিয়াকরণ ও অর্থ ছাড় দ্রুততর করে আরএডিপি বরাদ্দের সঙ্গে নগদ-প্রবাহ পরিকল্পনার সমন্বয় করে অর্থ ফেরতের ঝুঁকি হ্রাস করে প্রকল্পের গতি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রয় কার্যক্রমে কার্যকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, ত্রৈমাসিক পিআইসি/পিএসসি সভা নিয়মিত আয়োজন, চারটি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ePIMS-এ তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও জনবল কাঠামো পুনর্গঠণ করা প্রয়োজন। এছাড়া স্টেডিয়ামসমূহে নারী, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো (পৃথক ড্রেসিং রুম, র‍্যাম্প) সংযোজন করা হলে তা অধিকতর জনবান্ধব হবে। স্টেডিয়াম পরিচালনার অনুমোদিত নীতিমালা কার্যকরে পরিচালনা কমিটি সক্রিয়করণ ও রক্ষণাবেক্ষণে পৃথক বাজেট বরাদ্দ, তৃণমূলে প্রতিভা বিকাশে প্রশিক্ষক/কোচ সংস্থান এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা নিশ্চিতে একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক Exit Plan প্রণয়ন করা আবশ্যক। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়নের একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ এবং উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পটি কাঙ্ক্ষিত সামাজিক ইতিবাচক সুফল অর্জন করবে।।

# শব্দসংক্ষেপ

| Acronym | Full Form |
|---|---|
| ADP | Annual Development Programme |
| BCR | Benefit-Cost Ratio |
| BOQ | Bill of Quantities |
| BPPA | Bangladesh Public Procurement Authority |
| FIRR | Financial Internal Rate of Return |
| DPP | Development Project Proposal |
| EIA | Environmental IMPact Assessment |
| EMP | Environmental Management Plan |
| e-GP | Electronic Government Procurement |
| e-PMIS | Electronic Project Management Information System |
| FGD | Focus Group Discussion |
| GoB | Government of Bangladesh |
| IMED | Implementation Monitoring and Evaluation Division |
| IRR | Internal Rate of Return |
| KII | Key Informant Interview |
| M&E | Monitoring and Evaluation |
| MOV | Means of Verification |
| NCB | National Competitive Bidding |
| NOA | Notification of Award |
| NPV | Net Present Value |
| NSC | National Sports Council |
| OTM | Open Tendering Method |
| OVI | Objectively Verifiable Indicator |
| PPA | Public Procurement Act |
| PPE | Personal Protective Equipment |
| PPR | Public Procurement Rules |
| PSC | Project Steering Committee |
| PIC | Project Implementation Committee |
| RADP | Revised Annual Development Programme |
| RDPP | Revised Development Project Proposal |
| SPSS | Statistical Package for the Social Sciences |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats |
| ToR | Terms of Reference |

# শব্দকোষ

**কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ (Compressive Strength):** কোনো উপাদান বিশেষত কংক্রিট বা ইট কতটুকু চাপ সহ্য করতে পারে তার পরিমাপকে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ বলা হয়। এটি নির্মাণ উপকরণের গুণগতমান নির্ধারণের একটি মৌলিক সূচক। প্রকৌশল ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে এই মান যাচাই করা হয়।

**কিউরিং (Curing):** কিউরিং হলো কংক্রিট ঢালাইয়ের পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আর্দ্রতা বজায় রেখে তার রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করা এবং শক্তি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া। এটি কংক্রিটের স্থায়িত্ব, শক্তি ও ফাটল প্রতিরোধে অপরিহার্য। অপর্যাপ্ত কিউরিং সরকারি নির্মাণকাজে একটি সাধারণ কিন্তু গুরুতর ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হয়।

**গ্যালারি (Gallery):** গ্যালারি হলো দর্শকদের বসার জন্য নির্মিত ধাপবিশিষ্ট উঁচু কাঠামো। এটি মাঠ বা খেলার স্থানকে দৃশ্যমান ও সংগঠিতভাবে উপভোগের সুযোগ দেয়। গ্যালারির নকশা, রেলিং, সিঁড়ি, আসন ও নিরাপত্তা মান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

**ড্রেসিং রুম (Dressing Room):** ড্রেসিং রুম হলো খেলোয়াড়দের পোশাক পরিবর্তন, বিশ্রাম, প্রস্তুতি এবং ম্যাচ-পরবর্তী ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত কক্ষ। মানসম্মত স্টেডিয়াম অবকাঠামোর জন্য এটি একটি অপরিহার্য উপাদান। নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ড্রেসিং রুম থাকলে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

**প্যাভিলিয়ন ভবন (Pavilion Building):** প্যাভিলিয়ন ভবন হলো স্টেডিয়ামের প্রধান ব্যবহারিক ভবন, যেখানে কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, কোচ, অতিথি, দর্শক বা ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত কক্ষ থাকে। এতে অফিস, ড্রেসিং রুম, টয়লেট, গ্যালারি-সংযুক্ত আসন এবং অন্যান্য সহায়ক স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি স্টেডিয়ামের কার্যকর ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র।

**সাব-সয়েল টেস্ট (Sub-soil Test):** সাব-সয়েল টেস্ট হলো নির্মাণস্থলের মাটির প্রকৃতি, স্তরবিন্যাস, ঘনত্ব, আর্দ্রতা, ধারণক্ষমতা এবং ভূ-প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য পরিচালিত একটি মৌলিক পরীক্ষা। কোনো স্থাপনার ভিত্তি কী ধরনের হবে, কত গভীর হবে এবং মাটি কতটুকু লোড বহন করতে পারবে-এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পে যথাযথ সাব-সয়েল টেস্ট না হলে পরবর্তীতে ফাউন্ডেশন দুর্বলতা, বসে যাওয়া, ফাটল বা কাঠামোগত ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

**ভাইব্রেশন অব কংক্রিট (Vibration of Concrete):** কংক্রিট ঢালাইয়ের পর যান্ত্রিক কম্পনের মাধ্যমে বায়ুশূন্যতা দূর করে কংক্রিটকে ঘন ও সমজাতীয় করার প্রক্রিয়াকে ভাইব্রেশন বলা হয়। এটি কাঠামোর শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়ায়। অপর্যাপ্ত ভাইব্রেশন হলে হানিকম্বিং, ফাঁপা অংশ ও দুর্বলতা দেখা দেয়।

# প্রথম অধ্যায়
# প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

## ১.১ প্রকল্পের পটভূমি

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠিত হয় যা বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামে পরিচিত। ওই সময় সংস্থাটি শিক্ষা-সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল যা বর্তমানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ। দেশের ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। তাছাড়া ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করে দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিবি) যা বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নামে পরিচিত। বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামোর ঘাটতি দীর্ঘদিনের বাস্তবতা, যার ফলে অধিকাংশ উপজেলায় মানসম্মত খেলার মাঠ, প্রশিক্ষণ সুবিধা ও প্রয়োজনীয় ক্রীড়া অবকাঠামোর অভাব থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিতভাবে বিকশিত হতে পারেনি। প্রান্তিক পর্যায়ের সম্ভাবনাময় ক্রীড়া প্রতিভাসমূহ যথাযথ সুযোগ বঞ্চিত হচ্ছে ও যুবসমাজের বড় অংশ ইতিবাচক ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারছে না।

বিদ্যমান বাস্তবতার ধারাবাহিকতায় প্রতিটি উপজেলায় খেলার মাঠ উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণে প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ১ম পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা জুন ৩০, ২০১৯খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয় মোট ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে ১৮৬টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য 'উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি ০১-০৭-২০২১ সাল হতে ৩০-০৬-২০২৫ সাল মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনে নিমিত্ত অনুমোদন হয়। পরবর্তীতে ০১-০৭-২০২১ সাল হতে ৩০-০৬২০২৭ মেয়াদে ২০১টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়।

স্টেডিয়ামগুলোকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশের শিশু কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন রকম ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। যা তাদের মেধা বিকাশ এর পাশাপাশি খেলাধুলার বিনোদন এর কেন্দ্র হবে। প্রতিটি উপজেলায় প্রস্তাবিত একটি করে উন্মুক্ত খেলার মাঠ কিশোর কিশোরীদের মাদক হতে দূরে রাখবে। আদর্শ মানুষ তৈরীতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মিনি স্টেডিয়ামসমূহ নির্মাণ একটি সময়োচিত যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশ সরকার ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১ম পর্যায়ে ১২৫টি উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ে ১৮৬টি (১ম সংশোধিত ২০১টি) উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প চলমান আছে। তাছাড়া পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলাতে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

## ১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নিম্নে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১.২.১ | প্রকল্পের নাম | : | উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। |
| ১.২.২ | উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। |
| ১.২.৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ |
| ১.২.৪ | অর্থায়নের উৎস | : | বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি) |
| ১.২.৫ | বাস্তবায়নকাল | : | |
| | ডিপিপি'র ধরন | প্রকল্প শুরুর তারিখ | প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ |
| | মূল ডিপিপি | জুলাই ২০২১ খ্রিঃ | জুন ২০২৫ খ্রিঃ |
| | ১ম সংশোধন | জুলাই ২০২১ খ্রিঃ | জুন ২০২৭ খ্রিঃ |
| ১.২.৬ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | : | মোট ২৮৫৫৪২.০০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত) |

### ১.৩ প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগের আওতায় বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অধীনে রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার ২৩টি উপজেলায়, রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার ২৮টি উপজেলায়, খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার ২১টি উপজেলায়, বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ২২টি উপজেলায়, ময়মনসিংহ বিভাগের ২টি জেলার ১০টি উপজেলায়, ঢাকা বিভাগের ১২টি জেলার ৩৪টি উপজেলায়, সিলেট বিভাগের ৪টি জেলার ১৬টি উপজেলায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার ৪৭টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিকভাবে, প্রকল্পটি দেশের মোট ৮টি বিভাগের ৫৮টি জেলার অন্তর্গত ২০১টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা জাতীয় পর্যায়ে একটি ব্যাপক ও সমন্বিত ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা যোগ্য। বিভাগভিত্তিক জেলা ও উপজেলার সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্তি ১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

### ১.৪ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- উপজেলা পর্যায়ে ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য মাঠের উন্নয়নসহ সুবিধাদি সৃষ্টি করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরীর লক্ষ্যে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ।
- তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রশিক্ষণের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা।

### ১.৫ প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়নকাল, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি এবং অর্থায়ন

প্রকল্পের অনুমোদন, বাস্তবায়নকাল, ব্যয়, মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি এবং অর্থায়নের অবস্থা সারণি-১.১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

**সারণি-১.১: প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়নকাল, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি এবং অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়)**

| বিবরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় | বাস্তবায়নকাল | অনুমোদনের তারিখ ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | মূল ব্যয়ের তুলনায় হ্রাস/ বৃদ্ধি | মূল বাস্তবায়ন কালের তুলনায় সময় হ্রাস/বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|
| মূল ডিপিপি | ১৬৪৯৩২.৫২ | জুলাই ২০২১ খ্রিঃ থেকে জুন ২০২৫ খ্রিঃ | ০৪/০৫/২০২১ (একনেক) | - | - |
| ১ম সংশোধন | ২৮৫৫৪২.০০ | জুলাই ২০২১ খ্রিঃ থেকে জুন ২০২৭ খ্রিঃ | ০২/০৬/২০২৫ (একনেক) | ১২০৬০৯.৪৮ লক্ষ টাকা (৭৩.১৩%) | ২ বছর (৫০.০০ %) |

### ১.৬ প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক ০৪ মে ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল এবং প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১,৬৪,৯৩২.৫২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে মে ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছিল ৭৫,০১০.৮৩ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৪৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৪% নির্দেশ করে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রশাসনিক, কারিগরি ও বাস্তব পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের পরিসর, ব্যয় এবং মেয়াদ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব বিষয় বিবেচনায় প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে।

#### ১.৬.১. প্রকল্পের পরিসর বৃদ্ধি (উপজেলার সংখ্যা বৃদ্ধি)

মূল ডিপিপিতে মোট ১৮৬টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা এবং কিছু ক্ষেত্রে ভূমির উচ্চমূল্যের কারণে ১৭টি উপজেলা বাদ দিয়ে সংখ্যা ১৬৯-এ নামিয়ে আনা হয়। পরবর্তীতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রকল্পের আওতা পুনর্বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত উপজেলাসমূহ প্রকল্পে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়-

- ৩য় পর্যায়ের প্রস্তাবিত প্রকল্প হতে ১৮টি উপজেলা,
- সরকারি খাস ভূমি বিদ্যমান এমন ১০টি উপজেলা,
- অধিগ্রহণযোগ্য ভূমি রয়েছে এমন ৪টি উপজেলা।

ফলে সংশোধিত ডিপিপিতে মোট ২০১টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে উপজেলার সংখ্যা ১৮৬ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১ হওয়ায় প্রকল্পের ভৌত পরিসর সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

### ১.৬.২. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি

মূল ডিপিপিতে ১০৩টি উপজেলার জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছিল, যা সংশোধিত ডিপিপিতে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৩টি উপজেলায় উন্নীত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে, যেমন-

১. মূল ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত মূল্য ২০১৯ সালে জেলা প্রশাসকদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় জেলা প্রশাসকদের চূড়ান্ত মূল্যায়নে ভূমির মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

২. সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় জেলা প্রশাসকদের হালনাগাদ প্রস্তাব ও মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিতে পুনঃপ্রাক্কলন করা হয়েছে।

### ১.৬.৩. খাস ভূমি বন্দোবস্ত ব্যয় সংযোজন

কিছু উপজেলায় সরকারি খাস ভূমি থাকায় সেখানে ভূমি অধিগ্রহণের পরিবর্তে খাস ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকদের প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে ৫টি উপজেলায় খাস ভূমি বন্দোবস্তের জন্য পৃথক ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মূল ডিপিপিতে খাস ভূমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোনো ব্যয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশোধিত ডিপিপিতে নতুনভাবে এই খাতে অর্থ সংযোজন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ওপর এর প্রভাব পড়েছে।

### ১.৬.৪. মৃত্তিকা পরীক্ষা ও পাইল ফাউন্ডেশন সংযোজন

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সম্পাদিত মৃত্তিকা পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কয়েকটি উপজেলায় মাটির ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম, ফলে কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেখানে পাইল ফাউন্ডেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে-

- কয়েকটি উপজেলায় নতুনভাবে পাইল ফাউন্ডেশন সংযোজন করা হয়েছে, এবং
- একই ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্যান্য উপজেলাগুলোতেও কাঠামোগত স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাইল ফাউন্ডেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### ১.৬.৫. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংযোজন

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study)-এর সুপারিশ অনুযায়ী নির্মাণাধীন এবং নির্মিতব্য মোট ১৭৬টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়ামের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত হয়েছে। মাঠ ও অবকাঠামোর নিরাপত্তা, সরকারি সম্পদের সংরক্ষণ এবং সুশাসন নিশ্চিত করার স্বার্থে সংশোধিত ডিপিপিতে এই খাতে নতুনভাবে অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ওপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে এবং এটি প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত।

### ১.৬.৬. ড্রেনেজ অবকাঠামো সম্প্রসারণ

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় মাঠের ব্যবহারযোগ্যতা এবং বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা কার্যকর রাখার লক্ষ্যে ড্রেনেজ অবকাঠামো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে সারফেস ড্রেন এবং মেইন ড্রেনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের দরসূচির পরিবর্তে ২০২২ সালের সংশোধিত দরসূচি অনুসরণ করায় নির্মাণ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

### ১.৬.৭. প্যাভিলিয়ন ভবনের আসন সংযোজন

মিনি স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ভবনের ব্যবহারযোগ্যতা ও দর্শকসুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্যাভিলিয়ন ভবনের উপরের সম্মুখ অংশে চেয়ার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কাজের জন্য দর বিশ্লেষণ করে বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

### ১.৬.৮. রেট শিডিউল (Rate Schedule) ও অঙ্গসমূহের যৌক্তিকীকরণ

প্রকল্প সংশোধনের সময় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের রেট শিডিউলের পরিবর্তে ২০২২ সালের সংশোধিত রেট শিডিউল গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ভূমি অধিগ্রহণ, সিভিল নির্মাণ, স্যানিটারি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক স্থাপনা এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত কাজের বিভিন্ন অঙ্গের পরিমাণ ও মূল্য পুনর্মূল্যায়ন করে যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস পেলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

### ১.৬.৯. প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক পরিসর বৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার সময়সাপেক্ষতা এবং অবকাঠামোগত নকশা ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৭ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়, যাতে প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়।

### ১.৬.১০. প্রকল্পের নাম পরিবর্তন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের নাম পুনঃনির্ধারণ করে "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শিরোনামে আরডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

## ১.৭ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপ-

- সয়েল টেস্ট
- ডিজিটাল সার্ভে স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন
- ড্রয়িং ইত্যাদি, নির্মাণ কাজ তদারকিকরণ
- ব্যবস্থাপনা ব্যয়
- ভূমি অধিগ্রহণ
- রেজিস্ট্রেশন
- ভূমি উন্নয়ন
- খেলার মাঠ উন্নয়ন
- ফাউন্ডেশন
- বৈদ্যুতিক কাজ
- ফার্নিচার সরবরাহ
- সুপারস্ট্রাকচার
- স্যানিটারি কাজ
- স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন
- সারফেস ড্রেন নির্মাণ
- আর সি.সি. মেইন ড্রেন ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ
- আরসিসি রিটেনিংওয়াল ও কালভার্ট নির্মাণ
- পুরাতন অবকাঠামো ভাঙ্গার কাজ
- সেপ্টিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল
- কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ

## ১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের পরিমাণ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাঠামো সারণি-১.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

**সারণি: ১.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা** লক্ষ টাকা

| ইকনমিক সাব কোড | অঙ্গের বিবরণ | সংখ্যা/ পরিমাণ | জিওবি | মোট ব্যয় | মোট প্রকল্প ব্যয়ের (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ক) রাজস্ব ব্যয়** | | | | | |
| ৩২৫৭১০১ | ক) (i) সাব-সয়েল টেস্ট, (ii) স্থাপত্য নকশা, (iii) অবকাঠামো ড্রয়িং ডিজাইন ইত্যাদি | ২০১টি | ৪০৫.০০ | ৪০৫.০০ | ০.১৪২ |
| ৩২৫৭১০১ | খ) নির্মাণ কাজের তদারকিকরণ পরামর্শক (১৬জন ৪৮ মাস) | ১১৭৬ জনমাস | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ০.২১০ |
| ৩২৫৫১০৫ | অন্যান্য মনিহারী | থোক | ২০.০০ | ২০.০০ | ০.০০৭ |
| ৩২১১১২৫ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় | থোক | ৪০.০০ | ৪০.০০ | ০.০১৪ |
| ৩১১১৩৩২ | সম্মানী | থোক | ১০.৭৪ | ১০.৭৪ | ০.০০৪ |
| ৩২৫৭২০৬ | সম্মানী | থোক | ৯.২৬ | ৯.২৬ | ০.০০৩ |
| ৩১১১৩২৬ | ভ্রমণ ব্যয় | থোক | ১৯.৬০ | ১৯.৬০ | ০.০০৭ |

| ইকনমিক সাব কোড | অঙ্গের বিবরণ | সংখ্যা/ পরিমাণ | জিওবি | মোট ব্যয় | মোট প্রকল্প ব্যয়ের (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩২৪৪১০১ | ভ্রমণ ব্যয় | থোক | ৫.১০ | ৫.১০ | ০.০০২ |
| ৩২২১১০৬ | জ্বালানীসহ মাইক্রোবাস ভাড়া | | | | ০.০০০ |
| | (ক) প্রকল্প পরিচালকের জন্য জ্বালানীসহ মাইক্রোবাস ভাড়া ১টি | ৬২ মাস | ৯৯.২০ | ৯৯.২০ | ০.০৩৫ |
| ৩১১১১০১ | জনবলের বেতন ভাতাদি (মূল প্রকল্পে নিয়োজিত ১জন অফিস সহাকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ১জন অফিস সহায়ক) সং (প্রকল্প পরিচালকের বেতন ভাতাদি এবং প্রকল্পে আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ার নিয়োজিত ১জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ১জন অফিস সহায়ক বেতন ভাতাদি। | ৬ বছর | ১০৫.০০ | ১০৫.০০ | ০.০৩৭ |
| ৩২২১১০৯ | ব্যবস্থাপনা ব্যয় | ৮ বিভাগ | ৩৮.৪৫ | ৩৮.৪৫ | ০.০১৩ |
| **উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) (ক):** | | | **১৩৫২.৬৫** | **১৩৫২.৬৫** | |
| **(খ) মূলধন ব্যয়** | | | | | |
| ৪১৪১১০১ | ক) ভূমি অধিগ্রহণ | ৬২২.৫৫ একর | ৬৭৩৭০.৪৮ | ৬৭৩৭০.৪৮ | ২৩.৫৯৪ |
| ৪১৪১১০১ | খ) বন্দোবস্ত বাবদ ব্যয় (উপজেলার সংখ্যা ৫টি) | ১৫.৬৮ একর | ৫৯০.৪২ | ৫৯০.৪২ | ০.২০৭ |
| ৪১১১৩১৭ | ক) ভূমি উন্নয়ন | ৫৮৯৪২৫৮.২১ ঘ.মি. | ৩৮৪৪১.৪৭ | ৩৮৪৪১.৪৭ | ১৩.৪৬৩ |
| ৪১১১৩১৭ | খ) প্যালাসাইডিং | ১৩৮৩২১.৭৬ ব. মি. | ৩৯২৪.০৬ | ৩৯২৪.০৬ | ১.৩৭৪ |
| ৪১১১৩২০ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | | | | |
| | ক) দোঁয়াশ মাটি ছড়ানোসহ | ৭০৬২৪৯ ঘ. মি. | ৭৬৯৭.৩৪ | ৭৬৯৭.৩৪ | ২.৬৯৬ |
| | খ) ঘাস লাগানো | ১৯৮২২৮৭.৫৯ ঘ. মি. | ১২৫৮.৫৩ | ১২৫৮.৫৩ | ০.৪৪১ |
| | গ) নেটসহ গোলপোষ্ট স্থাপন প্রতিটি স্টেডিয়ামে (২টি) | ৪০২টি | ২৪২.০৭৬ | ২৪২.০৭৬ | ০.০৮৫ |
| ৪১১১৩১৭ | ক) পাইল ফাউন্ডেশন (সংশোধিত ১৬৬টি উপজেলায়) | ৪৩৩৬০ ব.মি. | ১১১৪৭.৫৩ | ১১১৪৭.৫৩ | ৩.৯০৪ |
| ৪১১১৩১৭ | খ) ফাউন্ডেশন (সংশোধিত ৩৫টি উপজেলায়) | ৯৭৫৬ ব.মি. | ১০২৮.৫৯ | ১০২৮.৫৯ | ০.৩৬০ |
| ৪১১১৩১৭ | গ) নীচ তলা | ১২৭৩৭ ব.মি. | ১৪৫৩৯.৭০ | ১৪৫৩৯.৭০ | ৫.০৯২ |
| ৪১১১৩১৭ | ঘ) ২য় তলা | ৫১২৬১ ব.মি. | ১৩২৮৭.৯৭ | ১৩২৮৭.৯৭ | ৪.৬৫৪ |
| ৪১১১৩১৭ | ঙ) ৩য় তলা (অফিস, টয়লেট ব্লক ও সেড) | ২৫০০৭ ব.মি. | ৬৬৮৬.৩৪ | ৬৬৮৬.৩৪ | ২.৩৪২ |
| ৪১১১৩১৭ | চ) ভবনের সামনে ১০ মি. মি. পুরুত্বের টেম্পার্ড গ্লাস | ১০৬০৭০ ব.মি. | ১৪১৬.৫৪ | ১৪১৬.৫৪ | ০.৪৯৬ |
| ৪১১১৩০৯ | ছ) স্যানিটারি কাজ | ১২৮৩০৫ ব.মি. | ২৬৬১.০৯ | ২৬৬১.০৯ | ০.৯৩২ |
| ৪১১২৩০৩ | জ) বৈদ্যুতিক কাজ | ১৬১৫০১ ব.মি. | ৩৩৭১.৬৫ | ৩৩৭১.৬৫ | ১.১৮১ |
| ৪১১১৩১৪ | ঝ) ফার্নিচার সরবরাহ (বনশিল্প কর্পোরেশন এর প্রাক্কলন পরিশিষ্ট-ন/৭) | ২০১টি | ৯০২.৪৯ | ৯০২.৪৯ | ০.৩১৬ |
| ৪১১১৩১৯ | প্যাভিলিয়ন ভবনের উপরে স্টীলের ছাদ নির্মাণ | | | | ০.০০০ |
| | ক) এম এস পাইপ ও প্রোফাইল সিটি দ্বারা স্টীলের সেড নির্মাণ | ৩২৭৮০ ব.মি. | ৪১৮০.০০ | ৪১৮০.০০ | ১.৪৬৪ |
| ৪১১১৩১৭ | ৫ ধাপ বিশিষ্ট সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ (৩০০ ফুট) | | | | ০.০০০ |
| | ক) ফাউন্ডেশন (সংশোধিত ৩৫টি উপজেলায়) | ১৮৫৭১ ব.মি. | ১৬৯৩.৩২ | ১৬৯৩.৩২ | ০.৫৯৩ |
| | খ) পাইল ফাউন্ডেশন (সংশোধিত ১৬৬টি উপজেলায়) | ৫৫৩৩৪ ব.মি. | ১৩২৫৯.১৭ | ১৩২৫৯.১৭ | ৪.৬৪৪ |
| | গ) সুপারষ্ট্রাকচার | ১১৬৪৮০১ ব.মি. | ২৮৮৫৭.৮৩ | ২৮৮৫৭.৮৩ | ১০.১০৬ |
| ৪১১১৩১৪ | প্যাভিলিয়ন ভবনে হাতলযুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ (সংখ্যা ১২৬ X ২০১টি উপজেলা) (দর বিশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট-ন/৯ একটি উপজেলার জন্য) | ২৫৩২৬টি | ২৯১২.৪৯ | ২৯১২.৪৯ | ১.০২০ |
| ৪১১১৩১৭ | ক) ফাউন্ডেশন | ১১২৫৬ ব.মি. | ১০৯১.৬৫ | ১০৯১.৬৫ | ০.৩৮২ |
| ৪১১১৩১৭ | খ) সুপারষ্ট্রাকচার | ১১২৫৬ ব.মি. | ৩০০৪.৫১ | ৩০০৪.৫১ | ১.০৫২ |
| ৪১১১৩০৯ | গ) স্যানিটারি কাজ | ১১২৫৬ ব.মি. | ২২৫.৬৪ | ২২৫.৬৪ | ০.০৭৯ |
| ৪১১২৩০৩ | ঘ) বৈদ্যুতিক কাজ | ১১২৫৬ ব.মি. | ২২৭.৯৮ | ২২৭.৯৮ | ০.০৮০ |

| ইকনমিক সাব কোড | অঙ্গের বিবরণ | সংখ্যা/ পরিমাণ | জিওবি | মোট ব্যয় | মোট প্রকল্প ব্যয়ের (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪১১২৩০৩ | স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন (১২ কিওয়াট) | ২০১ লট | ৮০৪.০০ | ৮০৪.০০ | ০.২৮২ |
| ৪১১১৩১৭ | আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ | | | | ০.০০০ |
| | ক) মাঠের চারদিকে কাভারসহ সারফেস ড্রেন নির্মাণ | ৭৩৮২৪ মি. | ৮৬১৬.৩৫ | ৮৬১৬.৩৫ | ৩.০১৮ |
| | খ) আর.সি.সি. মেইন ড্রেন নির্মাণ | ১২৮৫০ মি. | ১৩৭২.৫৩ | ১৩৭২.৫৩ | ০.৪৮১ |
| ৪১১১৩১৭ | আর.সি.সি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ | ৩৩৯৮৪ ব.মি. | ১৮৩২.৮৪ | ১৮৩২.৮৪ | ০.৬৪২ |
| ৪১১১৩১৭ | আর.সি.সি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৩০০ ফুট X ১৪ ফুট) | ৮২৯৪৯.৯৬ ব.মি. | ৪৫১১.৯৩ | ৪৫১১.৯৩ | ১.৫৮০ |
| ৪১১১৩১৭ | আর.সি.সি. রিটেনিংওয়াল (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ন/১৩ প্রতি মিটার জন্য) বিভাগ অনুযায়ী | ৬৯২৯ ব.মি. | ১৭১০.৩৮ | ১৭১০.৩৮ | ০.৫৯৯ |
| ৪১১১৩১৭ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (১৪০০ ফুট) (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ন/১৪ প্রতি মিটার জন্য) বিভাগ অনুযায়ী | ৮৪২৪৮০.৫৩ মি. | ২৬৬৪২.০৮ | ২৬৬৪২.০৮ | ৯.৩৩০ |
| ৪১১১৩০৮ | বোরিং ও লোয়ারিংসহ ৩ অর্শ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সাব-মারসিবাল পাম্প সরবারাহ ও স্থাপন (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ন/১৫ একটি উপজেলার জন্য) | ২০১টি | ৮৮৭.০০ | ৮৮৭.০০ | ০.৩১১ |
| ৪১১১৩১৭ | আর.সি.সি. কালভার্ট নির্মাণ (নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলা ও কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা) সং (লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা ও চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলা) | ৩৯.২ ব.মি. | ৬০.০০ | ৬০.০০ | ০.০২১ |
| ৪১১১৩১৭ | গাছ লাগানো | ২৩১১৫টি | ৪০২.০০ | ৪০২.০০ | ০.১৪১ |
| ৪১১১৩১৭ | সেপ্টিক ট্যাংক (প্রতিটি স্টেডিয়ামে ২ টি করে ১০০ জনের জন্য) | ৪০২টি | ৬০১.৯৯ | ৬০১.৯৯ | ০.২১১ |
| ৪১১১৩১৭ | সোক ওয়েল (প্রতিটি ২ টি করে ১০০ জনের জন্য) | ৪০২টি | ৪১৮.৯৭ | ৪১৮.৯৭ | ০.১৪৭ |
| ৪১১১৩১৭ | প্রতিটি উপজেলায় মুর্যাল স্থাপন ২৫টি | ২৫টি | ১৪১.২৫ | ১৪১.২৫ | ০.০৪৯ |
| ৪১১১৩১৩ | অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২কি:ওয়াট X ২০১টি) (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ন/১৭, একটি উপজেলার জন্য) | ৪০২ কি.ওয়াট | ৫৩২.৬৫ | ৫৩২.৬৫ | ০.১৮৭ |
| ৪১১২২০২ | কম্পিউটার সামগ্রী- (ল্যাপটপ কোর আই ৭)-৫টি, ডেস্কটপ (কোর আই ৭)-৫টি, লেজার প্রিন্টার (কালার)-৫টি, সং-(ল্যাপটপ কোর আই ৭)-২টি, ডেস্কটপ (কোর আই ৭)-৫টি, ফটোকপি মেশিন (A-৩)-১টি এবং লেজার প্রিন্টার-৫টি, | -- | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ০.০০৫ |
| | **উপমোট মূলধন ব্যয় (খ)** | | **২৭৮৫৭৮.৫২** | **২৭৮৫৭৮.৫২** | **৯৭.৫৬১** |
| **(গ)** | **ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি** | **১%** | **২৭৮৫.৭৯** | **২৭৮৫.৭৯** | **০.৯৭৬** |
| **(ঘ)** | **প্রাইস কনটিনজেন্সি** | **১%** | **২৮২৫.০৪** | **২৮২৫.০৪** | **০.৯৮৯** |

## ১.৯ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনায় মোট ১৮টি পণ্য (Goods) প্যাকেজ এবং ২২৩টি কার্য (Works) এবং ১৮টি তদারকি কাজ ও সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন ৯টিসহ মোট ২৭টি সেবা প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্তি-২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

## ১.১০ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম

(ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) :০১-০৭-২০২১খ্রিঃ

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ :৩০-০৬-২০২৭খ্রিঃ

| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)* | বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)** | যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)** | গুরুত্বপূর্ণ অনুমান |
|---|---|---|---|
| **লক্ষ্য (Goal):** তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেট ও ফুটবলসহ অন্যান্য খেলার প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য মাঠের উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ। | * উপজেলা পর্যায়ে ও আঞ্চলিক পর্যায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উপযোগি অবকাঠামো সৃষ্টি।<br>* স্থানীয় পর্যায়ে ক্রিকেট ও ফুটবলসহ বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিদিন ৫০ জন খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ করানোর সুযোগ সৃষ্টি। | ১. উপজেলা/ জেলা ক্রীড়া সংস্থায় বিভিন্ন খেলাধুলার/অবকাঠামোর তথ্যাদি পাওয়া যাবে।<br>২. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে বিভিন্ন খেলাধুলার/অবকাঠামোর তথ্যাদি পাওয়া যাবে। | - |
| **উদ্দেশ্য (Purpose/outcome):** উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান পরিচালনাসহ খেলোয়াড়দের অনুশীলন করার জন্য ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। | * উপজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ৩-৪টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য খেলার মাঠটি ব্যবহার উপযোগী হবে।<br>* তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরীর উপযোগি অবকাঠামো সৃষ্টি। | ১. উপজেলা/জেলা ক্রীড়া সংস্থায় বিভিন্ন খেলাধুলার/অবকাঠামোর তথ্যাদি পাওয়া যাবে। | - |
| **আউটপুট (Output):** উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিয়োগিতা এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য খেলাধূলার বিকাশসহ দক্ষ খেলোয়াড় তৈরীর উপযোগি অবকাঠামো সৃষ্টি। | ভূমি অধিগ্রহণ, বন্দোবস্ত বাবদ ব্যয় (উপজেলার সংখ্যা ৫টি), ভূমি উন্নয়ন, প্যালাসাইডিং, খেলার মাঠ উন্নয়ন, ২তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ (৭৮ফুট X ৩৫ফুট) (সংশোধিত ৩য় তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ), প্যাভিলিয়ন ভবনের উপরে স্টীলের ছাদ নির্মাণ, ৫ ধাপ বিশিষ্ট সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ (৩০০ফুট), প্যাভিলিয়ন ভবনে হাতলযুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ (সংখ্যা১২৬টিX১৮৬টি উপজেলা) সং (সংখ্যা ১২৬টি X ২০১টি উপজেলা),<br>পুরুষদের জন্য ১ তলা বিশিষ্ট টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট X১৮ফুট) ও মহিলাদের জন্য ১ তলা বিশিষ্ট টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট X১১ফুট ৬ ইঞ্চি) / টয়লেট ব্লক (কম্বাইন্ড) সং- টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট X২৯ফুট ৬ ইঞ্চি), স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন (১২কিওয়াট),<br>আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ, আর সি.সি ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ, আর সি.সি সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৩০০ফুট X১৪ফুট), আরসিসি রিটেনিংওয়াল, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (১৪০০ফুট),<br>প্রতিটি উপজেলার পরিবর্তে ২৫টি উপজেলায় মুর‍্যাল স্থাপন, অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট X ১৮৬টি) সং (২কি:ওয়াট X ২০১টি) ইত্যাদি কাজ ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩, ০২৩-২০২৪, ২০২৪-২০২৫, ২০২৫-২০২৬ এবং ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হবে। | ১. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে।<br>২. আইএমইডি তে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে।<br>৩. প্রকল্প সাইটে সাইট বুকে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে।<br>৪. মন্ত্রণালয়ে মাসিক পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে। | ১. টেন্ডার সিডিউলে রেট পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।<br>২. স্থানীয় ভাবে জায়গা হস্তান্তরের বিলম্বের কারণে প্রকল্পের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। |
| **ইনপুট (Input):**<br>ভূমি অধিগ্রহণ, বন্দোবস্ত বাবদ ব্যয় (উপজেলার সংখ্যা ৫টি), ভূমি উন্নয়ন, প্যালাসাইডিং, খেলার মাঠ উন্নয়ন, ২তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ (৭৮ফুট X ৩৫ফুট) (সংশোধিত ৩য় তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ), প্যাভিলিয়ন | ভূমি অধিগ্রহণ : ব্যয় ৬৭৩৭০.৪৮ লক্ষ টাকা, বন্দোবস্ত বাবদ ব্যয় (উপজেলার সংখ্যা ৫টি): ব্যয় ৫৯০.৪২ লক্ষ টাকা,<br>ভূমি উন্নয়ন: ব্যয় ৩৮৪৪১.৪৭ লক্ষ, প্যালাসাইডিং: ব্যয় ৩৯২৪.০৬ লক্ষ টাকা, খেলার মাঠ উন্নয়ন: ব্যয় ৯১৯৮.৬৩ লক্ষ টাকা, ২তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন | ১. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে।<br>২. আইএমইডি তে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে। | ১. সময়মত প্রকল্প অনুমোদন না হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। |

| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)* | বস্তুনিষ্ঠ যাচই নির্দেশক (OVI)** | যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)** | গুরুত্বপূর্ণ অনুমান |
|---|---|---|---|
| ভবনের উপরে স্টীলের ছাদ নির্মাণ, ৫ ধাপ বিশিষ্ট সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ (৩০০ফুট), প্যাভিলিয়ন ভবনে হাতলযুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ (সংখ্যা ১২৬টি x ১৮৬টি উপজেলা) সং (সংখ্যা ১২৬টি x ২০১টি উপজেলা), পুরুষদের জন্য ১ তলা বিশিষ্ট টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট x১৮ফুট) ও মহিলাদের জন্য ১ তলা বিশিষ্ট টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট x ১১ফুট ৬ ইঞ্চি) / টয়লেট ব্লক (কম্বাইন্ড) সং- টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট x ২৯ফুট ৬ ইঞ্চি), স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন (১২কিওয়াট), আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ, আর সি.সি ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ, আর সি.সি সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৩০০ফুট x১৪ফুট), আরসিসি রিটেনিংওয়াল, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (১৪০০ফুট), বোরিং ও লোয়ারিংসহ ৩ অশ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সাব-মারসিবাল পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন, আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ (নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলা ও কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা) সং (লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা ও চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলা), গাছ লাগানো, সেপ্টিক ট্যাংক (প্রতিটি স্টেডিয়ামে ২টি করে ১০০ জনের জন্য), সোক ওয়েল (প্রতিটি স্টেডিয়ামে ২টি করে ১০০ জনের জন্য), প্রতিটি উপজেলার পরিবর্তে ২৫টি উপজেলায় মুর্যাল স্থাপন, অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট x ১৮৬টি) সং (২কি:ওয়াট x ২০১টি) ইত্যাদি কাজ। | নির্মাণ (৭৮ফুট x ৩৫ফুট)(সংশোধিত ৩য় তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ): ব্যয় ৫৫০৫১.৯০ লক্ষ টাকা, প্যাভিলিয়ন ভবনের উপরে স্টীলের ছাদ নির্মাণ: ব্যয় ৪১৮০.০০ লক্ষ, ৫ ধাপ বিশিষ্ট সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ (৩০০ফুট): ব্যয় ৪৩৮১০.৩২ লক্ষ টাকা, প্যাভিলিয়ন ভবনে হাতলযুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ (সংখ্যা১২৬টিx১৮৬টি উপজেলা) সং (সংখ্যা ১২৬টি x ২০১টি উপজেলা): ব্যয় ২৯১২.৪৯ লক্ষ, পুরুষদের জন্য ১ তলা বিশিষ্ট টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট x১৮ফুট) ও মহিলাদের জন্য ১ তলা বিশিষ্ট টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট x১১ফুট ৬ ইঞ্চি) / টয়লেট ব্লক (কম্বাইন্ড) সং- টয়লেট ব্লক নির্মাণ (২০ফুট x২৯ফুট ৬ ইঞ্চি): ব্যয় ৪৫৪৯.৭৮ লক্ষ, স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন (১২কিওয়াট): ব্যয় ৮০৪.০০ লক্ষ, আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ: ব্যয় ৯৯৮৮.৮৮ লক্ষ, আর সি.সি ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ: ব্যয় ১৮৩২.৮৪ লক্ষ, আর সি.সি সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৩০০ফুট x১৪ফুট): ব্যয় ৪৫১১.৯৩ লক্ষ, আরসিসি রিটেনিংওয়াল: ব্যয় ১৭১০.৩৮ লক্ষ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (১৪০০ফুট); ব্যয় ২৬৬৪২.০৮ লক্ষ টাকা, বোরিং ও লোয়ারিংসহ ৩ অশ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সাব-মারসিবাল পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন: ব্যয় ৮৮৭.০০ লক্ষ টাকা, আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ (নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলা ও কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা) সং (লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা ও চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলা): ব্যয় ৬০.০০ লক্ষ, গাছ লাগানো: ব্যয় ৪০২.০০ লক্ষ, সেপ্টিক ট্যাংক (প্রতিটি স্টেডিয়ামে ২টি করে ১০০ জনের জন্য): ব্যয় ৬০১.৯৯ লক্ষ টাকা, সোক ওয়েল (প্রতিটি স্টেডিয়ামে ২টি করে ১০০ জনের জন্য): ব্যয় ৪১৮.৯৭ লক্ষ টাকা, ২৫টি উপজেলায় মুর্যাল স্থাপন: ব্যয় ১৪১.২৫ লক্ষ, অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট x ১৮৬টি) সং (২কি:ওয়াট x ২০১টি): ব্যয় ৫৩২.৬৫ লক্ষ টাকা। | ৩. প্রকল্প সাইটে সাইট বুকে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে। ৪. মন্ত্রণালয়ে মাসিক পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে। | ২. সময়মত অর্থ বরাদ্দ এবং অবমুক্তি না হওয়ার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। ৩. সময়মত দরপত্র আহবান এবং কার্যাদেশ না হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। |

## ১.১১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা

জুলাই ২০২১ হতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হলেও প্রকল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণকালে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় সংশোধন ও অতিরিক্ত উপজেলা সংযোজন করার সময় মে ২০২৪ এ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

## ১.১২ প্রকল্পের Exit Plan ও টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর নির্মাণ সম্পন্ন স্টেডিয়ামসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হবে। ক্রীড়া অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রথম দিকে ৩ বছর কোন পৌন:পুনিক ব্যয় নির্বাহ করা প্রয়োজন হবে না। পরবর্তীতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্মাণ ব্যয়ের ১% পৌন:পুনিক ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন হবে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্য পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

## ২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের চলমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য নিম্নে বর্ণিত হলো:

- অনুমোদিত DPP/RDPP অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনার মাধ্যমে যাচাই করা;
- সরেজমিনে নির্মাণ কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ প্রদান;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইনপুট ও আউটপুট কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হবে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা; এবং
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

## ২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি ( ToR) আইএমইডি এর পরিপত্র অনুযায়ি নিম্নে প্রদান করা হলো:

১. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ-ফ্রেমের আলোকে আউটপুট/আউটকাম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত চলমান পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্রয়-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ/প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি/আরডিপিপির সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা, যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭. প্রকল্পের অর্থ সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, অর্থের যথাযথ ব্যবহার, যথাসময়ে বিল পরিশোধ এবং অডিট আপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের প্রমাণসহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি এবং রিভিউ মিশনের সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক প্রমাণসহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার নিমিত্ত ডিপিপি/আরডিপিপির সংস্থান পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় ও অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis প্রণয়ন;

১১. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ চলাকালীন প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি কতটা হওয়ার কথা এবং বাস্তবে কতটা হয়েছে তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা এবং অর্জন না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

১২. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৩. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ, ADP রিভিউ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রকল্প পর্যালোচনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত এবং তা বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৪. প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত NPV, BCR ও IRR পর্যালোচনা এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ;

১৫. প্রকল্প-সংক্রান্ত নথিপত্র এবং মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষান্তে মানসম্পন্ন চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৬. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা নির্ধারিত ফরমে হয়েছে কিনা এবং ডিপিপি/আরডিপিপির কাঠামোগত দুর্বলতা পর্যালোচনা;

১৭. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আইএমইডির পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৮. e-PMIS-এ প্রকল্পের তথ্য প্রদান করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা।

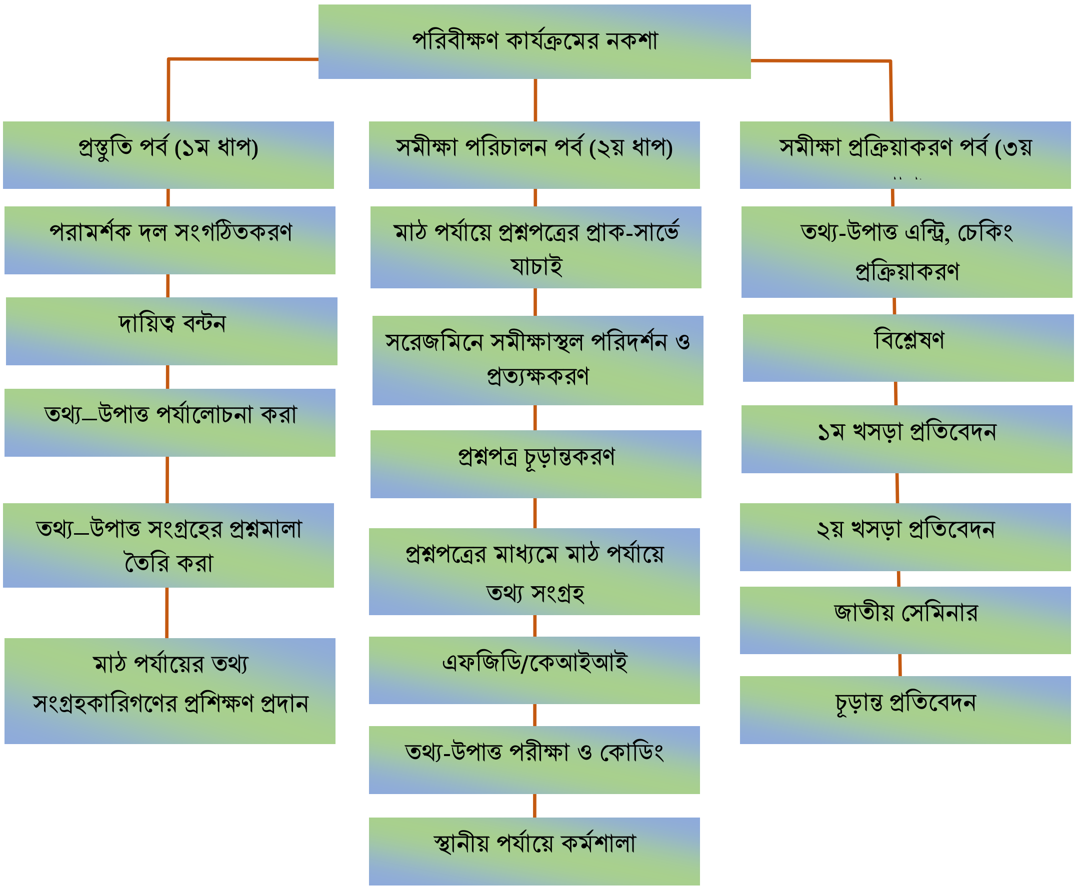
১৯. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

## ২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিমাণগত (Quantitative) এবং গুণগত (Qualitative) উভয় ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে নিবিড় আলোচনা (Key Informant Interview-KII) এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussion-FGD) পরিচালনা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনে নির্মাণ কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণে পাশাপাশি ব্যবহৃত উপকরণের ল্যাব টেস্টের ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ যাচাই, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## ২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পদ্ধতির নকশা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম মোট তিনটি পর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বের অধীনস্থ ধাপগুলো চিত্র-২.১ এর মাধ্যমে দেখানো হলো।




**চিত্র:২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ধাপসমূহ**

## ২.৫ এলাকা নির্বাচন

প্রকল্পটি বর্তমানে দেশের ৮টি বিভাগ, ৫৮টি জেলা এবং মোট ২০১টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প অফিসে আলোচনার মাধ্যমে জানা গেছে যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত ৪০টি স্টেডিয়াম, কাজ চলমান ৪০টি স্টেডিয়াম এবং অধিগ্রহণ মূল্য প্রদান করা হলেও ভূমি বুঝে পাওয়া যায়নি বা অধিক মূল্য পরিশোধিত হয়েছে এমন ১০টি স্টেডিয়ামসহ মোট ৯০টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সমীক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত ৪০টি স্টেডিয়াম থেকে ২০টি, চলমান ৪০টি স্টেডিয়াম থেকে ৩০টি এবং অন্যান্য ১০টি স্টেডিয়ামসহ মোট ৬০টি স্টেডিয়াম পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি স্টেডিয়াম এলাকা থেকে ২০ জন করে মোট ১,২০০ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস এর বিস্তারিত সংযুক্তি-৭ প্রদান করা হয়েছে।

## ২.৬ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং প্রকল্পের সুফল উপকারভোগীদের নিকট কতটুকু পৌঁছেছে তা নিরূপণের জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা একটি অত্যন্ত কার্যকর ও স্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকার মাঠ পর্যায়ে সরাসরি পরিদর্শনের পাশাপাশি উপকারভোগী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট থেকে প্রণীত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সমীক্ষার আওতায় প্রকল্পের সম্ভাব্য উপকারভোগী এবং প্রকল্প কার্যক্রম দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতহীনতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বহুধাপ বিশিষ্ট নমুনায়ন (Multistage Stratified Sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণির উপকারভোগীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।

নমুনার আকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে,

যা নিম্নরূপ—$n = \frac{z^2pq}{e^2} \times deff$

এখানে,

n = কাঙ্খিত নমুনা সংখ্যা
p = নমুনা অনুপাত সম্ভাবনা
q = নমুনা অনুপাত বিপরীত সম্ভাবনা 1-p
e = precision level 3%
Deff= design effects (1.1)

Assumptions:

z = 1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level)
p = 0.5
q = 0.5
e = 0.03 (precision level 3%)
d=design effects =1.2

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.03^2} \times 1.1$$

n=1173.82 =1200

উল্লিখিত অনুমান অনুযায়ী p = 0.5, q = 0.5, e = 0.03 এবং z = 1.96 গ্রহণ করা হলে গণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নমুনা সংখ্যা দাঁড়ায় n = 1173.82। বাস্তব প্রয়োগ ও গণনার সুবিধার্থে উক্ত সংখ্যা পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করে মোট ১,২০০ জন উত্তরদাতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উক্ত নমুনা কাঠামোর ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে উপকারপ্রাপ্ত ও সম্ভাব্য উপকারভোগী জনগোষ্ঠী ও প্রত্যক্ষ- পরোক্ষভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোট ১,২০০ জন উত্তরদাতার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে খেলোয়াড়, কোচ, দর্শক, ক্রীড়া সংগঠক, স্থানীয় যুবসমাজ ও সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রয়েছেন। এমন নির্বাচিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য  সংগ্রহ করা হয়েছে।

## ২.৭ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

### ২.৭.১ কৌশলগত পদ্ধতি

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি এবং বাস্তবায়ন কাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক একটি সুসংগঠিত কৌশলগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সমীক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনটি মৌলিক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, যথা-

১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান নথিপত্র, ডিপিপি, অগ্রগতি প্রতিবেদন, নকশা ও অন্যান্য দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;

২) প্রকল্প এলাকা থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের সংখ্যাগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ক্ষেত্রভিত্তিক জরিপ পরিচালনা;

৩) নির্মিত, নির্মাণাধীন ও অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট স্টেডিয়ামসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা যাচাই, তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ।

### ২.৭.২ বিশ্লেষণগত কাঠামো

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নির্ধারিত সূচকসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে SPSS এবং MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার করে উপযুক্ত পরিসংখ্যানিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, কার্যকারিতা, উপকারভোগীদের প্রতিক্রিয়া এবং বাস্তবায়নগত চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

### ২.৭.৩ সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো ও কার্যধারা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত Terms of Reference (ToR)-এ প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। সমগ্র সমীক্ষা কার্যক্রম ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ চারটি প্রধান ধাপে বিভক্ত-

- **প্রথম ধাপে** প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ডিপিপি, অনুমোদন পত্র, অগ্রগতি প্রতিবেদন, নকশা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সমীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশক নির্ধারণ, তথ্য উৎস চিহ্নিতকরণ, নমুনা নির্বাচন এবং প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

- **দ্বিতীয় ধাপে** মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইএমইডির মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **তৃতীয় ধাপে** নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সময় পরামর্শক দল নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি করেছেন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নির্মাণ সম্পন্ন ও নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামের কাজ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি Rebound Hammer Test সম্পাদন করা হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীদের উপস্থিতিতে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে প্রেরণ ও প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকেও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **চতুর্থ ধাপে** সংগৃহীত তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই করে ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে কোডিংয়ের মাধ্যমে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত তথ্যসমূহ পরিসংখ্যানিকভাবে বিশ্লেষণ করে ফলাফল সারণি ও চার্ট আকারে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- **পঞ্চম ধাপে** প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আইএমইডিতে দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে টেকনিক্যাল কমিটি ও পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন করা হয়েছে এবং জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা হয়েছে।

## ২.৮ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, ডিপিপি-তে নির্ধারিত লক্ষ্য, কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলক (Variable) ও নির্দেশক (Indicator) ভিত্তিক নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত টেবিলসমূহে প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবীক্ষণ কাঠামো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার চলক  ও নির্দেশক ভিত্তিক কাঠামো

| পরিবীক্ষণের প্রকৃতি | পরীক্ষণীয় বিষয়/চলক/নির্দেশক | উৎস | পদ্ধতি |
|---|---|---|---|
| সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনা | ডিপিপি, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনস পর্যালোচনা | প্রকল্প নথি/প্রতিবেদন | ডকুমেন্ট রিভিউ |
| প্রকল্প বাস্তবায়ন | প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অর্থায়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সংশোধন ও মেয়াদ সংক্রান্ত তথ্য | প্রকল্প পরিচালক/কর্তৃপক্ষ | ডকুমেন্ট রিভিউ ও কেআইআই |
| | বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় বিশ্লেষণ | প্রকল্প পরিচালক/কর্তৃপক্ষ | ডকুমেন্ট রিভিউ ও কেআইআই |
| | অঙ্গভিত্তিক (ভৌত ও আর্থিক) অগ্রগতি বিশ্লেষণ | প্রকল্প পরিচালক/কর্তৃপক্ষ | ডকুমেন্ট রিভিউ ও কেআইআই |
| | লগ ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জন মূল্যায়ন | প্রকল্প পরিচালক/মাঠ কর্মকর্তা | কেআইআই ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা |
| প্রকল্প ব্যবস্থাপনা | প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল কাঠামো, পিআইসি ও পিএসসি সভা, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | ডকুমেন্ট রিভিউ, কেআইআই, এফজিডি |
| | অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থা পর্যালোচনা | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | কেআইআই |
| | আইএমইডি-০৫ ফরম অনুযায়ী রিপোর্ট প্রেরণ কার্যক্রম | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | দলিলাদি পর্যালোচনা |
| | আইএমইডি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ বাস্তবায়ন মূল্যায়ন | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | দলিলাদি পর্যালোচনা |
| | প্রকল্প সমাপ্তির পর সুবিধার টেকসইতা বিশ্লেষণ | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ উপকারভোগী | কেআইআই ও এফজিডি |
| | বাস্তবায়নকালীন চ্যালেঞ্জসমূহ | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | কেআইআই |
| ক্রয় কার্যক্রম | পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮/২০২৫ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুসরণে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | ক্রয় নথি পর্যালোচনা ও কেআইআই |
| | স্পেসিফিকেশন/বিওকিউ/টিওআর অনুযায়ী পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | নথি পর্যালোচনা ও কেআইআই |
| | ক্রয় চুক্তি ও সকল ধাপের স্বচ্ছতা ও যথার্থতা | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | কেআইআই |
| | সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জনবল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ | কেআইআই |
| গুণগত মান পর্যবেক্ষণ | ভূমি উন্নয়ন, ফাউন্ডেশন, সুপারস্ট্রাকচার, ড্রেনেজ, ওয়াকওয়ে ও রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ঠিকাদার | মাঠ পরিদর্শন, উপাদান পরীক্ষা, ল্যাব টেস্ট |
| | অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন | প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ঠিকাদার | কেআইআই ও মাঠ পরিদর্শন |
| | নির্মাণ উপকরণের গুণগত মান যাচাই | ঠিকাদার/ল্যাব | নমুনা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ |

### ২.৯ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিস্ট

প্রকল্পের কার্যক্রম, নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য, চাহিদা ও মূল্যায়ন নির্দেশক এর উপর ভিত্তি করে নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট (সংযোজনী ১-৮) প্রস্তুত করা হয়েছে:

- উপকারভোগী জরিপ প্রশ্নমালা (সংযোজনী-১)
- মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (কেআইআই) এর গাইডলাইন (সংযোজনী -২-৫)
- ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) গাইডলাইন (সংযোজনী-৬)
- ভূমি অধিগ্রহণ চেকলিস্ট (সংযোজনী-৭)
- সরেজমিনে নির্মাণ কাজ পরিদর্শনের চেকলিস্ট (সংযোজনী-৮)

### ২.১০ সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কর্ম-পদ্ধতি

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) উভয় ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কার্যকারিতা, উপকারভোগীর সন্তুষ্টি এবং বাস্তব চ্যালেঞ্জ নিরূপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

#### ২.১০.১ সমীক্ষার সংখ্যাগত জরিপ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের মতামত, অভিজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি নিরূপণের জন্য সংখ্যাগত জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করা হয়েছে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ৩.১৫ দ্রষ্টব্য)।

#### ২.১০.২ গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

**ক) মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)**

প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, কার্যকারিতা, ব্যবস্থাপনা, ক্রয় কার্যক্রম, গুণগত মান, ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ এবং টেকসইকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীরতর তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত সাক্ষাৎকারে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের সাথে মোট ৮০ জনের সাথে নিবিড় আলোচনা (কেআইআই) সম্পন্ন করা হয়েছে।

**খ) এফজিডি আলোচনা**

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও নির্মাণাধীন মিনি স্টেডিয়ামসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি, যুব সমাজের সম্পৃক্ততা, ক্রীড়া অবকাঠামোর মানোন্নয়ন এবং স্থানীয় এলাকার যব সামাজের খেলাধুলায় কি ধরনের আগ্রহ বাড়ছে এবং জনগণের সামাজিক কর্মকাণ্ডে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে তা নিরূপণের জন্য প্রকল্প এলাকায় এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের সুবিধা, অবকাঠামোর কার্যকারিতা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহারের মাত্রা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মোট ১৬টি জেলায় ১টি করে মোট ১৬টি এফজিডি আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি পরিচালনার জন্য ১ জন সঞ্চালক এবং ১ জন রেপোটিয়ার ছিলেন। এফজিডিতে খেলোয়াড়, স্থানীয় কোচ, ইউপি সদস্য, শিক্ষক, মহিলা প্রতিনিধি, সাধারণ দর্শক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। এফজিডি'তে সর্বমোট ১৭৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এফজিডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুচ্ছেদ ৩.১৮ এ দেয়া বিস্তারিত দেয়া হয়েছে।

**গ) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা**

আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬ ইং, রোজ বৃহস্পতিবার, মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা হলরুমে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) ও বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি কর্মশালায় সভাপতিত্ব

করেন প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)। কর্মশালায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় উপকারভোগী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অংশগ্রহণকারীগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক, স্থানীয় খেলোয়াড়, কোচ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, নারী প্রতিনিধি, সাধারণ দর্শকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, যা স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক মতবিনিময়ের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে।

কর্মশালায় প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম, নির্মাণকাজের বর্তমান অগ্রগতি, অবকাঠামোর গুণগত মান, স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তব সমস্যা, ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন মতামত, সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান উপস্থাপন করেন। সর্বশেষে, সকল স্টেকহোল্ডারের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শসমূহ সংগ্রহ করা হয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের গুণগত মান উন্নয়ন, কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

**ঘ) জাতীয় কর্মশালা**

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্পের ২য় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'র সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়নগত চ্যালেঞ্জ, টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত মূল্যবান মতামত, সুপারিশ ও দিকনির্দেশনাসমূহ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

সারণি ২.১ তথ্যদাতার সংখ্যা, স্থান ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ

| ক্রমিক নং | নমুনার ধরন | নমুনার সংখ্যা | উত্তরদাতা ও তথ্যসংগ্রাহক- | তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম |
|---|---|---|---|---|
| **সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ** | | | | |
| ১ | উপকারভোগীদের জরিপ | ১২০০ জন | খেলোয়াড়, কোচ, দর্শক, ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় কিশোর, যুবক ও অন্যান্য | প্রশ্নমালা সংযোজনী -১ |
| | **উপমোট:** | ১২০০ জন | | |
| **গুণগত তথ্য সংগ্রহ** | | | | |
| ২ | মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (কেআইআই) | ৮০টি | প্রকল্প পরিচালক, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা | প্রশ্নমালা সংযোজনী-(২-৫) |
| ৩ | দলীয় আলোচনা (এফজিডি) | ১৬টি এফজিডি | খেলোয়াড়, কোচ, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, শিক্ষক, মহিলা প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি | সংযোজনী-৬ |
| ৪ | স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা | ১টি ৫০) জন) | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, কোচ, শিক্ষক, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, মহিলা প্রতিনিধি, সাধারণ দর্শক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ | - |
| ৫ | জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা (২য় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর) | ১টি (১১০ জন) | পরিকল্পনা কমিশন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিশেষজ্ঞ সদস্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, প্রকল্প কর্মকর্তা ও জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার | - |
| | **সর্বমোট সংখ্যা =** | **১৬১৬** | | |

## ২.১১ তথ্য সংগ্রহের সেকেন্ডারি উৎস

প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পর্যালোচনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির সাথে লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পের কার্যকারিতা, বাস্তবায়নজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অর্জিত সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ সনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের ডিপিপি, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন, আইএমইডি-০৫ রিপোর্ট, ক্রয় সংক্রান্ত নথি/পত্র, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য, পিআইসি ও পিএসসি সভার কার্যবিবরণী এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, কার্যকারিতা ও ফলাফল মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন সেকেন্ডারি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো:-

সেকেন্ডারি উৎসের তথ্য সংগ্রহ ক্ষেত্র, উৎস ও পদ্ধতি

| ক্ষেত্র | বিশ্লেষণীয় বিষয় | তথ্যের উৎস | বিশ্লেষণ পদ্ধতি |
|---|---|---|---|
| প্রকল্প অগ্রগতি | ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ | ডিপিপি, আইএমইডি অগ্রগতি রিপোর্ট | ডকুমেন্ট রিভিউ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ |
| প্রকল্প কার্যকারিতা | অর্জন, সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, সফলতা ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণ | অগ্রগতি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট | গুণগত বিশ্লেষণ |
| প্রশাসনিক বিষয় | পিআইসি ও পিএসসি সভা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি | সভার কার্যবিবরণী (Minutes) | কনটেন্ট অ্যানালাইসিস ও পর্যালোচনা |
| ক্রয় কার্যক্রম | ক্রয় পরিকল্পনা, চুক্তি, পিপিএ/পিপিআর অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অবস্থা | ক্রয় নথি, চুক্তিপত্র, টেন্ডার ডকুমেন্ট | নথি পর্যালোচনা ও কেআইআই |
| নিরীক্ষা কার্যক্রম | অডিট আপত্তি, নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট অগ্রগতি | অডিট রিপোর্ট ও নিষ্পত্তি নথি | ডকুমেন্ট রিভিউ ও বিশ্লেষণ |

## ২.১২ সরেজমিন পরিদর্শনে গুণগত মান ও ল্যাব টেস্টের ফলাফল পর্যবেক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরামর্শক প্রকৌশলী ও টিম লিডার মাঠ পর্যায়ে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন। এ সময় নির্মাণাধীন ও নির্মিত স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্যালারি অংশ, টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনা তথা রাস্তা, ড্রেন এবং ভূমি ও মাঠ উন্নয়নের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া তথ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা করেছেন। তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরামর্শক দল নিয়মিতভাবে তদারকি করেছেন। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নির্মাণ সম্পন্ন ও নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামের কাজ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি Rebound Hammer Test এর মাধ্যমে স্টেডিয়ামসমূহের গ্রেডবিম, কলাম ও বিমের শক্তি পরীক্ষা করে সম্পাদন করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীদের উপস্থিতিতে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে প্রেরণ ও প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। Rebound Hammer Test এর ফলাফলের সাথে পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত ফলাফল তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

## ২.১৩ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

### ২.১৩.১ তথ্য সংগ্রহকারি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

সংখ্যাগত সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা, নির্দেশনা ও চেকলিস্ট স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপকারভোগী ১,২০০ জনের নিকট থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ এবং গুণগত তথ্যের জন্য ৮০টি কী-ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) ও ১৬টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬ জন তথ্য সংগ্রহকারী এবং ৪ জন অভিজ্ঞ সুপারভাইজারকে দুই সপ্তাহের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়।



**চিত্র ২.১: তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটি সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর গত ০১/০৪/২০২৬ইং তারিখে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের জন্য একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আইএমইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সমীক্ষার উদ্দেশ্য, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, প্রশ্নমালার সঠিক ব্যবহার এবং প্রকল্পের সার্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমকে মানসম্মত, সুশৃঙ্খল ও নির্ভরযোগ্যভাবে পরিচালনার ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়।

আইএমইডি কর্তৃক প্রশ্নমালা চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর ০৪/০৪/২০২৬ থেকে ২০/০৪/২০২৬ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময়ে সুপারভাইজারগণ নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম তদারকি ও পর্যালোচনা করেন এবং কেআইআই ও এফজিডি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন, যার ফলে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়।

### ২.১৩.২ জরিপ কার্যক্রম

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জরিপ কাজটি সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হয়। ১২০০টি নমুনা সংখ্যার জরিপ, ১৬টি এফজিডি, ৮০টি কেআইআই এবং অঙ্গভিত্তিক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজ পরিদর্শন, সাক্ষাৎকারসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা যাচাইকরণ ও প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। জরিপ কাজের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

জরিপ কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত বিবরণ

| ক্রমিক নং | কার্যক্রম | দৈনিক সক্ষমতা | জনবল | সময়কাল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নমুনা জরিপ (১২০০টি) | ৮-১০টি/দিন | ১২ জন তথ্য সংগ্রহকারী + ৪ জন সুপারভাইজার | ১৫ দিন |
| ২ | কেআইআই (৮০টি) | নির্ধারিত | একই দল | ১৫ দিন |
| ৩ | এফজিডি (১৬টি) | নির্ধারিত | একই দল | ২ দিন |

বি.দ্র.পরামর্শক সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে বাস্তব যাচাইকরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

### ২.১৪ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

তথ্য সংগ্রহকারি ও সুপারভাইজারদের নির্বাচিত নমুনা সংগ্রহের এলাকায় প্রেরণ করা হয় এবং তাঁরা নির্দিষ্ট এলাকায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। সমীক্ষাকালীন একজন তথ্য সংগ্রহকারী ৮-১০টি প্রশ্নপত্র পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। টিম লিডার ও পরামর্শকবৃন্দ সমীক্ষা এলাকা পরিদর্শন করে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন এবং সংগৃহীত উপাত্তের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন নিশ্চিত করেছেন।

### ২.১৪.১ সাক্ষাৎকার গ্রহণ

নির্ধারিত প্রশ্নপত্র অনুসরণ করে KoBo Toolbox সফটওয়্যারের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ ট্যাব বা স্মার্টফোন ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের তথ্য সংগ্রহ KoBo Toolbox-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্পের স্থিরচিত্র (Photographic Evidence) সংগ্রহ, নিবিড় আলোচনা এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চেকলিস্ট ও গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে।

### ২.১৪.২ গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

জরিপ কার্যক্রমে সংগৃহীত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তথ্য সংগ্রহের প্রতিটি ধাপে-প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, মাঠ ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ, এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ-সর্বোচ্চ সতর্কতা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে। সমীক্ষা দলের প্রণীত প্রশ্নমালা আইএমইডি'র সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও মাঠ পর্যায়ে প্রাক-পরীক্ষার (pre-test) মাধ্যমে যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়। দক্ষ মাঠ ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত পরিদর্শন এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য পরবর্তীতে SPSS সফটওয়্যারের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় এবং ফলাফল টেবিল, গ্রাফ ও চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

## ২.১৫ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া

সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রতিবেদন পর্যায়ক্রমে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রথমে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ এবং পর্যালোচনা কমিটির অনুমোদনের জন্য ২৪ কপি আইএমইডিতে দাখিল করা হয়েছে। সমীক্ষা পর্যালোচনা কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর প্রথম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পুনরায় টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ ও পর্যালোচনা কমিটির অনুমোদনের জন্য ২৪ কপি জমা দেওয়া হয়েছে। প্রথম খসড়া প্রতিবেদনের ওপর প্রাপ্ত মন্তব্য ও সুপারিশের ভিত্তিতে দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় উপস্থাপনের জন্য ১১০ কপি জমা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পুনরায় টেকনিক্যাল কমিটির মতামত ও অনুমোদনের জন্য ১২ কপি আইএমইডিতে দাখিল করা হয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি (বাংলা ৪০ কপি এবং ইংরেজি ২০ কপি) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

## ২.১৬ সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

২৫/০২/২০২৬ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (সেক্টর-৬) সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আগামী ৩০/০৬/২০২৫ তারিখের মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হলো:

**সারণি-২.২: সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা**

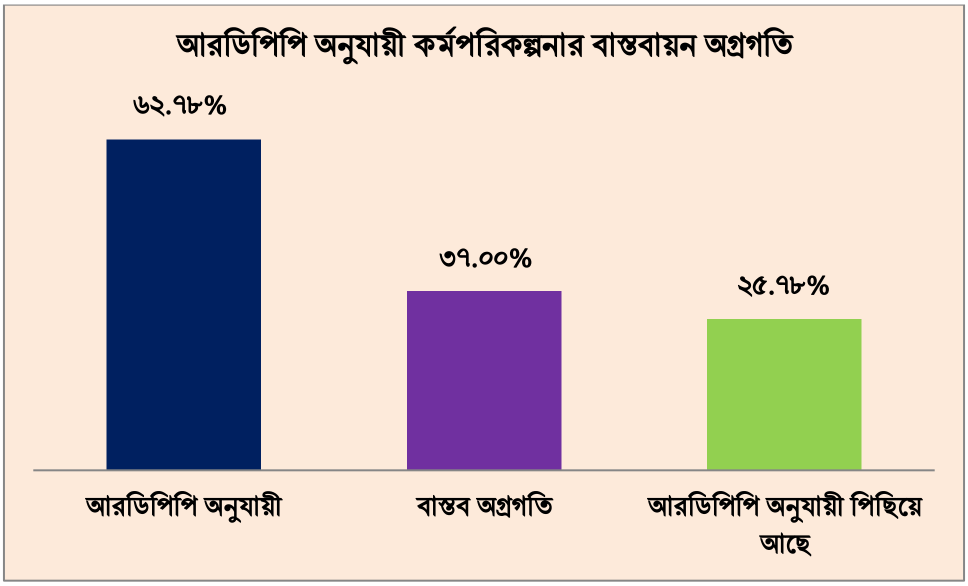
| ক্রমিক নং | কার্যাবলী | প্রকৃত সময় |
|---|---|---|
| ১) | চুক্তি স্বাক্ষর | ০৫/০২/২০২৬ |
| ২) | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল | ২৪/০২/২০২৬ |
| ৩) | খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ওপর টেকনিক্যাল কমিটি সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত | ০৯/০৩/২০২৬ |
| ৪) | পর্যালোচনা কমিটির সভার জন্য খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল | ১০/০৩/২০২৬-১২/০৩/২০২৬ |
| ৫) | প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য দাখিল | ১৩/০৩/২০২৬-১৭/০৩/২০২৬ |
| ৬) | তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ | ১৮/০৩/২০২৬-০১/০৪/২০২৬ |
| ৭) | ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস | ০২/০৪/২০২৬-১০/০৪/২০২৬ |
| ০৮) | ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল | ১১/০৪/২০২৬-৩০/০৪/২০২৬ |
| ০৯) | টেকনিক্যাল /পর্যালোচনা কমিটি সভা কর্তৃক ১ম খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা | ০১/০৫/২০২৬-০৬/০৫/২০২৬ |
| ১০) | জাতীয় কর্মশালায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা | ১৩/০৫/২০২৬ |
| ১১) | চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও টেকনিক্যাল কমিটি সভায় উপস্থাপন | ১৪/০৫/২০২৬-০৩/০৫/২০২৬ |
| ১২) | টেকনিক্যাল কমিটি সভার ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ | ০৪/০৪/২০২৬-১৪/০৬/২০২৬ |
| ১৩ | চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্ট ও দাখিল | ১৫/০৬/২০২৬-২৫/০৬/২০২৬ |

# তৃতীয় অধ্যায়
# ফলাফল পর্যালোচনা

## ৩.১ আরডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)-তে প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশ করা হয়েছে (সংযুক্তি-২), যেখানে প্রকল্পের মোট ৬ (ছয়) বছর মেয়াদের জন্য ধাপে ধাপে অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে বছর-১ এ ৬.৩৮%, বছর-২ এ ১৩.৮৪%, বছর-৩ এ ৩.২৯%, বছর-৪ এ ৪.০৪%, বছর-৫ এ ৩৫.২৪% এবং বছর-৬ এ ৩৭.২২% নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের পর ইতোমধ্যে ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত হয়েছে। সে অনুযায়ী আরডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুসারে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল ৬২.৭৮%। কিন্তু বাস্তবে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি মাত্র ৩৭.০০%। অর্থাৎ, প্রকল্পটি নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনার তুলনায় প্রায় ২৫.৭৮ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির নির্দেশক।

লেখচিত্র: ৩.১ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত




পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি ও আরডিপিপির নির্ধারিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা যথাযথ অনুসরণ সম্ভব হয়নি। পরিকল্পিত সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, কারিগরি ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতায় বিলম্ব ঘটেছে, যা সার্বিক অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মূল ডিপিপি অনুমোদনের পর দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন এবং চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য বিলম্ব ঘটেছে, যা পরবর্তী বছরগুলোর কর্মপরিকল্পনায় প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া দরপত্র আহ্বানের পর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ নতুন নকশা অনুযায়ী নির্মাণ সম্পন্ন করতে গিয়ে পাইল ফাউন্ডেশন সহ বেশ কিছু বিষয়ে ভেরিয়েশন অনুমোদন করতে হয় এবং তদানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, প্রকল্পের আরডিপিপিতে নির্ধারিত বছরভিত্তিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি এবং প্রকল্পের অগ্রগতি পরিকল্পনার তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। চিত্র ৩.১-এ কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে এই ব্যবধান স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে, উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈরী পরিবেশ বিবেচনায় রেখে নির্মাণ উপকরণ আগাম সংগ্রহ, শুষ্ক মৌসুমে কাজের গতি বৃদ্ধি, এবং দরপত্র ও চুক্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার মাধ্যমে বাস্তবায়ন গতিশীল করা প্রয়োজন। একইসাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প দপ্তরের তদারকি জোরদার ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করে কর্মপরিকল্পনার সাথে বাস্তব অগ্রগতির ব্যবধান হ্রাস করা সম্ভব।

## ৩.২ প্রকল্পের অনুকূলে বছরভিত্তিক অর্থ-বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনা

ডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্পের মোট সংস্থান ছিল ১৮,২০৮.২৪ লক্ষ টাকা (জিওবি)। উক্ত অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি চাহিদা ও বরাদ্দ ছিল না; তবে আরএডিপিতে মোট ১৮,২১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। একই অর্থবছরে ১৮,২১০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়ের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৮,২০৮.২৪ লক্ষ টাকা, যা ছাড়কৃত অর্থের তুলনায় ১.৭৬ লক্ষ টাকা (০.০১%) কম। প্রকল্প দপ্তর হতে জানা যায়, প্রকল্পটি ২৩/১১/২০২১ তারিখে অর্থাৎ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে এডিপি বরাদ্দ অনুমোদিত হওয়ায় প্রথম বছরে অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের পরিমাণ সীমিত ছিল। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের এডিপি চাহিদা ও বরাদ্দ ছিল ১০,০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৪৮,৫৫৩.০০ লক্ষ টাকা। এ অর্থবছরে অর্থ ছাড় হয় ৩৯,৫২৮.৪০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ৩৯,৫১১.৭৫ লক্ষ টাকা, যা ছাড়কৃত অর্থের তুলনায় ১৬.৬৫ লক্ষ টাকা (০.০৪%) কম। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি চাহিদা ও বরাদ্দ ছিল ৭,৮৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৯,৯৪২.০০ লক্ষ টাকা। এ বছরে অর্থ ছাড় হয় ৯,৬৩৯.৯২ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ৯,৩৯১.৬৩ লক্ষ টাকা, যা ছাড়কৃত অর্থের তুলনায় ২৪৮.২৯ লক্ষ টাকা (২.৫৮%) কম। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপি চাহিদা ও বরাদ্দ এবং আরএডিপি বরাদ্দ উভয়ই ছিল ১১,৫৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ অর্থবছরে অর্থ ছাড় হয় ১১,৫৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ১১,২৪৮.২৮ লক্ষ টাকা, যা ছাড়কৃত অর্থের তুলনায় ২৯১.৭২ লক্ষ টাকা (২.৫৩%) কম। চলতি অর্থবছর ২০২৫-২০২৬ এ এডিপি চাহিদা ও বরাদ্দ ছিল ১১,৫৭৪.০০ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৫,৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা। এ বছরে অর্থ ছাড় হয় ৯,৮৩১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ৩,৬৯৯.৬৭ লক্ষ টাকা, যা ছাড়কৃত অর্থের তুলনায় ৬,১৩১.৩৩ লক্ষ টাকা (৬২.৩৭%) কম। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.১ এ দেয়া হলো:-

**সারণি ৩.১ বছরভিত্তিক চাহিদা, বরাদ্দ, ছাড় এবং প্রকৃত ব্যয়**

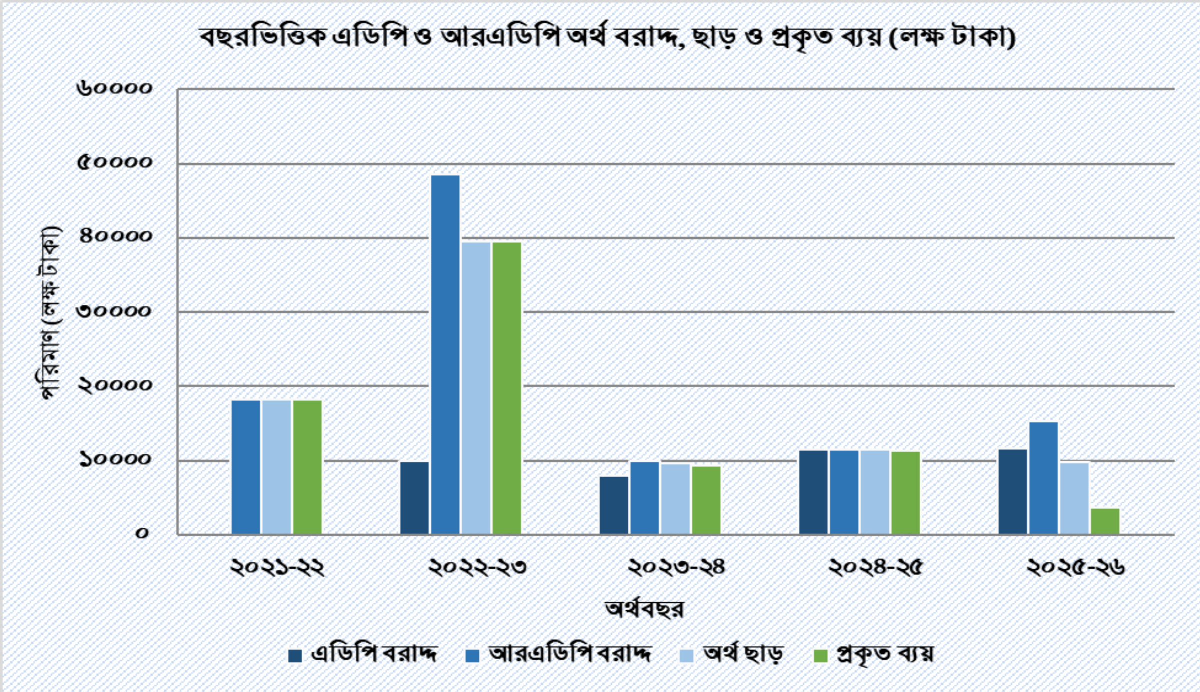
(লক্ষ টাকা)

| অর্থবছর | ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান (১ম সংশোধিত) | এডিপি বরাদ্দ | আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থছাড় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | সর্বমোট অগ্রগতি % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | জিওবি | জিওবি | জিওবি | জিওবি | জিওবি | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ২০২১-২২ | ১৮২০৮.২৪ | - | ১৮২১০.০০ | ১৮২১০.০০ | ১৮২০৮.২৪ (৯৯.৯৯%) | **৬.৩৭** |
| ২০২২-২৩ | ৩৯৫১১.৭৫ | ১০০০০.০০ | ৪৮৫৫৩.০০ | ৩৯৫২৮.৪০ | ৩৯৫১১.৭৫ (৯৯.৯৬%) | **১৩.৮৪** |
| ২০২৩-২৪ | ৯৩৯১.৬৩ | ৭৮৯৭.০০ | ৯৯৪২.০০ | ৯৬৩৯.৯২ | ৯৩৯১.৬৩ (৯৭.৪২%) | **৩.৩০** |
| ২০২৪-২৫ | ১১৫৪০.০০ | ১১৫৪০.০০ | ১১৫৪০.০০ | ১১৫৪০.০০ | ১১২৪৮.২৮ (৯৭.৪৭%) | **৩.৯৪** |
| ২০২৫-২৬ (এপ্রিল) | ১০০৬২১.৭৬ | ১১৫৭৪.০০ | ১৫৩৪৮.০০ | ৯৮৩১.০০ | ৩৬৯৯.৬৭ (৩৭.৬৩%) | **১.৩৫** |
| **সর্বমোট** | **২৮৫৫৪২.০০** | **৫৮৫১১.০০** | **১০৩৫৯৩.০০** | **৮৮৭৪৯.৩২** | **৮২০৫৯.৫৭ (৭৯.২১%)** | **২৮.৮%** |

**পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ**

সারণির তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সংস্থান ১৬৪৯৩২.৫২ লক্ষ টাকা থাকলেও আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুযায়ী প্রকল্পের মোট সংস্থান ছিল ২,৮৫,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপির তুলনায় আরডিপিপিতে প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধি পেলেও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, ডিপিপি ও আরডিপিপি নির্ধারিত এডিপি চাহিদা ও বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে কম পরিলক্ষিত হয়েছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ বারবার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক কাঠামো বাস্তবায়ন সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরের (২০২১-২০২২ থেকে ২০২৫-২০২৬) সম্মিলিত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত সংস্থান ছিল ১৭৯২৭৩.৩৮ লক্ষ টাকা, যেখানে এডিপি চাহিদা ছিল ৪১০১১.০০ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয় ১০৩৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত সময়ে মোট অর্থ ছাড় হয় ৮৮৭৪৯.৩২ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ৮২০৫৯.৫৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় ৭৫,৬৮০.৩৮ লক্ষ টাকা (৪২.২২%) কম ব্যয় হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে আরএডিপি বরাদ্দের তুলনায় ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে ৭৯.২১%।

**লেখচিত্র ৩.২ বছরভিত্তিক এডিপি ও আরএডিপি অর্থ বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়**




অর্থ ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষ্যণীয়। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়নি, যা আর্থিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ঘাটতি নির্দেশক। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বাধিক অর্থ ছাড় প্রদান করা হলেও পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে অর্থ ছাড় ও ব্যয় কমে গেছে। প্রকল্প কার্যালয় থেকে জানা যায়, ২০২২-২৩ সালে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ ডিসি অফিস সমুহকে প্রদান করার ফলে উক্ত বছর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে প্রত্যাশিত অগ্রগতি না হওয়ায় বাস্তবায়ন কার্যক্রমে অর্থব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

## ৩.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা

অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৮৫,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৮২০৫৯.৫৭ লক্ষ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ২৮.৭৪%। অপরদিকে, একই সময়ে বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.০০% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রতিটি অঙ্গের অগ্রগতির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো-

**সারণি ৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি** (লক্ষ টাকা)

| অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ/অংগের নাম | অনুমোদিত ১ম সংশোধিত বরাদ্দ | জুন' ২৫ পর্যন্ত ব্যয় | চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ | চলতি বছরে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|
| | **আবর্তক ব্যয়** | | | | |
| ৩২৫৭১০১ | কনসালটেন্সি/পরামর্শক | ১০০৫.০০ | ৪৩১.১২ | ১০০.০০ | -- |
| ৩২৫৫১০৫ | অন্যান্য মনিহারী (স্টেশনারী) | ২০.০০ | ১২.৬১ | ৩.৭০ | ০.৯১ |
| ৩২১১১২৫ | প্রচার, বিজ্ঞাপন ব্যয় | ৪০.০০ | ১০.২ | ৫.৫৫ | ২.৭৩ |
| ৩১১১৩৩২ | সম্মানী | ১০.৭৪ | ৭.৬৫ | ৩.০৯ | -- |
| ৩২৫৭২০৬ | সম্মানী (নতুন কোড) | ৯.২৬ | | ৪.৯৩ | -- |
| ৩১১১৩২৬ | টিএ/ডিএ | ১৯.৯০ | ১৬.৯১ | ২.৯৯ | ১.৭০ |
| ৩২৪৪১০১ | টিএ/ডিএ (নতুন কোড) | ৫.১০ | | ৫.১০ | -- |

| অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ/অংগের নাম | অনুমোদিত ১ম সংশোধিত বরাদ্দ | জুন' ২৫ পর্যন্ত ব্যয় | চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ | চলতি বছরে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩২২১১০৬ | যানবাহন ভাড়া | ৯৯.২০ | ৪৭.৬৪ | ১৪.০০ | ৬.৩৮ |
| ৩১১১১০১ | জনবলের বেতন ভাতাদি | ১০৫.০০ | ১৫.৮৬ | ৫.৬৪ | ২.৯৯ |
| ৩২২১১০৯ | ব্যবস্থাপনা ব্যয় | ৩৮.৪৫ | ৩৬.৮৩ | | |
| | **মোট আবর্তক ব্যয়=** | **১৩৫২.৬৫** | **৫৭৮.৮২** | **১৪৫.০০** | **১৪.৭১** |
| | **মূলধন ব্যয়** | | | | |
| ৪১৪১১০১ | ভূমি অধিগ্রহণ | ৬৭৯৬০.৯০ | ৩৮৭৩৪.৩৯ | ১৬৮০.০০ | -- |
| ৪১১১৩১৭ | অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো | ১৭৪৭১০.১২ | ৩০১২৩.০৩ | ৯৬৩৫.১০ | ২৬১২.৫২ |
| ৪১১১৩২০ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | ৯১৯৮.৬৩ | ৪৭৯০.৮৫ | ৮৩৫.৪৩ | ২৪১.৫১ |
| ৪১১১৩০৯ | সেনিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই কাজ | ২৮৮৬.৭৩ | ৫৮৭.৬৭ | ৫৩১.১০ | ১৬১.১১ |
| ৪১১২৩০৩ | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি | ৪৪০৩.৬৩ | ৪৭৫.৬০ | ৬৫৬.০০ | ২৩১.৯৩ |
| ৪১১২৩১৪ | আসবাবপত্র | ৩৮১৪.৯৮ | ৯৯৮.৪৬ | ৩৮১.০০ | -- |
| ৪১১১৩১৯ | শেড নির্মাণ | ৪১৮০.০০ | ৯১৫.৪৭ | ৩৪৮.৩৬ | ১০১.৫০ |
| ৪১১১৩০৭ | ড্রেনেজ অবকাঠামো | ৯৯৮৮.৮৮ | ৮৯০.৬২ | ৯৬৪.৭৫ | ২৯০.০০ |
| ৪১১১৩০৮ | নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৮৮৭.০০ | ১৫৫.৯০ | ১১৩.২৯ | ৪৬.৩৯ |
| ৪১১২৩১৩ | সৌরবৈদ্যুতিক প্যানেল (সোলার প্যানেল) | ৫৩২.৬৫ | ৯৯.০৯ | ৫২.৯৭ | -- |
| ৪১১২২০২ | কম্পিউটার সামগ্রী | ১৫.০০ | ১০.০০ | ৫.০০ | -- |
| | **মোট মূলধন ব্যয় =** | **২৭৮৫৭৮.৫২** | **৭৭৭৮১.০৮** | **১৫২০৩.০০** | **৩৬৮৪.৯৬** |
| | **মোট (আবর্তক + মূলধন) ব্যয় =** | **২৭৯৯৩১.১৭** | **৭৮৩৫৯.৯০** | **১৫৩৪৮.০০** | **৩৬৯৯.৬৭** |
| **৪১১১৩১৫** | **ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি** | **২৭৮৫.৭৯** | | | |
| **৪১১১৩১৫** | **প্রাইস কন্টিনজেন্সি** | **২৮২৫.০৪** | | | |
| | **সর্বমোট =** | **২৮৫৫৪২.০০** | **৭৮৩৫৯.৯০** | **১৫৩৪৮.০০** | **৩৬৯৯.৬৭** |

**পর্যালোচনা:**

অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৮৫,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৭৮,৩৫৯.৯০ লক্ষ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ২৮.৭৪%। অপরদিকে একই সময়ে বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.০০%। আবর্তক ব্যয়ের ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দ ১,৩৫২.৬৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৭৮.৮২ লক্ষ টাকা। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৪৫.০০ লক্ষ টাকা হলেও এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৪.৭১ লক্ষ টাকা। কনসালটেন্সি, সম্মানী (নতুন কোড), এবং টিএ/ডিএ (নতুন কোড) খাতে কোনো ব্যয় হয়নি, যা নির্দেশ করে যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্যান্য খাত যেমন স্টেশনারী, বিজ্ঞাপন, যানবাহন ভাড়া ও বেতন ভাতা খাতে আংশিক ব্যয় হলেও বরাদ্দের তুলনায় কম।

আবর্তক ব্যয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ১,৩৫২.৬৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৭৮.৮২ লক্ষ টাকা। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৪৫.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৪.৭১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালনা ও সহায়ক কার্যক্রমসমূহ চলতি অর্থবছরে না হওয়ায় প্রত্যাশিত হারে অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের মূলধন ব্যয় খাতের মোট বরাদ্দ ২,৭৮,৫৭৮.৫২ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্পের বৃহত্তম অংশ। জুন ২০২৫ পর্যন্ত এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৭,৭৮১.০৮ লক্ষ টাকা। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৫,২০৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩,৬৮৪.৯৬ লক্ষ টাকা, যা প্রত্যাশিত অগ্রগতির তুলনায় কম। উপখাতভিত্তিক পর্যালোচনায় লক্ষ্যনীয় যে, ভূমি অধিগ্রহণ, আসবাবপত্র সংগ্রহ, সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন এবং কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় খাতে চলতি অর্থবছরে কোনো ব্যয় হয়নি। ভূমি

অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় না হওয়ার কারণ পূর্ববর্তী সময়ে ব্যয়িত অর্থের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়া। অন্যদিকে আসবাবপত্র, সৌর প্যানেল ও কম্পিউটার সামগ্রী খাতে ব্যয় না হওয়ার পেছনে ক্রয় প্রক্রিয়ার বিলম্ব, দরপত্র অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতা অথবা প্রশাসনিক জটিলতা থাকতে পারে। অপরদিকে অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ যেমন ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, খেলার মাঠ উন্নয়ন, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন, ড্রেনেজ অবকাঠামো এবং নলকূপ স্থাপন খাতে ব্যয়ের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এসব খাতেও ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় নিম্ন, যা নির্দেশ করে কাজ চলমান থাকলেও বিল প্রক্রিয়াকরণ, মাঠ পর্যায়ে এমবি বুক যাচাই ও প্রস্তুতকরণ, কাজের সনদ প্রদান এবং অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব বিদ্যমান রয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের ভৌত কাজের দরপত্র আহ্বানের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকলেও আর্থিক অগ্রগতি তুলনামূলক কম। বিশেষ করে চলতি অর্থবছরে আবর্তক ও মূলধন উভয় খাতেই ব্যয় ধীরগতির, যা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেক উপখাতে শূন্য বা নগণ্য ব্যয়ের উপস্থিতি নির্দেশ করে যে পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত গতি অনুপস্থিত। এ ধারা অব্যাহত থাকলে প্রকল্পের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও নির্ধারিত সময়সীমায় প্রকল্প সমাপ্তি বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

## ৩.৪ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা

সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি অর্থ বছর শুরুর পূর্বেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুতপূর্বক তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬ (৫) অনুযায়ী ক্রয়কারী, প্রত্যেক অর্থ বৎসরের শুরুতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রত্যাশিত তহবিল প্রবাহের বিষয়টি বিবেচনাক্রমে, কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (Official cost estimate) বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে হালনাগাদ করবে। এ প্রকল্পের অন্যান্য অর্থবছরের ন্যায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষ (HOPE) কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

### ৩.৪.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজসমূহের অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় ২২৩ টি প্যাকেজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

**সারণি ৩.৩ প্রকল্পের আওতায় ২২৩ টি প্যাকেজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| **পণ্য** | | | |
| G/D-1 | ২৫ টি উপজেলায় ফার্নিচার সরবরাহ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| G/D-2 | ৫৫ টি উপজেলায় ফার্নিচার সরবরাহ | ৩০-০৬-২০২৬ | |
| G/D-7 | ২৫ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| G/D-8 | ২৫ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ | ৩০-০৬-২০২৫ | |
| G/D-13 | ২৫ টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট) | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| G/D-14 | ২৫ টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট) | ৩০-০৬-২০২৫ | |
| **কার্য** | | | |
| W/D-19 | তেঁতুলিয়া ও পঞ্চগড় সদর উপজেলা, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর ও পীরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-23 | নবাবগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-26 | কিশোরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-27 | ডিমলা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-30 | পীরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-36 | গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-46 | পোরশা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| W/D-47 | সাপাহার উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-48 | মান্দা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-49 | নওগাঁ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-54 | রাজশাহী জেলার পুটিয়া উপজেলা, নাটর জেলার সদর ও গরুদাসপুর উপজেলা পাবনার আটঘরিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-58 | সিংগা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-66 | মেহেরপুর সদর উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড উপজেলা, যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-67 | গাংনী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-০১-২০২৫ | |
| W/D-73 | দাকোপ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-74 | দিঘালিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০-০৬-২০২৫ | |
| W/D-75 | তেরখাদা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-79 | কালীগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-80 | শ্যামনগর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০-০৬-২০২৫ | |
| W/D-84 | বেতাগী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৬ | |
| W/D-88 | পটুয়াখালি সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০-০৬-২০২৬ | |
| W/D-94 | বাবুগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৬ | |
| W/D-96 | হিজলা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৬ | |
| W/D-97 | মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৬ | |
| W/D-99 | বাকেরগন্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-105 | দৌলতখান উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D107- | ইসলামপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-109 | ফুলপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-110 | ধোবাউড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০-০৬-২০২৬ | |
| W/D-111 | মুক্তাগাছা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | |
| W/D-112 | ফুলবাড়িয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০-০৬-২০২৬ | |
| W/D-113 | গফরগাঁও উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-120 | সখিপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০-০৬-২০২৫ | |
| W/D-121 | টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | | হস্তান্তর চলমান |
| W/D-124 | হোসেনপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-126 | ইটনা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-127 | অষ্টগ্রাম উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-128 | কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-136 | রূপগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৬ | |
| W/D-137 | আড়াইহাজার উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-146 | কোটালীপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৬ | |
| W/D-147 | ভেদরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৫ | |
| W/D-151 | দিরাই উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-152 | জগন্নাথপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-153 | বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-154 | দোয়ারাবাজার উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৬ | |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| W/D-155 | সিলেট জেলার ওসমানীনগর, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ জৈন্তাপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৬ | |
| W/D-158 | শ্রীমঙ্গল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১-১২-২০২৬ | |
| W/D-159 | জুড়ী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৬ | |
| W/D-162 | মাধবপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |
| W/D-168 | কচুয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৬ | |
| W/D-170 | মতলব দক্ষিণ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১.১২.২০২৬ | |
| W/D-177 | সোনাইমুড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৬ | |
| W/D-181 | হাতিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১.১২.২০২৫ | |
| W/D-185 | রায়পুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৬ | |
| W/D-186 | মীরসরাই উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১.১২.২০২৫ | |
| W/D-187 | সন্দীপ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৭ | |
| W/D-193 | কুতুবদিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১.১২.২০২৫ | |
| W/D-201 | মাটিরাঙ্গা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৫ | |
| W/D-202 | মহালছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৫ | |
| W/D-204 | বিলাইছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১.১২.২০২৫ | |
| W/D-205 | বাঘাইছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩০.০৬.২০২৫ | |
| W/D-206 | জুরাছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১.১২.২০২৫ | |
| W/D-207 | থানচি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৩১.১২.২০২৫ | |
| W/D-223 | ২৫টি উপজেলায় মুর্যাল স্থাপন | ১০০% সম্পন্ন | সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত |

**পর্যালোচনা:** প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের পূর্ত কাজের মোট প্যাকেজ সংখ্যা ২২৩ টি। পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজ সংখ্যা ১৮ টি এবং সেবা কার্য ক্রয়ের অধীনে ২৭ টি প্যাকেজের মধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ রয়েছে ১৮টি এবং সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশনের রয়েছে ৯টি। পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যক্রমে দেখা যায়, কয়েকটি প্যাকেজের কাজ G/D-1, G/D-7 এবং G/D-13 ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়ে হস্তান্তরিত হয়েছে, যা ইতিবাচক, অপরদিকে G/D-2, G/D-8 এবং G/D-14 প্যাকেজসমূহ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অবকাঠামোগত নির্মাণ (W/D প্যাকেজসমূহ) ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে নির্মাণ কাজ চলমান ৪০টি উপজেলায়। সর্বমোট দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন ও কার্যক্রম চলমান স্টেডিয়াম সংখ্যা ৯০টি। ১ম ধাপে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ২৫ টি উপজেলার স্টেডিয়াম ইতিমধ্যে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা সমূহ হলো তেঁতুলিয়া, হরিপুর, পীরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ডিমলা, মহালছড়ি, বাকেরগঞ্জ, দৌলতখান, ইসলামপুর, ফুলপুর, মুক্তাগাছা, গফরগাঁও, কিশোরগঞ্জ সদর, দিরাই, বিশ্বম্ভরপুর, মাধবপুর, হোসেনপুর, জগন্নাথপুর, গাংনী, মুন্সিগঞ্জ সদর, জৈন্তাপুর, মেহেরপুর সদর, মাটিরাঙ্গা।

২য় ধাপে নির্মাণকাজ সমাপ্ত স্টেডিয়াম ১৫টি। হস্তান্তর সম্পন্ন বা অপেক্ষায় থাকা এসব উপজেলার তালিকা নিম্নরূপ—গোবিন্দগঞ্জ, গুরুদাসপুর, নাটোর সদর, আটঘরিয়া, ফুলবাড়ীয়া, ধোবাউড়া, টাঙ্গাইল সদর, অষ্টগ্রাম, ইটনা, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট, জুড়ী, কুতুবদিয়া, বাঘাইছড়ি, থানচি। ৩য় ধাপে উদ্বোধনযোগ্য বা হস্তান্তরের অপেক্ষায় থাকা নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত স্টেডিয়াম সংখ্যা ১০টি, যার উপজেলাসমূহের তালিকা নিম্নরূপ-পুঠিয়া, নওঁগা সদর, পটুয়াখালী সদর, সখিপুর, আড়াইহাজার, কোম্পানিগঞ্জ, কচুয়া, মীরসরাই, খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা। তবে অনেক প্যাকেজ এখনো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং তাদের সম্ভাব্য সমাপ্তির সময় ২০২৫ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। বিশেষ করে W/D-30, W/D-36, W/D-46 থেকে W/D-80 পর্যন্ত এবং পরবর্তী একাধিক প্যাকেজে কাজ চলমান রয়েছে, যা নির্দেশ করে যে প্রকল্পের একটি বড় অংশ এখনো নির্মাণাধীন।

প্রকল্পের ক্রয় কর্যক্রম পর্যালোচনার বিস্তারিত সারণি পরবর্তী পাতায় দেয়া হলো। সার্বিকভাবে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান, প্রকল্পের একাংশ সফলভাবে সম্পন্ন হলেও এখনো বড় পরিসরের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুন ২০২৭ অর্থাৎ আর ১ বছর সময় অবশিষ্ট আছে।, গত ৫ বছরে প্রকল্পের ২০১টি স্টেডিয়ামের মধ্যে সমাপ্ত ও চলমান স্টেডিয়াম সংখ্যা ৯০টি হওয়ার প্রেক্ষিতে বলা যায় আগামী ১ বছরে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে ১১১টি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রায় অসম্ভব।

### ৩.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

**সারণি ৩.৪ প্রকল্পের পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা**

| পর্যায় | প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন | NOA প্রদান | চুক্তি মূল্য | চুক্তি স্বাক্ষর | ডিপিপি অনুযায়ী কাজের শেষের তারিখ | প্রকৃত কাজের শেষের তারিখ | প্রাক্কলিত মূল্য থেকেচুক্তিমূল্য (কম/বেশী) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| প্রাক্কলিত | G/D-৭ | 34.03.0000.005.020.2023/SRMS/chair Providing and setting chair at 25 upazilias pavilion bhaban under Construction of Mini Stadium at Upazilla Level (2nd Phase)' | সংখ্যা | ৩১৫০টি | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৩৬২.২৫ | ০৩-০১-২৩ | | | | | ২৫-০২-২৩ | ৩০-০৬-২৫ | | ৪.০১% কম | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ২৮-০৫-২৩ | ১৯-০৬-২৩ | ১৮-০৭-২৩ | ১৯-০৭-২৩ | ৩৪৭.৬৯ | ৩০-০৭-২৩ | ৩০-০৬-২৫ | ২০-০৫-২৫ | | |
| প্রাক্কলিত | G/D-৮ | SRMS/chair Providing and setting chair at 25 upazilias pavilion bhaban under Construction of Mini Stadium at Upazilla Level (2nd Phase)' | সংখ্যা | ৩১৫০টি | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৩৫১.২২৫ | ২৫-০১-২৪ | | | | | ২৮-০২-২৪ | ৩০/০৬/২৫ | | ৮.৯৯% কম | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ০৪/০৮/২৪ | ২৭/০৮/২৪ | ১২/০৯/২৪ | ০১/১২/২৪ | ৩১৬.০৬৯ | ০৯/১২/২৪ | ৩০/০৬/২৫ | ৩০/০৩/২৫ | | |
| প্রাক্কলিত | G/D-১৩ | 34.03.0000.005.020.2023/SRMS//solar & providing ang fixing on grid solar panel system under Construction of Mini Stadium at Upazilla Level (2nd Phase) Lot No. and Description :1 providing ang fixing on grid solar panel system (Part-1) | সংখ্যা | ২৫টি | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৬৬.২৫ | | | | | | | ৩১-১২-২৩ | | ৮.৯৯% কম | |
| প্রকৃত | | | সংখ্যা | ২৫টি | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | | ২৮ -০৫-২৩ | ১২ -০৬- ২৩ | ১৮ -০৭- ২৩ | ১৮-০৬-২৩ | ৫৯.৫৯ | ০৯-০৭-২৩ | ৩১-১২-২৩ | ১৭-১২-২০২৩ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রাক্কলিত | G/D-১৪ | SRMS//solar & providing ang fixing on grid solar panel system under Construction of Mini Stadium at Upazilla Level (2nd Phase) Lot No. and Description :1 providing ang fixing on grid solar panel system (Part-2) | সংখ্যা | ২৫টি | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৩৯.৭৫ | ২৫-০১-২৪ | | | | | ২৮-১০-২৪ | ০৩-০৬-২৫ | | ০.৩৬% কম | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ০৪/০৮/২০২৪ | ১০/০৮/২০২৪ | ১২/০৯/২০২৪ | ০৩/১০/২০২৪ | ৩৬.৪৫ | ১৪/১০/২০২৪ | ০৩/০৬/২০২৫ | | | |

**সারণি ৩.৫ প্রকল্পের পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা**

| পর্যায় | প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন | NOA প্রদান | চুক্তি মূল্য | চুক্তি স্বাক্ষর | ডিপিপি অনুযায়ী কাজের শেষের তারিখ | প্রকৃত কাজের শেষের তারিখ | প্রাক্কলিত মূল্য থেকে চুক্তিমূল্য (কম/বেশী) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| প্রাক্কলিত | W/D-১২৪ | eGP/NSC/PnD/202223/SRMSPConstruction of Mini Stadium at HOSSAINPUR Upazila, kisorgonj District Under the Project of "Construction of Mini Stadium at Upazila Level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ১০০৫.৪৭ | ০৩-০৪-২২ | | | ১৯-০৮-২২ | | | ০৩-০৬-২৫ | | ১০% কম | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ১৬-০৪-২৩ | ১৪ -০৫-২৩ | ১৪ -০৫-২৩ | ০৩-০৫-২৩ | ৯০৪.২৯ | ০৪-০৬-২৩ | ০৩-০৬-২৫ | ২৯-০৫-২৪ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৬৭ | eGP/NSC/PnD/2021-22/SRMSP/ Group4/02 Construction of Mini Stadium at Gangni Upazila, Meherpur District Under the Project of | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৫৫২.২৩ | ১২-০৮-২২ | | | ১৫-০৯-২২ | | | ০৩-০৬-২৪ | | ০.০০১ পয়সা কম | |

| পর্যায় | প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন | NOA প্রদান | চুক্তি মুল্য | চুক্তি স্বাক্ষর | ডিপিপি অনুযায়ী কাজের শেষের তারিখ | প্রকৃত কাজের শেষের তারিখ | প্রাক্কলিত মূল্য থেকে চুক্তিমূল্য (কম/বেশী) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| প্রকৃত | | "Construction of Mini Stadium at Upazila Level(Phase 2)" | | | | | | ০৯-০২-২২ | ১৪-০৩-২২ | ০৩-০৬-২২ | ১২-০৬-২২ | ৫৫২.২৩ | ০৬-০৭-২২ | ৩০-০৬-২৩ | ৩০-১০-২৩ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-১৫৫ | eGP/NSC/PnD/2021- 22/SRMSP/ Group7/01 Construction of Mini Stadium at Balaganj, Bishwanath, CoMPanigonj, Jaintiapur & Osmaninagar Upazila of Sylhet District Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৩৩৭৬.০৭ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ১৭-১১-২১ | ১৯ -১২- ২১ | ০৫ -০১- ২২ | ২৭-০১-২০২২ | ২৫২৭.৩৩ | ২৩-০২-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৬ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-১৯ | eGP/NSC/PnD/2021-22/SRMSP/Group3/01 Construction of Mini Stadium at Tetulia & Sadar of Panchagarh District and Haripur & Pirganj of Thakurgaon District Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ২২২৫.২৫ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ১৮ ১১- ২১ | ১৯-১২-২১ | ০৭-০১-২২ | ২৭-০৬-২২ | ১৯২৭.৪১ | ০৯-০২-২২ | ৩০-০৬-২৪ | ৩০-১২-২৩ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-২৩ | নবাবগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ<br><br>Construction of Mini Stadium at Nababjong Upazila Under the project | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৫৩৯.৮৪ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |

| পর্যায় | প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন | NOA প্রদান | চুক্তি মূল্য | চুক্তি স্বাক্ষর | ডিপিপি অনুযায়ী কাজের শেষের তারিখ | প্রকৃত কাজের শেষের তারিখ | প্রাক্কলিত মূল্য থেকে চুক্তিমূল্য (কম/বেশী) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| প্রকৃত | | of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | | | | | | ১২/০১/২২ | ১৩/০২/২২ | ১২/০৫/২২ | ১২/০৬/২২ | ৪৬৩.৭৬। | ৭/০৭/২২ | | ০১/০১/২৩ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-২৭ | Construction of Mini Stadium at Dimla Upazila Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৫৫৯.২৫ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ১২/০১/২২ | ১৩/০২/২২ | ১২/০৫/২২ | ১২/০৬/২২ | ৫৬৮.০৬ | ০৭/০৭/২২ | | ৩১.১২.২৩ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৩০ | Construction of Mini Stadium at Pirjong Upazila Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৭২৬.৫৩ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩১-১২-২৫ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ১৩/০৪/২৩ | ০৪/০৫/২৩ | ১২/০৬/২৩ | ৩০/০৫/২৩ | ৬৬০.৩৯ | ০৮/০৬/২৩ | | ৩০/০৫/২৪ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৪৬ | Construction of Mini Stadium at Porsha Upazila Under the project of | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৫৫৬.৯৩ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |

| পর্যায় | প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন | NOA প্রদান | চুক্তি মূল্য | চুক্তি স্বাক্ষর | ডিপিপি অনুযায়ী কাজের শেষের তারিখ | প্রকৃত কাজের শেষের তারিখ | প্রাক্কলিত মূল্য থেকে চুক্তিমূল্য (কম/বেশী) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| প্রকৃত | | "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | | | | | | ১৩/০১/২২ | ১৪/০২/২২ | ০৭/০৬/২২ | ১২/০৬/২২ | ৪৮৬.৮১ | ০৬/০৭/২২ | | ০১/০১/২৩ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৪৭ | Construction of Mini Stadium at Shapahar Upazila Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৫৮৭.৩৮ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ১৯/০১/২২ | ১৭/০২/২২ | ০৯/০৬/২২ | ১২/০৬/২২ | ৫৫৮.১৭ | ০৬/০৭/২২ | | | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৪৮ | Construction of Mini Stadium at Manda Upazila Under the project of "Construction of Mini Stadium at pazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৮৬৪.৭৮ | ০৩-০৪-২২ | | ১৯-০৫-২২ | | | | ৩০-০৬-২৫ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ১২/০১২/২৩ | ১৪/০১/২৪ | ১০/০২/২৪ | ১৩/০৩/২৪ | ৭৯৭.১৫ | ০৩/০৪/২৪ | | ৩১-১০-২৪ | | মেয়াদ বৃদ্ধি ২৮/০২/২৬ |
| প্রাক্কলিত | W/D-১৫২ | Construction of Mini Stadium at Matlab South Upazila Under the | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৯৩৬.৩৭ | ০৩-০৪-২২ | | | ১৯-০৫-২২ | | | ৩১-০৬-২৫ | | | |

| পর্যায় | প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন | NOA প্রদান | চুক্তি মূল্য | চুক্তি স্বাক্ষর | ডিপিপি অনুযায়ী কাজের শেষের তারিখ | প্রকৃত কাজের শেষের তারিখ | প্রাক্কলিত মূল্য থেকে চুক্তিমূল্য (কম/বেশী) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| প্রকৃত | | project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | | | | | | ১৭/১২/২৩ | ১৪/০১/২৪ | ১০/০২/২৪ | ২৩/০৪/২৪ | ৮৪২.৮৩ | ০৩/০৪/২৪ | | ৩১/১২/২৪ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৬৬ | Construction of Mini Stadium at Meherpur Sadar, Alamdanga of Chudanda and Harinakund upazia of Zinaidaha and Monirampur Upazila of Jassore District Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ২৫০৮.৫৪ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৫ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ১৭/১১/২১ | ১৯/১২/২১ | ০৬/০১/২২ | ২৭/০১/২২ | ২০০৬.৬১ | ২৭/০২/২২ | | ৩১/০৭/২২ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৭৩ | Construction of Mini Stadium at Dackup Upazila Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৬৮৫.৫৩ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ০৭/০২/২২ | ০৪/০৩/২২ | ০৩/০৬/২২ | ১২/০৬/২২ | ৫৪৪.১৭ | ০৭/০৭/২২ | | ৩১/০১/২৩ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৭৪ | Construction of Mini Stadium at Digalia Upazila Under the project of | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৭২০.১৯ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-০৯-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |

| পর্যায় | প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন | NOA প্রদান | চুক্তি মূল্য | চুক্তি স্বাক্ষর | ডিপিপি অনুযায়ী কাজের শেষের তারিখ | প্রকৃত কাজের শেষের তারিখ | প্রাক্কলিত মূল্য থেকে চুক্তিমূল্য (কম/বেশী) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| প্রকৃত | | "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | | | | | | ০৭/০২/২২ | ০৪/০৩/২২ | ০৩/০৬/২২ | ১২/০৬/২২ | ৫৭৮.০৭ | ০৭/০৭/২২ | | ৩১/০১/২৩ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৭৫ | Construction of Mini Stadium at Tarakhada Upazila Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৭১৫.৩৬ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-১২-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ০৭/০২/২২ | ০৪/০৩/২২ | ০৩/০৬/২২ | ১২/০৬/২২ | ৫৭২.৬৯ | ০৭/০৭/২২ | | ৩১/০১/২৩ | | |
| প্রাক্কলিত | W/D-৮০ | Construction of Mini Stadium at Tarakhada Upazila Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৬৩২.৫১ | ১২-০৮-২১ | | | ১৫-১২-২১ | | | ৩০-০৬-২৪ | | | |
| প্রকৃত | | | | | | | | ০৭/০২/২২ | ০৪/০৩/২২ | ০৩/০৬/২২ | ১২/০৬/২২ | ৫১৬.৭৬১ | ০৭/০৭/২২ | | ৩১/০১/২৩ | | |

### ৩.৫.১ প্রকল্পের পণ্য ক্রয় কার্যক্রমের পর্যালোচনা

প্রকল্পের মোট ১৮টি পণ্য ক্রয় প্যাকেজের মধ্যে নমুনা হিসেবে কয়েকটি নমুনা প্যাকেজ নিয়ে ক্রয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্যাকেজগুলো হলো G/D-৭, G/D-৮, G/D-১৩, G/D-১৪)। পর্যালোচনায় দেখা যায়, সকল প্যাকেজই ওটিএম (Open Tendering Method) পদ্ধতিতে ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে এবং চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যানের ভূমিকা স্পষ্ট। প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় চুক্তি মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে; উদাহরণস্বরূপ G/D-৭ এ ৪.০১% এবং G/D-৮ এ ৮.৯৯% কমেছে। সৌর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত প্যাকেজেও (G/D-১৩ ও G/D-১৪) সাশ্রয় হয়েছে। দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন ও NOA প্রদানে সময় অতিক্রম হয়েছে। কাজের সমাপ্তির ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুযায়ী সময়সীমা (৩০-০৬-২৫) বজায় রাখা অধিকাংশ পণ্যের প্যাকেজের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে পণ্য ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে, যা প্রকল্পের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের কার্যক্রম মূলত দুই ধরনের পণ্যের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল — হাতলযুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার এবং অন-গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন। উভয় ক্ষেত্রেই ওটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যানকে রাখা হয়েছে। G/D-৭ ও G/D-৮ প্যাকেজের আওতায় ২৫টি উপজেলায় মোট ৬৩০০টি চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে G/D-১৩ ও G/D-১৪ প্যাকেজে ২৫টি উপজেলায় ২ কিলোওয়াট করে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে পণ্য ক্রয় কার্যক্রম প্রকল্পের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি দক্ষ ও সময়ানুবর্তী ছিল। এতে বাজারের প্রতিযোগিতা এবং সরবরাহকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

### ৩.৫.২ প্রকল্পের পূর্ত ক্রয় কার্যক্রমের পর্যালোচনা

প্রকল্পের মোট ২২৩টি পূর্ত কাজের প্যাকেজের মধ্যে নমুনা হিসেবে ১৬ টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সারণিতে উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার মধ্যে বেশ কিছু প্যাকেজ আছে একাধিক স্টেডিয়াম নিয়ে। সকল প্যাকেজ ওটিএম (Open Tendering Method) পদ্ধতিতে ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে, যা পিপিআর-২০০৮ এর বিধান অনুসারে করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ই-জিপি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, যাতে যোগ্য ঠিকাদারগণ অংশগ্রহণ করে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত হয়। চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় চুক্তি মূল্যে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় অর্জিত হয়েছে। অধিকাংশ প্যাকেজে ৫% থেকে ১০% পর্যন্ত কম মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা সরকারি ক্রয় বিধিমালার প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগের ফল। দরপত্র আহ্বান, দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন, NOA প্রদান এবং চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া পিপিআর-২০০৮ এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে। দু একটি প্যাকেজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে দরপত্র গ্রহণের সংখ্যা কম হওয়ায় ১ টি মাত্র দরপত্র জমা হয়েছে এবং কাজের চুক্তিমূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের প্রায় সমান।

পূর্ত কাজের বাস্তবায়ন পর্যায়ে বেশ কিছু সমস্যা লক্ষণীয়। অধিকাংশ প্যাকেজেই ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত প্রাথমিক সময়সীমা অতিক্রম হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য প্রকল্পের প্রাথমিক চুক্তিতে অধিকাংশ প্যাকেজের নির্মাণ সময় দেয়া হয়েছে ৬ মাস যা প্রকল্পের কাজের প্রেক্ষিতে খুবই অপ্রতুল এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের পূর্বে দরপত্র আহ্বানকৃত অনেকে প্যাকেজের কাজ শুরু করতেই ১ বছরের বেশি সময় ব্যয় হয়। এছাড়া বিলম্বের অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে আবহাওয়াজনিত সমস্যা, ঠিকাদারের অপর্যাপ্ত কর্মক্ষমতা ও সংস্থানের ঘাটতি, জমি হস্তান্তরে বিলম্ব, ডিজাইন সংশোধন, নির্মাণ সামগ্রীর সরবরাহ ব্যাহত এবং স্থানীয় প্রশাসনিক জটিলতা। অনেক ক্ষেত্রে কাজ সমাপ্তির তারিখ ডিপিপির চেয়ে ৬ মাস থেকে ২ বছর বিলম্বিত হয়েছে। কয়েকটি প্যাকেজে সময় বৃদ্ধি (Time Extension) অনুমোদন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের সামগ্রিক সময়সূচিকে প্রভাবিত করেছে। এই বিলম্বের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিলম্বিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে পূর্ত কাজের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর-২০০৮ এর বিধান অনুসরণ করে স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাশ্রয় হয়েছে যা প্রকল্পের জন্য ইতিবাচক। ভবিষ্যতে ঠিকাদার নির্বাচনের সময় তাদের অভিজ্ঞতা, আর্থিক সক্ষমতা ও অতীত কর্মকান্ড আরও কঠোরভাবে যাচাই করা, নিয়মিত মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান জোরদার করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সম্ভাব্য বিলম্বের কারণগুলো আগাম চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নমুনা বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ত কাজের ক্রয় কার্যক্রমে অর্থনৈতিক দিক থেকে সন্তোষজনক

অগ্রগতি হলেও সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

## ৩.৫.৩ কার্য ক্রয়ের কেস স্টাডি

### ৩.৫.৩.১ কার্য ক্রয়ের কেস স্টাডি-১

প্যাকেজ নং: eGP/NSC/PnD/2022-23/SRMSP/G1/4 টেন্ডার আইডি নং: ৮১৫১১০

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | e-GP/NSC/PnD/2022-23/SRMSP/G1 /4 & e-GP/NSC/ PnD/ 2022-23/ SRMSP/ G1/4 Construction of Mini Stadium at HOSSAINPUR Upazila, kisorgonj District Under the Project of "Construction of Mini Stadium at Upazila Level (Phase 2)" |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | এনসিবি |
| ৭ | দরপত্র দলিল ও বিনির্দেশ প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৯ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৮ | দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণে পিপিআর ২০০৮- এর বিধি ৯০ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট’এর নাম) | ১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) প্রতিদিনের সংবাদ<br>তারিখঃ ১৬-০৪-২০২৩<br>২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) The Daily Asian Age<br>তারিখঃ |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরুর তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০২৩ সময়: দুপুর ১.৩০ PM এবং শেষের তারিখঃ ১৪ মে ২০২৩ সময়: দুপুর ২.৩৫ PM |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ৪টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ৩টি |
| ১৩ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ১৪ মে ২০২৩ সময়: দুপুর ২.৩৫ PM |
| ১৪ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ১৪ মে ২০২৩ সময়: দুপুর ৪.৩৫ PM |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ স্বাক্ষর আছে |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ১৪ মে ২০২৩ সময়: দুপুর ৭.৩৫ PM |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | জামানত রাখা হয়েছে |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ৩টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | তারিখ ৩০ মে ২০২৩ সময় ৯.২৭ PM |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ৩০-০৫-২০২৩ |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ১০০৫৪৭৫৯১.০৯০ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ৯০৪৯২৮৩১.৯৮১ টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | Technip Corporation, 101, Bir Uttam C.R. Datta Sarak, Dhaka |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ০৮-০৬-২০২৩ |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০-০৬-২০২৫ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ০৮-০৬-২০২৩ |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০-০৫-২০২৪ |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ২৯-০৫-২০২৪ |
| ৩২ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৩ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা? | হ্যাঁ |
| ৩৪ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না ? | না |
| ৩৫ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | না |
| ৩৬ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ? | হ্যাঁ |
| ৩৭ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | হ্যাঁ |

**পর্যালোচনা:**

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় eGP/NSC/PnD/2022-23/SRMSP/G1/4 প্যাকেজের অধীনে কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কার্যক্রমের ক্রয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধানসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে এবং দরপত্র জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় ৪টি দরপত্র বিক্রির বিপরীতে ৩টি দরপত্র প্রাপ্ত হওয়া মাঝারি পর্যায়ের প্রতিযোগিতা নির্দেশক। পরবর্তীতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন ও Notification of Award সময়ানুগভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আর্থিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০৫.৪৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে চুক্তিমূল্য ৯০৪.৯২ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়েছে, অর্থাৎ ১০% নিম্নদর। যা ব্যয় প্রাক্কলনের যথার্থতা, বাজার বিশ্লেষণ এবং দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্দেশ করে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যা ঠিকাদারের কার্যকর পরিকল্পনা, বাস্তবায়নকারী সংস্থার তদারকি এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক প্রতিফলন। এছাড়া জামানত গ্রহণ, রেকর্ড সংরক্ষণ, ওয়ারেন্টি প্রদান ও মালামাল গ্রহণ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও প্রক্রিয়াগত যথার্থতার নির্দেশক। সার্বিকভাবে, প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া বিধি অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক।

### ৩.৫.৩.২ কার্য ক্রয়ের কেস স্টাডি-২

প্যাকেজ নং: eGP/NSC/PnD/2021- 22/SRMSP/Group7/01 টেন্ডার আইডি নং: ৬২৯৫৫২

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | **উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প** |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | eGP/NSC/PnD/2021- 22/SRMSP/ Group7/01 & Construction of Mini Stadium at Balaganj, Bishwanath, CoMPanigonj, Jaintiapur & Osmaninagar Upazila of Sylhet District Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" Lot No. 1 & Construction of Mini Stadium at Balaganj, Bishwanath, CoMPanigonj, |

| | | |
|---|---|---|
| | | Jaintiapur & Osmaninagar Upazila of Sylhet District Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)" |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | এনসিবি |
| ৭ | দরপত্র দলিল ও বিনির্দেশ প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৯ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৮ | দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণে পিপিআর ২০০৮- এর বিধি ৯০ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)<br>(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম) | ১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) দৈনিক ইত্তেফাক তারিখঃ ১৮-১১-২০২১<br>২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) The Daily Observer তারিখঃ-১৮-১১-২০২১ |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরুর তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২১ সময়: ৫.০০ AM এবং শেষের তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ সময়: ৪.০০ PM |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ২টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ২টি |
| ১৩ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ০৫ জানুয়ারি ২০২২ সময়: ০৯.৫৫ PM |
| ১৪ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ সময়: ৪.০০ PM |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ স্বাক্ষর আছে |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ০৫ জানুয়ারি ২০২২ সময়: ০৯.৩১ PM |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | হ্যাঁ জামানত রাখা হয়েছে (৫%) |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ২ টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ০৫ জানুয়ারি ২০২২ সময়: ০৯.৫৫ PM |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ২৭-০১-২০২২ তারিখ |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ৩৩৭৬০৭০০০.০০ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ২৫২৭৩৩৮১২.২২৩ টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | E-ENGINEERING LTD. |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ২৩-০২-২০২২ |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০-০৬-২০২৪ |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ২৩-০২-২০২২ |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩১-০৭-২০২২ |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| ৩২ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | ১৪৩০দিন (ভেরিয়েশন অর্ডারে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, জুলাই-আগষ্ট, ২০২৪ মাসে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্মাণ সাইট থেকে বিপুল পরিমাণ নির্মাণ সামগ্রী লুটপাট হওয়া এবং উপজেলাগুলো পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় অতি বৃষ্টিপাত ফলে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢলে বন্যার কারণে প্রায় ৬(ছয়) মাস সাইটে কাজ করা সম্ভব না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন হয়নি) |
| ৩৩ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা? | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে |
| ৩৪ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না? | কোন ব্যত্যয় দেখা যায়নি |
| ৩৫ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৬ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি? | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে |
| ৩৭ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি আছে |

**পর্যালোচনা:**

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় eGP/NSC/PnD/2021-22/SRMSP/Group7/01 প্যাকেজের অধীনে সিলেট জেলার একাধিক উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কার্যক্রমের ক্রয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করা হয়েছে এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরন করা হয়নি। দরপত্র জাতীয় পত্রিকায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা নিশ্চিতের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সীমিত ছিল; মাত্র ২টি দরপত্র প্রাপ্ত ও রেসপনসিভ হয়। এছাড়া চুক্তিমূল্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম নির্ধারিত হয়েছে, যা সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের দিক থেকে ইতিবাচক। চুক্তি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক ধাপসমূহ (NOA প্রদান, চুক্তি স্বাক্ষর) পিপিআর অনুযায়ী সময়মতো সম্পন্ন হলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে অত্যন্ত দীর্ঘ বিলম্ব (১৪৩০ দিন) প্রকল্প ব্যবস্থাপনার একটি বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। সময় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে কাজের পরিধি বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ (পাহাড়ি ঢল ও বন্যা) উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত কারণগুলো আংশিকভাবে যৌক্তিক হলেও দীর্ঘ বিলম্ব, বিশেষ করে পাহাড়ি ও বন্যাপ্রবণ এলাকার ঝুঁকি পূর্বেই যথাযথভাবে মূল্যায়ন প্রয়োজন ছিল।

প্রক্রিয়াগতভাবে পিপিআর লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জামানত গ্রহণ, রেকর্ড সংরক্ষণ ও ওয়ারেন্টি প্রদানের মতো বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, যা ইতিবাচক। বিধি সংক্রান্ত উল্লেখে অসামঞ্জস্য এবং তথ্য উপস্থাপনায় কিছু ঘাটতি প্রশাসনিক শুদ্ধতার দিক থেকে উন্নয়নযোগ্য ক্ষেত্র নির্দেশ করে। সার্বিকভাবে, উক্ত প্যাকেজে ক্রয় প্রক্রিয়া বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন হলেও সীমিত প্রতিযোগিতা, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সময়গত অসামঞ্জস্য এবং বিশেষ করে অত্যধিক সময় বিলম্ব প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যকারিতা হ্রাস করেছে। যদিও ব্যয় সাশ্রয় একটি ইতিবাচক দিক হলেও সময় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা প্রকল্পের সামগ্রিক সাফল্যকে প্রভাবিত করেছে।

### ৩.৫.৩.৩ পূর্ত কার্য ক্রয়ের কেস স্টাডি-৩

প্যাকেজ নং: eGP/NSC/PnD/2021- 22/SRMSP/Group3/01 টেন্ডার আইডি নং: ৬২৯৫৬১

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | **উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প** |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | eGP/NSC/PnD/2021-22/SRMSP/Group3/ 01 & Construction of Mini Stadium at Tetulia & Sadar of Panchagarh District and Haripur & Pirganj of Thakurgaon District Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)"<br>Lot No. and Description: 1 & Construction of Mini Stadium at Tetulia & Sadar of Panchagarh District and Haripur & Pirganj of Thakurgaon District Under the project of "Construction of Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)' |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | এনসিবি |
| ৭ | দরপত্র দলিল ও বিনির্দেশ প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৯ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ৮ | দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণে পিপিআর ২০০৮- এর বিধি ৯০ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম) | ১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) দৈনিক ইত্তেফাক তারিখঃ ১৮ ১১-২০২১ ২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) The Daily Observer তারিখঃ ১৮ ১১-২০২১ |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরুর তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২১ সময়: ৫.০০ AM এবং শেষের তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ সময়: ৪.০০ PM |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ৬টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ৬টি |
| ১৩ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ সময়: ৪.০০ PM |
| ১৪ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ০৭ জানুয়ারি ২০২২ সময়: ০৯.২৬ AM |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ স্বাক্ষর আছে |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ০৭ জানুয়ারি ২০২২ সময়: ০৯.২৭ AM |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | হ্যাঁ জামানত রাখা হয়েছে (৫%) |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ৫ টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ০৭ জানুয়ারি ২০২২ সময়: ০৯.২৭ AM |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ২৭-০৬-২০২২ তারিখ |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ২২২৫২৫০০০.০০ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ১৯২৭৪১৩৮২.৮৬৫ টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | M/s. SS & MT (JV) |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ০৯-০২-২০২২ |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০-০৬-২০২৪ |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ০৯-০২-২০২২ |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ০৮-০৮-২০২২ |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ৩০-১২-২০২৩ |
| ৩২ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | ৫৫৯দিন (ভেরিয়েশন অর্ডারের কাজের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায়) |
| ৩৩ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা? | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে |
| ৩৪ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না ? | কোন ব্যত্যয় দেখা যায়নি |
| ৩৫ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৬ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ? | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে |
| ৩৭ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি আছে |

**পর্যালোচনা:**

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় eGP/NSC/PnD/2021-22/SRMSP/Group3/01 প্যাকেজের অধীনে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার একাধিক উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কার্যক্রমের ক্রয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করা হয়েছে। দরপত্র জাতীয় পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় ৬টি দরপত্র বিক্রি এবং সমসংখ্যক দরপত্র প্রাপ্ত হওয়া উচ্চমাত্রার প্রতিযোগিতা নির্দেশ করে, যা প্যাকেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর মধ্যে ৫টি দরপত্র রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হওয়া বাজারে সক্ষম দরদাতার উপস্থিতি নির্দেশ করে এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণে সহায়ক হয়েছে। আর্থিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রাক্কলিত ব্যয় ২২২.৫২৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে চুক্তিমূল্য ১৯২.৭৪১ লক্ষ টাকা

নির্ধারিত হয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় সাশ্রয় নির্দেশ করে। এ ধরনের ফলাফল প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের কার্যকারিতা প্রতিফলিত করে ও সরকারি সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কার্যাদেশ প্রদান, জামানত গ্রহণ এবং চুক্তি স্বাক্ষরের মতো ধাপগুলো পিপিআর অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা প্রক্রিয়াগত শৃঙ্খলার প্রতিফলন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সময় বিলম্ব লক্ষ্য করা যায়। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নে ৫৫৯ দিনের বিলম্ব ঘটেছে। সময় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে কাজের পরিধি বৃদ্ধি উল্লেখ রয়েছে, যা নির্দেশ করে প্রাথমিক নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলন পরিপূর্ণ ছিল না। প্রকল্প পরিকল্পনা ও নকশা চূড়ান্তকরণে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ এবং যাচাই করা হয়নি, ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে সময় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিকভাবে, উক্ত প্যাকেজে ক্রয় প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক ও বিধি-সম্মত হলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সময় ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

### ৩.৫.৩.৪ কার্য ক্রয়ের কেস স্টাডি-৪

**কার্য ক্রয়ের কেস স্টাডি-:**

প্যাকেজ নং: pd/mini/stadium/25-26/03 টেন্ডার আইডি নং: ১১৫৮৩২৫

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | **উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প** |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | Mini Stadium/construction/25-26/02 & Construction of mini stadium at Bagatipara upazila, Natore under the project Construction of mini stadium at Upazila level-2nd Phase (1st Revised) Single & Construction of mini stadium at Bagatipara Upazila, Natore under the Project Construction of mini stadium at Upazila level-2nd Phase (1st Revised) |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | এনসিটি |
| ৭ | দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৯ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ |
| ৮ | বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮- এর বিধি ২৯ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম) | ১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) দৈনিক বাংলা তারিখঃ ১৭-১০ ২০২৫ ২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) The Daily Industry তারিখঃ ১৭-১১-২০২৫ |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরুর তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০২৫ সময়: ০৪.০০ PM এবং শেষের তারিখঃ ১০ নভেম্বর ২০২৫ সময়: ১২.০০ PM |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ২৯টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ২৪টি |
| ১৩ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ১০ নভেম্বর ২০২৫ সময়: ১২.০০ PM |
| ১৪ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ১৭ নভেম্বর ২০২৫ ১১.২৪ PM |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ স্বাক্ষর আছে |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ১৭ নভেম্বর ২০২৫ ১১.০৯ PM |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | হ্যাঁ জামানত রাখা হয়েছে (৫%) |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ১৬ টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ১৭ নভেম্বর ২০২৫ ১১.২৪ PM |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ১৭ নভেম্বর ২০২৫ |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ১০৬০.৮৯ লক্ষ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ৮,৭৫,৪৮,৩১৭.৪২৭ টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | Friends Engineering & Construction Works |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ১৮-১২-২০২৫ |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ১৮-১২-২০২৫ |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ১৭-১১-২০২৬ |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | কাজ চলমান রয়েছে |
| ৩২ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৩ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না ? | না |
| ৩৬ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে। |

**পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের আওতায় eGP/NSC/pd/mini/stadium/25-26/03 প্যাকেজের অধীনে নাটোর জেলার বাঘাতিপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কার্যক্রম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করা হয়েছে। দরপত্রটি জাতীয় পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে এবং ২৯ টি দরপত্র বিক্রি হয়েছে যার মধ্যে প্রাপ্ত দরপত্র সংখ্যা ২৪ টি। দরপত্র বিক্রয় ও প্রাপ্তি সংখ্যা উচ্চ প্রতিযোগিতা নির্দেশ করে। ফলস্বরূপ, প্রাক্কলিত ব্যয় (১০৬০.৮৯ লক্ষ টাকা) ও চুক্তিমূল্যের (৮৭,৫৪.৮৩টাকা) মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্যনীয় এবং তা নিম্নদর হওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।

চুক্তি ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণে দেখা যায় Notification of Award প্রদান এবং চুক্তি স্বাক্ষর অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমায় সম্পন্ন হয়েছে, যা ইতিবাচক। এছাড়া আরডিপিপি প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনার কাছাকাছি সময়েই (তিন মাস বিলম্ব) দরপত্র আহ্বান সম্ভব হয়েছে যা পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। অনুযায়ী চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৭-১১-২০২৬। ক্রয় প্রক্রিয়ার অন্যান্য দিক যেমন জামানত গ্রহণ, রেকর্ড সংরক্ষণ, ওয়ারেন্টি প্রদান এবং কাজ গ্রহণ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক শৃঙ্খলার দিক থেকে ইতিবাচক। সার্বিকভাবে, উক্ত প্যাকেজে ক্রয় প্রক্রিয়া পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হলেও কার্যকর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত না হওয়া, নথি ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় অসামঞ্জস্য এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় বিলম্ব প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত দুর্বলতা নির্দেশ করে। বিশেষত একক দরপত্র প্রাপ্তি এবং প্রায় অপরিবর্তিত চুক্তিমূল্য সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা অর্জনে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে।

## ৩.৫.৪ পণ্য ক্রয়ের কেস স্টাডি পর্যালোচনা

### ৩.৫.৪.১ পণ্য ক্রয়ের কেস স্টাডি-৫

**প্যাকেজ নং:** 34.03.0000.005.020.2023/SRMS/chair **টেন্ডার আইডি নং:** ৮৩৮৫১৬

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | **উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প** |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | 34.03.0000.005.020.2023/SRMS/chair Providing and setting chair at 25 upazilias pavilion bhaban under Construction of Mini Stadium at Upazilla Level (2nd Phase)' |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | এনসিবি |
| ৭ | দরপত্র দলিল ও বিনির্দেশ প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৯ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৮ | দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণে পিপিআর ২০০৮- এর বিধি ৯০ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম) | ১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) আমাদের সময় তারিখঃ২৬-০৫-২০২৩<br>২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) Dhaka Tribune তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৩ |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরুর তারিখ ২৮ মে ২০২৩ সময়: ১০.৩২ AM এবং শেষের তারিখঃ ১৯ জুন ২০২৩ সময়: ২.০০ PM |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ১টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ১টি |
| ১৩ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ১৯ জুন ২০২৩ সময়: ৩.০০ PM |
| ১৪ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ১৮ জুলাই ২০২৩ সময়: ১০.৪৬ PM |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ স্বাক্ষর আছে |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ১৮ জুলাই ২০২৩ সময়: ১০.৪৬ PM |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | হ্যাঁ জামানত রাখা হয়েছে (৫%) |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ১ টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ১৮ জুলাই ২০২৩ সময়: ১০.৪৬ PM |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ১৯-০৭-২০২৩ তারিখ |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ৩৬২২৫০০০.০০ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ৩৪৭৬৯৭০৩.১৫০ টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | Otobi Limited |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ৩০-০৭-২০২৩ |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ০৩-০৮-২০২৩ |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ০৩-০৮-২০২৩ |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ০৩-০৮-২০২৩ |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ২০-০৫-২০২৪ |
| ৩২ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | ৩৩২ দিন ( নির্মাণ সাইট বুঝে পেতে বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ৩৩ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা? | হ্যাঁ |
| ৩৪ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না ? | না |
| ৩৫ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | না |
| ৩৬ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ? | হ্যাঁ |
| ৩৭ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | হ্যাঁ |

**পর্যালোচনা:**

প্যাকেজ 34.03.0000.005.020.2023/SRMS/chair এর অধীনে ২৫ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনে মিনি স্টেডিয়ামে চেয়ার সরবরাহ কার্যক্রমের ক্রয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করা হয়েছে। পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধানসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে এবং দরপত্র যথাযথভাবে জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি; একটি দরপত্র বিক্রি ও প্রাপ্ত হওয়ায় প্রক্রিয়াটি কার্যত প্রতিযোগিতাহীন হয়েছে। চুক্তিমূল্যের সাথে ডিপিপি প্রাক্কলনের মূল্যের পার্থক্য ১৪.৫৫ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত অর্থের ৪%। চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান পিপিআর নির্ধারিত সময়সীমায় সম্পন্ন হওয়া ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচ্য। বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো সময় ব্যবস্থাপনা। চেয়ার সরবরাহের কাজটি স্টেডিয়ামের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার উপর নির্ভর করায় চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত সময়সীমা ৩১-০১-২০২৩ হলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৩০-১০-২০২৪ তারিখে। ক্রয় প্রক্রিয়ার অন্যান্য দিক যেমন জামানত গ্রহণ, রেকর্ড সংরক্ষণ, ওয়ারেন্টি প্রদান এবং কাজ গ্রহণ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও প্রক্রিয়াগত অনুশীলনের দিক থেকে ইতিবাচক।

সার্বিকভাবে, ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হলেও কার্যকর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত না হওয়া, তথ্য ব্যবস্থাপনায় অসামঞ্জস্য এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় বিলম্ব প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পে অধিকতর প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ, তথ্যের যথার্থতা বজায় রাখা, বাস্তবসম্মত সময়সূচি প্রণয়ন এবং ভেরিয়েশন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায়।

### ৩.৫.৪.২ পণ্য ক্রয়ের (সোলার প্যানেল) কেস স্টাডি-৬

প্যাকেজ নং: 34.03.0000.005.020.2023/SRMS//solar টেন্ডার আইডি নং: ৮৩৮৫১২

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | **উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প** |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | 34.03.0000.005.020.2023/SRMS//solar & providing ang fixing on grid solar panel system under Construction of Mini Stadium at Upazilla Level (2nd Phase) Lot No. and Description :1 providing ang fixing on grid solar panel system |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | এনসিবি |
| ৭ | দরপত্র দলিল ও বিনির্দেশ প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৯ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৮ | দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণে পিপিআর ২০০৮- এর বিধি ৯০ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)<br>(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম) | ১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) আমাদের সময় তারিখঃ২৬-০৫-২০২৩<br>২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) Dhaka Tribune তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৩ |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরুর তারিখ ২৮ মে ২০২৩ সময়: ১০.২৭ AM এবং শেষের তারিখঃ ১২ জুন ২০২৩ সময়: ২.০০ PM |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ৩টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ৩টি |
| ১৩ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ১২ জুন ২০২৩ সময়: ৩.০০ PM |
| ১৪ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ১৪ জুন ২০২৩ সময়: ১২.০০ PM |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ স্বাক্ষর আছে |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ১৮ জুলাই ২০২৩ সময়: ১০.৪৬ PM |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | হ্যাঁ জামানত রাখা হয়েছে (৫%) |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ৩ টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ১৪ জুন ২০২৩ সময়: ১২.০০ PM |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখ |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ৬৬২৫০০০.০০ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ৫৯৫৯১৪৭.৫৫০ টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | ALTERNATOR |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ০৯-০৭-২০২৩ |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩১-১২-২০২৩ |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ০৯-০৭-২০২৩ |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩১-১২-২০২৩ |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ৩১-১২-২০২৩ |
| ৩২ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৩ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা? | হ্যাঁ |
| ৩৪ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না ? | না |
| ৩৫ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | না |
| ৩৬ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ? | হ্যাঁ |
| ৩৭ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | হ্যাঁ |

**পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের আওতায় 34.03.0000.005.020.2023/SRMS//solar প্যাকেজের অধীনে অন-গ্রিড সোলার প্যানেল সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন কার্যক্রমের ক্রয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। দরপত্রটি বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় পত্রিকায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের একটি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় মোট ৩টি দরপত্র বিক্রি ও জমা হওয়ায় প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হয়েছে। দরপত্র রেসপনসিভ বিবেচিত হওয়া নির্দেশ করে প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি ও আর্থিকভাবে সক্ষম ছিল।

আর্থিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান, প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬.২৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে চুক্তি মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ৫৯.৫৯ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান, চুক্তি স্বাক্ষর ও অন্যান্য প্রক্রিয়াগত ধাপ পিপিআর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যা প্রশাসনিক দক্ষতার ইতিবাচক প্রতিফলন। বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং কোনো সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়নি, যা কার্যকর পরিকল্পনা, তদারকি এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার সফলতা নির্দেশ করে। সরবরাহকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি প্রদান এবং মালামাল গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সার্বিকভাবে, উক্ত প্যাকেজে ক্রয় ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ায় এটি একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

### ৩.৫.৫ সেবা কার্য ক্রয়ের কেস স্টাডি পর্যালোচনা

#### ৩.৫.৫.১ সেবা কার্য ক্রয়ের কেস স্টাডি-৭

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | **উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প** |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম | Construction Supervision of Construction of Mini Stadium at Upazila level (2nd Phase) Project |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | OTM (NCT) |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | OTM (NCT) |
| ৭ | দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৯০ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৮ | নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮- এর বিধি ৯০ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)<br>(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম) | ১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) দৈনিক যুগান্তর ২০-০৪-২০২২<br>২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) The Daily Star ২০-০৪-২০২২ |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরুর তারিখ ২০-০৪-২০২২ এবং শেষের তারিখঃ ১১-০৫-২০২২ সময়: ১.০০ PM |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ১৩টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ১৩টি |
| ১৩ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ১২-০৫-২০২২ সময়: ১১.০০ AM |
| ১৪ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ১৩ -১০-২০২২ সময়: ১১.০০ AM |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ০৬ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ স্বাক্ষর আছে |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ১ম ১২-০৫-২০২২ সময়: ১১.০০ AM শেষ ১৩ -১০-২০২২ সময়: ১১.০০ AM |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৬ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ২ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৬ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ২ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | প্রযোজ্য নয় |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ১৩ টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ১ম ২৩-০৬-২০২২, শেষ ১১-১০-২০২২ |
| ২৩ | Commencement of Services প্রদানের তারিখ | ১৫-১১-২০২২ |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ৩,৩৯,৯২০০০.০০ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ৩,৩৯,৩৮,৮৮০.০০ টাকা |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | Engineers Consortium Limited and Bashat Architects Engineers Ltd |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ৩০-১০-২০২২ |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ১৫-১১-২০২২ |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| ৩২ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৩ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা? | হ্যাঁ |
| ৩৪ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না ? | না |
| ৩৫ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | না |
| ৩৬ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ? | হ্যাঁ |
| ৩৭ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | হ্যাঁ |

**পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের আওতায় Construction Supervision of Construction of Mini Stadium at Upazila level (2nd Phase) Project প্যাকেজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ কার্যক্রমের ক্রয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করা হয়েছে। দরপত্র জাতীয় পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় ১৩টি দরপত্র বিক্রি এবং সমসংখ্যক দরপত্র প্রাপ্ত হওয়া উচ্চমাত্রার প্রতিযোগিতা নির্দেশ করে, যা উক্ত প্যাকেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯.৯২ লক্ষ টাকার বিপরীতে চুক্তিমূল্য ৩৩৯.৩৮ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান, জামানত গ্রহণ এবং চুক্তি স্বাক্ষরের মতো ধাপগুলো পিপিআর অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

## ৩.৬ প্রকল্পের নির্মাণাধীন স্টেডিয়াম ৪০টি উপজেলার কাজের অগ্রগতির তথ্য পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৯০ টি স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন সম্পন্নের পর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং কিছু স্টেডিয়ামের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে হস্তান্তর হওয়া এবং হস্তান্তরের অপেক্ষায় থাকা স্টেডিয়াম সংখ্যা ৫০ টি। আর নির্মাণ কাজ চলমান থাকা স্টেডিয়ামসমূহের কাজের অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো-

**সারণি ৩.৬ নির্মাণাধীন স্টেডিয়াম ৪০টি উপজেলার কাজের অগ্রগতির**

| ক্রমিক | জেলার নাম | উপজেলার নাম | নির্মাণ কাজ চলমান ৪০টি উপজেলার কাজের বর্তমান অবস্থা | কাজের অগ্রগতি (শতাংশ) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নওগাঁ | পোরশা | প্যাভিলিয়ন ভবণের ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ৩০০ ফুট গ্যালারীর ফিনিশিং কাজ, পাবলিক টয়লেট ও ড্রেনের কাজ চলমান | (৭০%) |
| ২ | নওগাঁ জেলা | সাপাহার | প্যাভিলিয়ন ভবণের ২য় তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। ৩০০ ফুট গ্যালারী সম্পন্ন। পাবলিক টয়লেট ও ড্রেনের কাজ চলমান | (৬৫%) |
| ৩ | রংপুর জেলা | পীরগঞ্জ | গ্যালারীর ৩০০ ফুট ঢালাই সম্পন্ন। প্যাভিলিয়ন ভবণের ৩টি ছাদের ঢালাই ও ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন এবং ফিনিশিং কাজ চলমান | (৬৫%) |
| ৪ | সাতক্ষীরা জেলা | শ্যামনগর | ড্রেন ও ভবনের ফিনিশিং কাজ চলমান। | (৮৫%) |

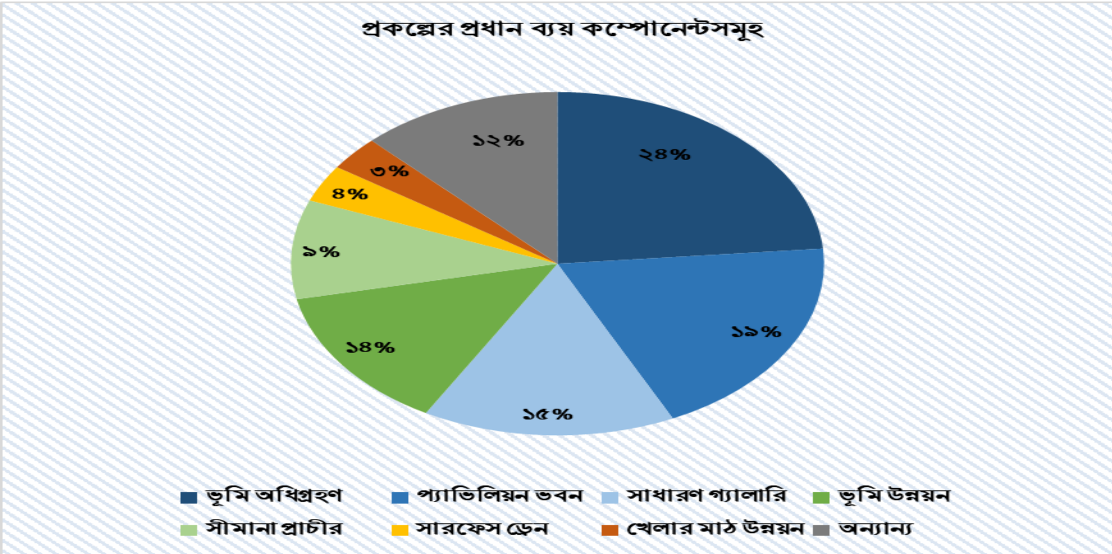
| ক্রমিক | জেলার নাম | উপজেলার নাম | নির্মাণ কাজ চলমান ৪০টি উপজেলার কাজের বর্তমান অবস্থা | কাজের অগ্রগতি (শতাংশ) |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | যশোর জেলা | মনিরামপুর | ৩০০ ফুট গ্যালারী স্ট্রাকচার সম্পন্ন ও প্লাস্টার কাজ চলমান। প্যাভিলিয়ন ভবনের স্ট্রাকচার সম্পন্ন ও প্ল্যাস্টার কাজ চলমান। টয়লেট ব্লকের স্ট্রাকচার সম্পন্ন এবং ড্রেনের কাজ সম্পন্ন | (৯০%)। |
| ৬ | খুলনা জেলা | দাকোপ | ২০০ফুট গ্যালারী ও প্যাভিলিয়ন ভবনের পাইল ঢালাই এর কাজ চলমান। মাঠে মাটি ভরাটের কাজ ৬০% সম্পন্ন | (৩০%) |
| ৭ | | তেরখাদা | প্যাভিলিয়ন ভবনের ১ম তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্ততি চলছে। মাঠে মাটি ভরাট ৬০% সম্পন্ন। | (৪০%) |
| ৮ | | দিঘলিয়া | প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারীর ফিনিশিং কাজ চলমান। মাঠের মাটি ভরাট সম্পন্ন। | |
| ৯ | ঝিনাইদহ জেলা | হরিণাকুণ্ডু | প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন, স্টিল ট্রাসের কাজ সম্পন্ন। গ্যালারীর ফিনিশিং এবং ড্রেনের কাজ চলমান। | (৮৫%) |
| ১০ | সাতক্ষীরা জেলা | কালীগঞ্জ | প্যাভিলিয়ন ভবনের ১ম তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। ৫০ ফুট গ্যালারীর ঢালাই সম্পন্ন। মাঠে মাটি ভরাট ৫০% সম্পন্ন | (৫০%) |
| ১১ | বরিশাল জেলা | হিজলা | প্যাভিলিয়ন ভবনের ফিনিশিং কাজ চলমান। রাস্তা ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। | ( ৮০%) |
| ১২ | | বাবুগঞ্জ | ভবনের ফিনিশিং কাজ চলমান। মাঠ ও ড্রেন এর কাজ পরিদর্শনের পর শুরু করা হবে। | |
| ১৩ | চুয়াডাঙ্গা জেলা | আলমডাঙ্গা | প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারীর কাজ সম্পন্ন। স্টিলের কাজ চলমান এবং মাঠের মাটি ভরাট কাজ চলমান | (৮০%) |
| ১৪ | সুনামগঞ্জ জেলা | দোয়ারাবাজার | পাইল ড্রাইভিং সম্পন্ন। ভূমি উন্নয়ন কাজ আংশিক হয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবনের ফুটিং এবং প্যাডেষ্টল কলাম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। গ্যালারীর পাইল ক্যাপের ঢালাই সম্পন্ন এবং প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারীর সর্ট কলম এর ঢালাই সম্পন্ন এবং গ্রেড বীম ঢালাই কাজের প্রস্তুতি চলমান এবং মাটি ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। | (৫০%) |
| ১৫ | সিলেট জেলা | ওসমানীনগর | মাটি ভরাট সম্পন্ন। পাইল এর কাজ চলমান। | (৫%) |
| ১৬ | | বালাগঞ্জ | ফিনিশিং কাজ চলমান। ১০০ ফুট গ্যালারীর ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে। | (৬৫%) |
| ১৭ | | বিশ্বনাথ | প্যাভিলিয়ন ভবণ ও ৩০০ ফুট গ্যালারীর ঢালাই সম্পন্ন। স্টিলের কাজ ও মাটি ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। | (৬০%) |
| ১৮ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | প্যাভিলিয়ন ভবণের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ৩০০ ফুট গ্যালারীর কলাম ঢালাই সম্পন্ন এবং ১০০ফুট গ্যালারীর ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে | (৫০%) |
| ১৯ | বরগুনা | বেতাগী | প্যাভিলিয়ন ভবণের ফিনিশিং কাজ চলমান। মাঠ ও ড্রেনের কাজ চলমান | (৭৪%) |
| ২০ | নোয়াখালী | হাতিয়া | প্যাভিলিয়ন ভবণের ৩য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে। ৩০০ফুট গ্যালারীর ঢালাই সম্পন্ন। ভূমি উন্নয়ন ও ড্রেনের কাজ চলমান। | (৭৫%) |
| ২১ | মৌলোভীবাজার | শ্রীমঙ্গাল | জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারনে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। | - |
| ২২ | গোপালগঞ্জ | কোটালীপাড়া | মাঠে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন | (২০%) |
| ২৩ | বরিশাল | মেহেন্দিগঞ্জ | ভবনের ২য় তলার ছাদ ঢালাই কাজের প্রস্তুতি। ৫০ ফুট গ্যালারী ঢালাই সম্পন্ন। | (৬৫%) |

| ক্রমিক | জেলার নাম | উপজেলার নাম | নির্মাণ কাজ চলমান ৪০টি উপজেলার কাজের বর্তমান অবস্থা | কাজের অগ্রগতি (শতাংশ) |
|---|---|---|---|---|
| ২৪ | পার্বত্য রাঙ্গামাটি | বিলাইছড়ি | ৩০০ফুট গ্যালারীর ও প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। গাঁথুনির কাজ চলমান। | (৬২%) |
| ২৫ | | জুরাছড়ি | প্যাভিলিয়ন ভবণের ২য় তলা ছাদ ও ৩০০ ফুট গ্যালারীর ঢালাই সম্পন্ন। | (৫৫%) |
| ২৬ | নওগাঁ | মান্দা | প্যাভিলিয়ন ভবন ও ৩০০ফুট গ্যালারীর সম্পন্ন এবং ড্রেন ও রাস্তার কাজ শুরুর প্রক্রিয়াধীন। | (৭০%) |
| ২৭ | নাটোর | সিংড়া | স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জায়গাটি নীচু হওয়ায় অতি বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতায় নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে। | |
| ২৮ | চাঁদপুর | মতলব দক্ষিণ | ৩০০ ফুট গ্যালারীর কলাম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০০ফুট গ্যালারী ঢালাই এর প্রস্তুতি চলমান। প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন এবং ফিনিংশ এর কাজ চলমান। পাবলিক টয়লেট এর কাজ চলমান রয়েছে। | ৬২% |
| ২৯ | নারায়ণগঞ্জ | রুপগঞ্জ | ৩০০ ফুট গ্যালারীর কলাম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০০ফুট গ্যালারী ঢালাই এর প্রস্তুতি চলমান। প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন এবং ফিনিংশ এর কাজ চলমান। পাবলিক টয়লেট এর কাজ চলমান রয়েছে। | ৬৫% |
| ৩০ | লক্ষ্মীপুর | রায়পুর | ৩০০ ফুট গ্যালারীর কলাম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০০ফুট গ্যালারী ঢালাই এর প্রস্তুতি চলমান। প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। পাবলিক টয়লেট এর কাজ চলমান রয়েছে। | ৫৮% |
| ৩১ | রংপুর | পীরগাছা | বাউন্ডারী ওয়াল ও প্রিকাস্ট পাইল এর কাজ চলমান রয়েছে। | ৮% |
| ৩২ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | প্যাভিলিয়ন এর ফুটিং, বাউন্ডারী ওয়াল ও প্রিকাস্ট পাইল এর কাজ চলমান রয়েছে। | ৯% |
| ৩৩ | ফরিদপুর | চরভদ্রাসন | প্যাভিলিয়ন ভবনের ১ম তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। | ১০% |
| ৩৪ | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | প্যাভিলিয়ন এর ফুটিং ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন। বাউন্ডারী ওয়াল এর কাজ সম্পন্ন এবং প্যাভিলিয়ন ভবনের গ্রেড বিম ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। | |
| ৩৫ | পিরোজপুর | ইন্দুরকানী | বাউন্ডারী ওয়াল ও মাইক্রো পাইল এর কাজ চলমান রয়েছে। | ৮% |
| ৩৬ | জয়পুরহাট | কালাই | প্যাভিলিয়নের ১ম তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে।, বাউন্ডারী ওয়াল এর কাজ সম্পন্ন এবং মাটি ভরাটের কাজ চলামন। | ৬% |
| ৩৭ | সাতক্ষীরা | তালা | বাউন্ডারী ওয়াল এর কাজ চলমান রয়েছে। | ২% |
| ৩৮ | বরিশাল | আগৈলঝাড়া | ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজ শুরুর প্রস্তুতি চলছে। | - |
| ৩৯ | বরিশাল | গৌরনদী | ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজ শুরুর প্রস্তুতি চলছে। | - |
| ৪০ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | বাউন্ডারী ওয়াল এর কাজ চলমান রয়েছে। | ২% |

## ৩.৭ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন ব্যয় পর্যালোচনা

আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) অনুযায়ী সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৮৫,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা (প্রায় ২,৮৫৫.৪২ কোটি টাকা)। প্রকল্পটি মূলত একটি অবকাঠামো-নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প, যেখানে ব্যয়ের প্রধান অংশ ভৌত নির্মাণ ও ভূমি অধিগ্রহণে কেন্দ্রীভূত। ব্যয় কাঠামো তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত-(ক) আবর্তক ব্যয়, (খ) মূলধন ব্যয় এবং (গ) ফিজিক্যাল ও প্রাইস কন্টিনজেন্সি। এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকৃত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮২,০৫৯.৫৭ লক্ষ টাকা, যা সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৮.৭৪%। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় ২,০৩,৪৮২.৪৩ লক্ষ টাকা (৭১.২৬%) প্রকল্পের মূল চ্যালেঞ্জ।

**লেখচিত্র ৩.৩ প্রকল্পের প্রধান ব্যয় কম্পোনেন্টসমূহ**




### ৩.৭.১ ব্যয়ের সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনা

নিচের সারণিতে প্রকল্পের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো এবং এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি দেখানো হলো (লক্ষ টাকা)

**সারণি ৩.৭ প্রকল্পের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো**

| ব্যয়ের শ্রেণি | আরডিপিপি বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় (এপ্রিল ২০২৬) | অবশিষ্ট ব্যয় |
|---|---|---|---|
| **আবর্তক ব্যয়** | ১,৩৫২.৬৫ | ৫৯০.৩০ | ৭৬২.৩৫ |
| **মূলধন ব্যয়** | ২,৭৮,৫৭৮.৫২ | ৮১,৪৬৯.২৭ | ১,৯৭,১০৯.২৫ |
| ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি | ২,৭৮৫.৭৯ | ০.০০ | ২,৭৮৫.৭৯ |
| প্রাইস কন্টিনজেন্সি | ২,৮২৫.০৪ | ০.০০ | ২,৮২৫.০৪ |
| **সর্বমোট** | **২,৮৫,৫৪২.০০** | **৮২,০৫৯.৫৭** | **২,০৩,৪৮২.৪৩** |

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয়ের প্রায় ৯৭.৫৬% (২,৭৮,৫৭৮.৫২ লক্ষ টাকা) মূলধন ব্যয় খাতে বরাদ্দ, আবর্তক ব্যয় মাত্র ০.৪৮% (১,৩৫২.৬৫ লক্ষ টাকা) এবং বাকি প্রায় ১.৯৬% ফিজিক্যাল ও প্রাইস কন্টিনজেন্সিতে রক্ষিত। এই ব্যয় বিন্যাস প্রকল্পের বাস্তবায়ন ভূমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো-কেন্দ্রিক প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে।

### ৩.৭.২ আবর্তক ব্যয় পর্যালোচনা

আবর্তক ব্যয়ের সর্বমোট বরাদ্দ ১,৩৫২.৬৫ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় ৫৯০.৩০ লক্ষ টাকা (৪৩.৬৪%)। নিম্নের সারণিতে আবর্তক ব্যয়ের প্রতিটি উপ-খাতের অগ্রগতি দেয়া হলো:

**সারণি ৩.৮ প্রকল্পের আবর্তক ব্যয়**

| আবর্তক ব্যয়ের খাত | বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট | অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|
| কনসালটেন্সি/পরামর্শক | ১,০০৫.০০ | ৪৩১.১২ | ৫৭৩.৮৮ | ৪২.৯০% |
| জনবলের বেতন-ভাতাদি | ১০৫.০০ | ১৭.৮৬ | ৮৭.১৪ | ১৭.০১% |
| যানবাহন ভাড়া | ৯৯.২০ | ৫১.৬২ | ৪৭.৫৮ | ৫২.০৪% |
| প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় | ৪০.০০ | ১২.৯৫ | ২৭.০৫ | ৩২.৩৮% |
| ব্যবস্থাপনা ব্যয় | ৩৮.৪৫ | ৩৬.৮৩ | ১.৬২ | ৯৫.৭৯% |
| টিএ/ডিএ (সম্মিলিত) | ২৫.০০ | ১৬.৯১ | ৮.০৯ | ৬৭.৬৪% |
| সম্মানি (সম্মিলিত) | ২০.০০ | ৮.৪০ | ১১.৬০ | ৪২.০০% |
| মনিহারী (স্টেশনারি) | ২০.০০ | ১৪.৬১ | ৫.৩৯ | ৭৩.০৫% |
| **মোট আবর্তক ব্যয়** | **১,৩৫২.৬৫** | **৫৯০.৩০** | **৭৬২.৩৫** | **৪৩.৬৪%** |

আবর্তক ব্যয়ের মধ্যে কনসালটেন্সি/পরামর্শক খাতটি সর্ববৃহৎ (১,০০৫ লক্ষ টাকা), যা মোট আবর্তক ব্যয়ের প্রায় ৭৪.৩০%। এই খাতে বিভিন্ন ডিজাইন, তদারকি ও কারিগরি পরামর্শ সেবা অন্তর্ভুক্ত, যা মূলধন কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এ খাতে অগ্রগতি ৪২.৯০%-বাকি ৫৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকালে নির্মাণ তদারকির সঙ্গে ব্যয় হবে বলে আশা করা যায়। জনবলের বেতন-ভাতাদি খাতে অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর- মাত্র ১৭.০১% (১৭.৮৬ লক্ষ টাকা)। মোট ১০৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮৭.১৪ লক্ষ টাকা এখনো অব্যবহৃত। জনবল ঘাটতি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মাঠপর্যায়ের তদারকি দুর্বল করতে পারে বিধায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক শূন্য পদ পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা ব্যয় খাতে অগ্রগতি প্রায় শেষ পর্যায়ে (৯৫.৭৯%)- মাত্র ১.৬২ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট। যদি প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি পায়, তবে এ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হতে পারে। যানবাহন ভাড়া (৫২.০৪%), টিএ/ডিএ (৬৭.৬৪%) এবং মনিহারী (৭৩.০৫%) খাতে অগ্রগতি সন্তোষজনক। প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত কম (৩২.৩৮%), যা প্রকল্পের কার্যক্রম জনসাধারণের কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য আরও সক্রিয় কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

### ৩.৭.৩ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ও মূলধন ব্যয় পর্যালোচনা

মূলধন ব্যয় প্রকল্পের প্রকৃত মেরুদণ্ড-সর্বমোট ২,৭৮,৫৭৮.৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ, যার বিপরীতে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় ৮১,৪৬৯.২৭ লক্ষ টাকা (২৯.২৪%)। নিচের সারণিতে মূলধন ব্যয়ের প্রতিটি উপ-খাতের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে দেখানো হলো

**সারণি ৩.৯ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ও মূলধন ব্যয়**

| মূলধন ব্যয়ের খাত | বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট | অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|
| অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো | ১,৭৪,৭১০.১২ | ৩২,৮৬৩.০৯ | ১,৪১,৮৪৭.০৩ | **১৮.৮১%** |
| ভূমি অধিগ্রহণ | ৬৭,৯৬০.৯০ | ৩৮,৭৩৪.৩৯ | ২৯,২২৬.৫১ | **৫৬.৯৯%** |
| ড্রেনেজ অবকাঠামো | ৯,৯৮৮.৮৮ | ১,১৮০.৬২ | ৮,৮০৮.২৬ | **১১.৮২%** |
| খেলার মাঠ উন্নয়ন | ৯,১৯৮.৬৩ | ৪,৯৯২.৭০ | ৪,২০৫.৯৩ | **৫৪.২৭%** |
| বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি | ৪,৪০৩.৬৩ | ৬৮৬.২৮ | ৩,৭১৭.৩৫ | **১৫.৫৮%** |
| সেড নির্মাণ | ৪,১৮০.০০ | ৯৮২.০৭ | ৩,১৯৭.৯৩ | **২৩.৪৯%** |
| আসবাবপত্র | ৩,৮১৪.৯৮ | ৯৯৮.৪৬ | ২,৮১৬.৫২ | **২৬.১৭%** |
| সেনিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই | ২,৮৮৬.৭৩ | ৭২২.৭১ | ২,১৬৪.০২ | **২৫.০৪%** |
| নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৮৮৭.০০ | ১৯৯.৮৬ | ৬৮৭.১৪ | **২২.৫৩%** |
| সৌর প্যানেল | ৫৩২.৬৫ | ৯৯.০৯ | ৪৩৩.৫৬ | **১৮.৬০%** |
| কম্পিউটার সামগ্রী | ১৫.০০ | ১০.০০ | ৫.০০ | **৬৬.৬৭%** |
| **মোট মূলধন ব্যয়** | **২,৭৮,৫৭৮.৫২** | **৮১,৪৬৯.২৭** | **১,৯৭,১০৯.২৫** | **২৯.২৪%** |

**পর্যালোচনা:**

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো প্রকল্পের সবচেয়ে বড় ব্যয় খাত, যা সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬১.১৮% এবং মূলধন ব্যয়ের ৬২.৭১%। এই খাতেই প্রকল্পের প্রধান ভৌত অবকাঠামো প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্যালারি নির্মিত হবে। কিন্তু এ খাতে অগ্রগতি উদ্বেগজনকভাবে ধীর, মাত্র ১৮.৮১% (৩২,৮৬৩.০৯ লক্ষ টাকা)। অবশিষ্ট মেয়াদে ১,৪১,৮৪৭.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গেলে বার্ষিক বাস্তবায়ন গতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণ দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৩.৮০%। অগ্রগতির দিক থেকে এটি অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৮,৭৩৪.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, অর্থাৎ অগ্রগতি ৫৬.৯৯%। অবশিষ্ট ২৯,২২৬.৫১ লক্ষ টাকার ভূমি অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন না হলে এর সরাসরি প্রভাব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের গতিতে পড়বে। ভূমি অধিগ্রহণের জটিল আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে অবিলম্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবশিষ্ট অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। মাঝারি ব্যয়ের অবকাঠামো খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে ড্রেনেজ অবকাঠামো (৯,৯৮৮.৮৮ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি মাত্র ১১.৮২%); খেলার মাঠ উন্নয়ন (৯,১৯৮.৬৩ লক্ষ): অগ্রগতি ৫৪.২৭%; বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় (৪,৪০৩.৬৩ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ১৫.৫৮%; সেড নির্মাণ (৪,১৮০.০০ লক্ষ): অগ্রগতি ২৩.৪৯%। ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা খাত। ১,০০০ লক্ষ টাকার নিচে বরাদ্দপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে- নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন (৮৮৭ লক্ষ, অগ্রগতি ২২.৫৩%), সৌর বৈদ্যুতিক প্যানেল (৫৩২.৬৫ লক্ষ, অগ্রগতি ১৮.৬০%) এবং কম্পিউটার সামগ্রী (১৫ লক্ষ, অগ্রগতি ৬৬.৬৭%)। এই খাতগুলো প্রকল্পের সাহায্যকারী অবকাঠামো-পানীয় জল সরবরাহ, পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ডিজিটাল কার্যক্রম। এদের বাস্তবায়ন প্রধান ভবনগুলো ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

#### ৩.৭.৪ কন্টিনজেন্সি ব্যয় পর্যালোচনা

ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (২,৭৮৫.৭৯ লক্ষ) এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সি (২,৮২৫.০৪ লক্ষ)-মোট ৫,৬১০.৮৩ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত রয়েছে। এ দু'টি খাতে এখনো কোনো ব্যয় হয়নি, যা প্রকল্প ব্যয় পরিকল্পনার সাধারণ চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণত কন্টিনজেন্সি তহবিল প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি (নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ডিজাইন পরিবর্তন, অতিরিক্ত কাজ) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য পরিবর্তন বিবেচনায় প্রাইস কন্টিনজেন্সির যথাযথ ব্যবহারের পরিকল্পনা থাকা উচিত।

### ৩.৮ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা (খাস জমি ও ভূমি অধিগ্রহণ) পর্যালোচনা

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পের আওতাধীন ৫৮ টি জেলার ২০১ টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন ৭৮টি স্টেডিয়াম খাস জমিতে নির্মাণ করা হচ্ছে। অন্য দিকে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে মোট ১২৩ টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে যার পরিমাণ ৩৮৬.৮৬ একর।

### ৩.৮.১ প্রকল্পের আওতায় খাস জমিতে স্টেডিয়াম নির্মাণ পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় খাসজমিতে মোট ৭৮ টি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে। খাস জমিতে স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পাদনে এবং স্টেডিয়ামের ভূমি ব্যবস্থাপনায় খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রংপুর বিভাগের ৪ টি জেলার তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় সদর, হরিপুর, পীরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ডিমলা ৭টি উপজেলায় মোট গৃহীত খাস জমির পরিমাণ ২৩.৭৫ একর। রাজশাহী বিভাগের ৪টি জেলার ৬টি উপজেলা পোরশা, সাপাহার, পুঠিয়া, নাটোর সদর, গুরুদাসপুর ও আটঘরিয়া মোট গৃহীত খাস জমির পরিমাণ১৮.১৩ একর। খুলনা বিভাগের ৭টি জেলার ১০টি উপজেলায় (মেহেরপুর সদর, গাংনী, আলমডাঙ্গা, হরিণাকুন্ডু, মনিরামপুর, রামপাল দাকোপ, দিঘলিয়া, তেরখাদা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর) মোট গৃহীত খাস জমির পরিমাণ ৩১.৮২ একর। প্রকল্পের বরিশাল বিভাগের ৩টি জেলার ৭টি উপজেলায় (বেতাগী, পটুয়াখালী সদর, বাবুগঞ্জ, হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, দৌলতখান) মোট গৃহীত খাস জমির পরিমাণ ২০.৬৪ একর। ময়মনসিংহ বিভাগের ২টি জেলার ৫টি উপজেলা ইসলামপুর, ফুলপুর, মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া, গফরগাঁও মোট গৃহীত খাস জমির পরিমাণ ১৯.১০ একর।

ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলার ১০টি উপজেলা সখিপুর, টাঙ্গাইল সদর, ইটনা, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ সদর, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট মোট গৃহীত খাস জমির পরিমাণ ৩৩.৭৭ একর। একইভাবে সিলেট বিভাগের ৪টি জেলার ১০টি উপজেলায় (দিরাই, জগন্নাথপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ওসমানীনগর, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর, শ্রীমঙ্গল ও মাধবপুর) মোট গৃহীত খাস জমির পরিমাণ ৩২.৩১ একর। সর্বশেষে চট্টগ্রাম বিভাগের ৬টি জেলার ১০টি উপজেলায় (সোনাইমুড়ি, হাতিয়া, মীরসরাই, কুতুবদিয়া, মাটিরাঙ্গা, মহালছড়ি, বিলাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি ও থানচি) মোট গৃহীত খাস জমির পরিমাণ ২৪.৯৯ একর। এছাড়া পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনকালে সংযুক্ত

আরও ১০ টি উপজেলা যার মধ্যে ৮টি খাস জমি ও ২ টি অধিগ্রহণের ভূমি পরিবর্তন করে খাস জমি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। উক্ত ৭৮ টি খাস জমি স্টেডিয়ামের মধ্যে ৪টি স্টেডিয়াম বন্দোবস্তকৃত জমির মধ্যে হওয়ায় এগুলো দখলে আনতে ৫১৭.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্পের খাস জমিসমূহ প্রাপ্তি তুলনামূলক সহজ এবং তুলনামূলক ঝামেলামুক্ত হলেও এসব জমি অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সঠিক স্থানে হয়নি যার ফলে নির্মিত স্টেডিয়াম থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রাপ্তি কিছুটা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। ফলে অধিগ্রহণকৃত জমিতে স্টেডিয়াম বাস্তবায়নের কাজকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়।

### ৩.৮.২ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা

প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে মোট ১২৩ টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে যার পরিমাণ ৩৮৬.৮৬ একর এবং এ কাজে মোট ব্যয় মোট ব্যয় ৬৭৯,৬০.৯০ লক্ষ টাকা। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুসরণে সম্পাদিত হচ্ছে যার মধ্যে রংপুর বিভাগে ৬টি জেলার ১৩টি উপজেলায় মোট ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে গৃহীত জমির পরিমাণ ৩৯.০১৪ একর। রাজশাহী বিভাগের ৭টি জেলায় ১৫ টি উপজেলায় মোট ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে গৃহীত জমির পরিমাণ ৪৬.৯০১ একর। খুলনা বিভাগের ২টি জেলার ২টি উপজেলায় মোট ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে গৃহীত জমির পরিমাণ ৬.৩৩ একর। বরিশাল বিভাগের ৪টি জেলার ১২টি উপজেলায় মোট ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে গৃহীত জমির পরিমাণ ৩৭.৮২ একর। ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে ২.৯৯ একর। ঢাকা বিভাগের ১১টি জেলার ২১টি উপজেলায় মোট ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে ৬৬.৪৪ একর। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায় জুড়ী উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে ৩ একর। চট্টগ্রাম বিভাগের ৭টি জেলার ২৩টি উপজেলায় মোট ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে ৭১.৫৮ একর। এছাড়া ডিপিপির খাস জমি হতে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গৃহীত হয়েছে ৩৯.১৯ একর ভূমি। প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের ১৮ টি উপজেলা ৬৪.৭৫ একর এবং অন্যান্য ৪ টি উপজেলায় মোট ১২.০১ একর ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের খাস জমি ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিস্তারিত সংযোজনী ৫ এ দেয়া হয়েছে।

### ৩.৮.৩ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি

"উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের আওতায় থাকা ১২৩ টি উপজেলার মধ্যে ৬১ টি উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৯ টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং বাকি ৫ টি এখনও জমির অধিগ্রহণ মূল্য প্রদান করা হয়েছে কিন্তু দখল বুঝে পাওয়া যায়নি। এছাড়া ৬ টি ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২১ টি উপজেলার অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান।জেলা প্রশাসক বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রেরিত ৬১টি উপজেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টি উপজেলায় জমি সফলভাবে বুঝে পাওয়া গেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে একটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ৫টি উপজেলায় জমির অধিগ্রহণ মূল্য পরিশোধ করা হলেও এখনো জমি বুঝে পাওয়া যায়নি। এসব ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের সাথে নিয়মিত তাগিদপত্র প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় সমন্বয় চলমান রয়েছে। ৬টি উপজেলায় বর্তমান অর্থবছরে অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ মূল্য প্রদানের অনুমোদন হয়েছে, যার মোট পরিমাণ ১৩৬৪.৪৮ লক্ষ টাকা। বাকি প্রায় ২৫টি উপজেলায় অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর মধ্যে যৌথ তদন্ত সম্পন্ন, ৪ ধারা নোটিশ জারি, চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, ত্রুটি সংশোধন এবং বিভাগীয় অনুমোদনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। সার্বিকভাবে ৬১টি উপজেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ ও দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। যেসব উপজেলায় এখনো কাজ চলমান রয়েছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

### ৩.৯ প্রকল্পের লগফ্রেম পর্যালোচনা

অনুমোদিত আরডিপিপিতে ৪X৪ মেট্রিক্সে প্রকল্পের লগ-ফ্রেম সন্নিবেশিত রয়েছে যা অধ্যায় ১.১০ এ বর্ণিত হয়েছে। সমীক্ষাকালীন মাঠ পর্যায় তথ্য ও সেকেন্ডারি উৎসের তথ্যেরভিত্তিতে লগ-ফ্রেমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট ও ইনপুট পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে লগ ফ্রেমের বিভিন্ন অঙ্গের পর্যালোচনা দেয়া হলো:

### ৩.৯.১ লগফ্রেমের লক্ষ্য পর্যালোচনা:

তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেট, ফুটবলসহ অন্যান্য খেলাধুলার প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য মাঠ উন্নয়ন ও ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ একটি সময়োপযোগী ও কৌশলগত উদ্যোগ, যা স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া চর্চা সম্প্রসারণ, প্রতিভা বিকাশ এবং যুবসমাজের ইতিবাচক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম। উপজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের উপযোগী অবকাঠামো সৃষ্টি এবং প্রতিদিন গড়ে ৫০ জন খেলোয়াড়ের প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ-এই সূচকসমূহ লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। পাশাপাশি উপজেলা/জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকায় প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো গ্রহণযোগ্য ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমর্থিত। তবে লগ-ফ্রেমের আলোকে লক্ষ্যটিকে আরও ফলাফলভিত্তিক ও পরিমাপযোগ্য করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে কতটি মাঠ উন্নয়ন/নির্মাণ করা হবে, বছরে কতসংখ্যক খেলোয়াড় প্রশিক্ষণ পাবে, এবং উপজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কতটি প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে-এসব নির্দিষ্ট সূচক সংযোজন করা প্রয়োজন। এছাড়া অবকাঠামোর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ, এবং স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার সক্রিয় সম্পৃক্ততা-এসব গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (assumptions) হিসেবে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিল। এ ধরনের সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, অর্জন, মূল্যায়ন এবং জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা অধিকতর কার্যকর হবে।

### ৩.৯.২ লগফ্রেমের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা:

উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং খেলোয়াড়দের নিয়মিত অনুশীলনের জন্য উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ একটি যথার্থ ও ফলাফলমুখী উদ্যোগ, যা তৃণমূল পর্যায় থেকে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। নির্ধারিতভাবে উপজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ৩–৪টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সক্ষমতা সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ, এসব সূচক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে বাস্তব অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৬ বছরের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ২৮.৭৪% (৭৮,৩৫৯.৯০ লক্ষ টাকা) এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৭.০০% অর্জিত হয়েছে, যা পরিকল্পিত লক্ষ্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সময় ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্যভাবে ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা, খাস জমি বন্দোবস্তে বিলম্ব, সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ধীরগতি এবং ২০২১ সালের মূল উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবর্তে ২০২৫ সালে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের ফলে সময়ক্ষেপণ, এসব কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ক্রীড়া অবকাঠামো ব্যবহার উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি, সংশোধিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, এবং প্রতিটি অঙ্গের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এতে করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন এবং ক্রীড়া উন্নয়নে প্রত্যাশিত ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

### ৩.৯.৩ লগফ্রেমের আউটপুট পর্যালোচনা:

উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমন্বিত ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা মাঠ উন্নয়ন থেকে শুরু করে প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্যালারি, টয়লেট ব্লক, ড্রেনেজ, সংযোগ সড়ক, বিদ্যুৎ ও সোলার ব্যবস্থা, সবগুলো উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ধরনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন ক্রীড়া চর্চা সম্প্রসারণ এবং দক্ষ খেলোয়াড় তৈরির জন্য সহায়ক হবে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ ও নকশায় একাধিক সংশোধন (যেমন ২ তলা থেকে ৩ তলা প্যাভিলিয়ন, উপজেলার সংখ্যা ১৮৬ থেকে ২০১, সোলার প্যানেল ও চেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি) প্রকল্পের পরিধি ও ব্যয়ে পরিবর্তন এনেছে, যা বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলেছে। নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবছরে কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতির সাথে পরিকল্পনার সামঞ্জস্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রেট শিডিউল পরিবর্তন, ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তরে বিলম্ব, এবং মাঠ উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ধীরগতি প্রকল্পের আউটপুট অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। যদিও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, আইএমইডি এবং প্রকল্প সাইটভিত্তিক ডকুমেন্টেশন মাধ্যমে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও প্রতিটি অবকাঠামোগত উপাদানের সময়মতো বাস্তবায়ন ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণে আরও জোরদার তদারকি প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট সময়সূচিভিত্তিক বাস্তবায়ন, ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিরসন এবং টেন্ডার ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা গেলে প্রকল্পের আউটপুটসমূহ নির্ধারিত মান ও সময়ের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হবে।

### ৩.৯.৪ লগফ্রেমের ইনপুট পর্যালোচনা

প্রদত্ত ইনপুটসমূহ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পটি একটি বিস্তৃত ও সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে প্রণীত, যেখানে ভূমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে মাঠ উন্নয়ন, প্যাভিলিয়ন নির্মাণ, গ্যালারি, ড্রেনেজ, সংযোগ সড়ক, সীমানা প্রাচীর, বিদ্যুৎ ও সোলার সুবিধা-সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষত ভূমি অধিগ্রহণ (৬৭,৩৭০.৪৮ লক্ষ টাকা), প্যাভিলিয়ন নির্মাণ (৫৫,০৫১.৯০ লক্ষ টাকা), গ্যালারি নির্মাণ (৪৩,৮১০.৩২ লক্ষ টাকা) এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (২৬,৬৪২.০৮ লক্ষ টাকা) খাতে উচ্চ ব্যয় প্রকল্পের অবকাঠামোগত গুরুত্বকে নির্দেশ করে। তবে বিভিন্ন উপাদানের পরিধি ও ব্যয়ে সংশোধন প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন সময়সূচিতে প্রভাব ফেলেছে, যা পরিকল্পনা পর্যায়ে আরও সুস্পষ্ট ও স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে, প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়মতো অনুমোদন, অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি, এবং দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব-এসব গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি বাস্তবে প্রকল্পের অগ্রগতিকে ব্যাহত করার সম্ভাবনা রাখে এবং ইতোমধ্যে কিছু ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, আইএমইডি, সাইট বুক এবং মন্ত্রণালয়ের পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান, তবুও ইনপুট ব্যবস্থাপনায় অধিকতর সমন্বয়, সময়মত অর্থপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন তদারকি জোরদার করা গেলে প্রকল্পের ইনপুটসমূহ কার্যকরভাবে আউটপুটে রূপান্তর করা সম্ভব হবে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

### ৩.৯.৫ লগফ্রেমের সার্বিক পর্যালোচনা

প্রকল্পের লগ-ফ্রেম অনুসারে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। উপজেলা পর্যায়ে খেলার মাঠ, প্যাভিলিয়ন, গ্যালারি, টয়লেট ব্লক, ড্রেনেজ, সীমানা প্রাচীরসহ সমন্বিত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা আয়োজন ও খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগটি যুবসমাজের ক্রীড়া চর্চা ও প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ৬ বছর মেয়াদি প্রকল্পের ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ২৮.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৭% অর্জিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও বন্দোবস্তের জটিলতা, সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ধীরগতি, রেট শিডিউল পরিবর্তন এবং ২০২২ সালে ডিপিপি সংশোধনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাপকভাবে বিলম্বিত হয়েছে। লগ-ফ্রেমে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য সূচকগুলো অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও কম পরিমাপযোগ্য। কতটি মাঠ উন্নয়ন, বছরে কত খেলোয়াড় প্রশিক্ষণ ও কত প্রতিযোগিতা আয়োজন হবে, এ ধরনের সুনির্দিষ্ট সূচকের অভাব রয়েছে। আউটপুট ও ইনপুট পর্যায়েও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ভূমি, অর্থ বরাদ্দ, টেন্ডার) যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিষ্পত্তি, নিয়মিত মনিটরিং জোরদারকরণ, অর্থপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং লগ-ফ্রেমে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য সূচক সংযোজন করা গেলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে এবং জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখা সম্ভব হবে।

## ৩.১০ প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা

প্রকল্প গ্রহণের সময় মূল ডিপিপিতে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। BCR, IRR এবং NPV নিম্নে দেয়া হলো:

**প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ:**

| ফিজিবিলিটি স্টাডি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প | |
|---|---|
| ১০.১ নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)<br>(i) আর্থিক -<br>(ii) অর্থনৈতিক ১৯৭৭১৮.১৩<br>১০.২ বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR)<br>(i) আর্থিক -<br>(ii) অর্থনৈতিক ১.৯৬<br>১০.৩ ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR)<br>i) আর্থিক -<br>ii) অর্থনৈতিক ১৪.৫৮ | যে কোন দেশের তরুণ সমাজ ও জনগণের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উৎকর্ষতা শরীর চর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা, সুস্বাস্থ্য, নেতৃত্ব ও চরিত্র গঠনে খেলাধুলার অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে ক্রীড়া কার্যক্রমে আগ্রহী করে প্রাণ চাঞ্চল্য ও চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতেও খেলাধুলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। খেলাধুলার উন্নয়নের ক্রীড়া অবকাঠামো ও ক্রীড়া সুবিধাবলী থাকা অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও সরকার দেশে খেলাধুলার সুবিধাবলী সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। |

**পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের ডিপিপি অনুয়ায়ী, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (NPV = ১৯৭,৭১৮.১৩ লক্ষ টাকা, BCR = ১.৯৬ এবং IRR = ১৪.৫৮%) উপস্থাপন করা হলেও আর্থিক বিশ্লেষণ (Financial Analysis) অনুপস্থিত। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান, প্রকল্পটি সামষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক এবং সামাজিক সুবিধা ব্যয়ের তুলনায় অধিক (BCR>১) হওয়ায় বিনিয়োগটি যৌক্তিক। তবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে প্রকল্পের আর্থিক টেকসইতা (financial viability) নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যদি আর্থিক বিশ্লেষণ করা হতো, তবে প্রকল্প থেকে সম্ভাব্য আয় (যেমন স্টেডিয়াম ব্যবহার ফি, ইভেন্ট আয়োজন, ভাড়া, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি), পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, এবং নগদ প্রবাহ (cash flow) বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদে নিজস্ব ব্যয় বহনে সক্ষম কিনা তা নির্ধারণ করা যেত, যা নীতিনির্ধারণ ও বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণটি আরও শক্তিশালী ও বাস্তবসম্মত করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (assumptions) স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। যেমন

(ক) অবকাঠামোর কার্যকর ব্যবহার হার (utilization rate);
(খ) স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রমের স্থায়িত্ব ও অংশগ্রহণের মাত্রা;
(গ) অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ধারাবাহিকতা;
(ঘ) সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ;
(ঙ) সামাজিক উপকার যেমন স্বাস্থ্য উন্নয়ন, অপরাধ প্রবণতা হ্রাস, যুব উন্নয়ন ইত্যাদির মূল্যায়ন পদ্ধতি; এবং
(চ) মূল্যস্ফীতি ও ডিসকাউন্ট রেট সংক্রান্ত ধারণা।

এসব অনুমান স্পষ্টভাবে নির্ধারণ ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ (sensitivity analysis) অন্তর্ভুক্ত করা হলে অর্থনৈতিক সূচকগুলোর নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত এবং প্রকল্পের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় হতো।

## ৩.১১ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয় জুলাই ২০২১ এ। প্রকল্প গ্রহণের সময় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় সংশোধন ও অতিরিক্ত উপজেলা সংযোজন করার সময় মে ২০২৪ এ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। পর্যালোচনায় প্রতীয়মান, প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা কমিশনের প্রণীত নির্দেশিকা ও মানদণ্ড অনুসরণ করে যথাযথভাবে প্রণিত হয়নি। পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের মৌলিক উপাদান যেমন- কারিগরি, অর্থনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনে আংশিক বা অপর্যাপ্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

- পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা সাধারণত অভিজ্ঞ তৃতীয় পক্ষ (Third Party) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। বর্তমান প্রকল্পে তেমন স্বতন্ত্র বা বিশেষায়িত ফার্মের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি। ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন জটিলতা, ঝুঁকি এবং বাস্তবায়নসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে পূর্বেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান সহজ হতো।
- ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে মাঠের ডিজাইন, ড্রেনেজ, ঘাস ব্যবস্থাপনা, ব্যবহারযোগ্যতা, নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমীক্ষা প্রতিবেদনে এই ধরনের কারিগরি বিশ্লেষণ ও বিশেষজ্ঞ ইনপুটের যথেষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি।
- একটি মানসম্মত সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ (Cost-Benefit Analysis), আর্থিক অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার (FIRR), অর্থনৈতিক অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার (EIRR), নেট বর্তমান মূল্য (NPV) ইত্যাদি সূচক অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক হলেও বর্তমান প্রতিবেদনে এ ধরনের বিশ্লেষণ অনুপস্থিত বা অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হয়েছে।
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় কোনো স্পষ্ট Assumption (অনুমানভিত্তিক ভিত্তি) উল্লেখ করা হয়নি, যা একটি বড় ধরনের দুর্বলতা। প্রকল্পের ব্যয়, উপকারিতা, ব্যবহারযোগ্যতা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, আয় সম্ভাবনা ইত্যাদি নিরূপণে যে সকল অনুমান গ্রহণ করা হয়, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমীক্ষার ফলাফল নির্ভরযোগ্যতা হারায়।
- প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপকারিতা (Economic Benefits) যথাযথভাবে চিহ্নিত ও পরিমাপ করা হয়নি। যেমন- স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক উন্নয়ন, যুব সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, অপরাধ হ্রাস ইত্যাদি বিষয়সমূহ গুণগতভাবে উল্লেখ থাকলেও তা পরিমাপযোগ্য বা বিশ্লেষণধর্মীভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।

## ৩.১২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

### ৩.১২.১ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দুইজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো:

**সারণি ৩.১০ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি**

| ক্রঃ নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | মূল দপ্তর ও পদবি | দায়িত্বের প্রকৃতি (পূর্ণকালীন/অতিরিক্ত) | দায়িত্বকাল | | একাধিক প্রকল্পে দায়িত্ব প্রাপ্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | হইতে | পর্যন্ত | |
| ০১ | মো: হামীম হাসান | পরিচালক (প্রশাসন) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ১১-১১-২১ | ২৫-০২-২২ | প্রয়োজ্য নয় |
| ০২ | মাহবুব মোরশেদ সোহেল | উপসচিব (আইসিটি) | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ৩১-৫-২০২২ | বর্তমান | প্রয়োজ্য নয় |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

**পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের শুরু থেকে দুইজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তারা অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু ২য় প্রকল্প পরিচালক ২০২২ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করায় প্রকল্পের ধারাবাহিকতা এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বজায় রাখা সহজ হয়েছে। বর্তমান প্রকল্প পরিচালকের মূল পদবি উপসচিব (আইসিটি), যা তার মূল প্রশাসনিক দায়িত্ব, পাশাপাশি তিনি প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন। বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ণকালীন নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে নিয়মিত তদারকি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয় এবং সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতে প্রকল্প পরিচালকের পর্যাপ্ত সময় প্রদান, নিয়মিত পরিদর্শন, অগ্রগতি মূল্যায়ন ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে কার্যকর সমন্বয় জরুরি। প্রকল্পের আকার, গুরুত্ব ও বাস্তবায়ন জটিলতা বিবেচনায় পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র-২০২২ অনুযায়ী পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

### ৩.১২.২ প্রকল্পের জনবল নিয়োগ

প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবল একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এ প্রেক্ষিতে ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল কাঠামো এবং বর্তমানে কর্মরত জনবলের মধ্যে তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি আকারে উপস্থাপন করা হলো:

**সারণি ৩.১১ প্রকল্পের জনবল সম্পর্কিত তথ্যাদি**

| ক্রমিক | পদের নাম ও গ্রেড | ডিপিপি অনুযায়ী পদের সংখ্যা | নিয়োগের ধরন | নিয়োগকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | প্রকল্প পরিচালক | ১ | প্রেষণ | ১ | ০ | সর্বমোট ৩২টি পদ শূন্য রয়েছে |
| ২ | উপ-প্রকল্প পরিচালক | ১ | প্রেষণ | -- | ০ | |
| ৩ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ১২ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ২ | ১০ | |
| ৪ | প্রকল্প প্রকৌশলী | ১৫ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ৭ | ৮ | |
| ৫ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) | ৪ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ৪ | ০ | |
| ৬ | হিসাবরক্ষক | ১ | প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নিয়োগ | ১ | ০ | |
| ৭ | অফিস সহকারী/ কম্পিউটার অপারেটর | ১ | প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নিয়োগ | ২ | ০ | |
| ৮ | কার্যসহকারী | ২০ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ৬ | ১৪ | |
| ৯ | অফিস সহায়ক | ১ | প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নিয়োগ | ১ | ০ | |
| মোট | | ৫৬ জন | | ২৪ জন | ৩২ জন | |

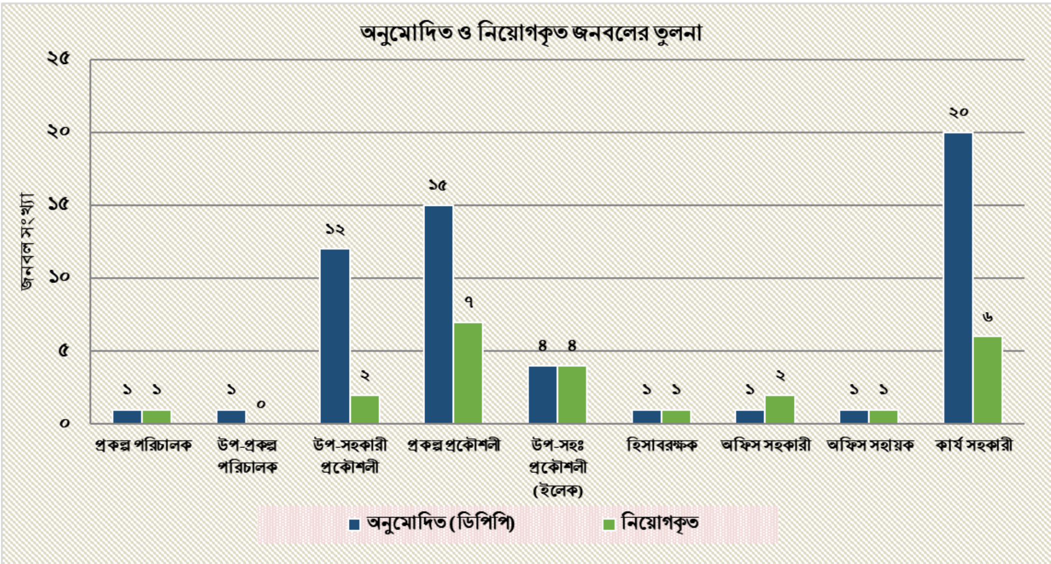
(উৎসঃ প্রকল্প অফিস)

**পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী মোট ৫৬ জন জনবল অনুমোদিত থাকলেও বর্তমানে কর্মরত জনবল মাত্র ২৪ জন, যা অনুমোদিত জনবলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম (প্রায় ৪৩%)। এই ঘাটতি প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ পদেই জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি। বিশেষ করে উপ-প্রকল্প পরিচালক পদে প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকেই কোনো কর্মকর্তা নিয়োজিত নেই। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (১২ জনের বিপরীতে ২ জন) এবং প্রকল্প প্রকৌশলী (১৫ জনের বিপরীতে ৭ জন) পদে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। এসব পদ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি দিকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জনবল স্বল্পতা মাঠ পর্যায়ের কাজের গতি ও মান উভয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকল্পে নিয়োগকৃত জনবল “অতিরিক্ত দায়িত্ব” হিসেবে কাজ করছেন। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মূল দায়িত্বের পাশাপাশি প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করছেন। এর ফলে সময়ের সীমাবদ্ধতা, মনোযোগের ঘাটতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে প্রকৌশল ও কারিগরি পদগুলোতে পূর্ণকালীন জনবল না থাকলে কাজের গুণগত মান ও সময়মতো সম্পাদন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কার্যসহকারী পদেও অনুমোদিত সংখ্যার তুলনায় কম জনবল রয়েছে, যা প্রশাসনিক ও সহায়ক কার্যক্রমে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে (যেমন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর) অনুমোদিত সংখ্যার তুলনায় বেশি জনবল রয়েছে, তবে তারাও অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নিয়োজিত হওয়ায় কার্যকর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা কঠিন হতে পারে। সামগ্রিকভাবে ডিপিপি অনুযায়ী জনবল কাঠামো পূরণ না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত গতি, কার্যকারিতা এবং গুণগত মান অর্জনে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে।

**লেখচিত্র ৩.৪ অনুমোদিত ও নিয়োগকৃত জনবলের তুলনা**




### ৩.১২.৩ পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কতটি পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো-

পিআইসি ও পিএসসি সভা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

| ক্রঃ নং | সভার নাম | আরডিপিপি অনুযায়ী সময়ের ধরন | আরডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা | জুন/২০২৫ পর্যন্ত অর্জন | চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা | চলতি বছরের অর্জন | মোট অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) | ৩ মাস অন্তর অন্তর | ২৪টি | ৭টি | ০৪টি | ০৩টি | ১০টি |
| ২ | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) | ৩ মাস অন্তর অন্তর | ২৪টি | ৬টি | ০৪টি | ০৩টি | ৯টি |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

**সর্বশেষ পিএসসি সভায় (১৫ মার্চ ২০২৬) তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:**

| ক্রম | পিএসসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ | সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ৪.১ | প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | - মাসভিত্তিক ও ত্রৈমাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;<br>- প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট টার্গেট নির্ধারণ;<br>- কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী বিল প্রসেসিং ও অর্থ ছাড় ত্বরান্বিতকরণ;<br>- সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সাথে নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন;<br>- ধীরগতির কাজসমূহ চিহ্নিত করে বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ। | প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। নির্ধারিত সময়ে শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কার্যকর মনিটরিং, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রশাসনিক তদারকি জোরদার করা জরুরি; অন্যথায় বরাদ্দ অব্যবহৃত থাকার ঝুঁকি রয়েছে। |
| ৪.২ | আরডিপিপি অনুযায়ী যেসব উপজেলায় সীমানা প্রাচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে, সেসব উপজেলায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | - সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের তালিকা প্রস্তুত ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ;<br>- ডিজাইন ও প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ; - চেয়ারম্যানের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;<br>- অনুমোদনপ্রাপ্তির পর দ্রুত দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন সম্পন্ন;<br>- কাজ শুরুর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ। | সীমানা প্রাচীর নির্মাণে বিলম্ব হলে অবকাঠামোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। পূর্ববর্তী কাজ শেষ হলেও সহায়ক অবকাঠামো অসম্পূর্ণ থাকায় প্রকল্পের কার্যকারিতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। |
| ৪.৩ | প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন মিনি স্টেডিয়ামসমূহ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | - মাসিক ও ত্রৈমাসিক পরিদর্শন সূচি প্রণয়ন;<br>- প্রতিটি সাইট পরিদর্শনের পর মান নিয়ন্ত্রণ ও অগ্রগতি মূল্যায়ন;<br>- ডিজিটাল ফরম্যাটে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত;<br>- সমস্যা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ;<br>- মনিটরিং রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ। | পর্যাপ্ত তদারকি না থাকায় কাজের মান ও অগ্রগতিতে ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিয়মিত পরিদর্শন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হলে নিম্নমানের কাজ এবং সময়সীমা অতিক্রমের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। |
| ৪.৪ | সমাপ্ত/উদ্বোধনকৃত মিনি স্টেডিয়ামসমূহ উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম পরিচালনা নীতিমালা-২০২৫ অনুযায়ী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | - পরিচালনা নীতিমালা অনুযায়ী জনবল চাহিদা নিরূপণ;<br>- প্রয়োজনীয় পদ সৃজন/পদায়নের প্রস্তাব প্রেরণ;<br>-আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন জনবল নিয়োগ;<br>- স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন;<br>- রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৃথক বাজেট ও আয় উৎস নির্ধারণ। | রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামো না থাকলে নবনির্মিত অবকাঠামো দ্রুত ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না হলে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি সুফল অর্জন ব্যাহত হবে। |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

**পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:**

আরডিপিপি এবং পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে পিএসসি (প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি) এবং পিআইসি (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) সভা প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়মানুসারে নির্ধারিত সময়সূচির ধারাবাহিকতায় ২৪টি করে সভা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রার থাকলেও জুন ২০২৫ সাল পর্যন্ত পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ টি এবং পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ টি। চলতি অর্থবছরে নির্ধারিত ৪টি সভার বিপরীতে ইতিমধ্যে ৩টি করে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় বর্তমান অর্থবছরে সভা আয়োজনের ধারাবাহিকতা মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে যদিও একটি করে পিএসসি ও পিআইসি সভা আয়োজন

এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট ২৪ টি করে সভা আয়োজনের জায়গায় পিএসসি সভা হয়েছে ১০ টি (৪১.৬৬%) এবং পিআইসি সভা হয়েছে ৯ টি (৩৭.৫%)।

পিএসসি সভা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উচ্চপর্যায়ের দিকনির্দেশনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, অপরদিকে পিআইসি সভা মাঠপর্যায়ের অগ্রগতি মূল্যায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তাৎক্ষণিক সমাধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সর্বশেষ পিএসসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ-যেমন শতভাগ আরএডিপি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ত্বরান্বিত করা, নিয়মিত সাইট পরিদর্শন এবং সমাপ্ত অবকাঠামোর টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বাস্তব চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে। পিএসসি ও পিআইসি সভা নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং কার্যকর তদারকিতে জবাবদিহিতা জোরদার করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

### ৩.১২.৪ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আর্থিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। অডিট পর্যবেক্ষণসমূহের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন আর্থিক লেনদেন, ক্রয় কার্যক্রম, চুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য অনিয়ম, ঘাটতি বা অসঙ্গতি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। আপত্তি পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিরূপণ, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুশাসন নিশ্চিতের পথ সুগম হয়। সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর কতৃক সম্পাদিত অডিট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো-

**<u>সারণি: ৩.১২ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত তথ্যাদি</u>**

| অডিটের অর্থবছর | আপত্তির সংখ্যা | অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ | নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ২০২৩-২৪ | ১ | **শিরোনাম**<br>ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত উদ্ধৃত দরের চেয়ে অধিক দরে ভেরিয়েশনকৃত আইটেমসমূহের বিল পরিশোধ করায় ১,৩৮,৮৮,৮৭৪.০০ (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার আটশত চুয়াত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।<br>**বিবরণ:**<br>যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়ে) শীর্ষক প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ভোলা জেলার দৌলতখান, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার ২০২২-২০২৩ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত উদ্ধৃত দরের চেয়ে অধিক দরে ভেরিয়েশনকৃত আইটেমসমূহের বিল পরিশোধ করায় ১,৩৮,৮৮,৮৭৪.০০ (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার আটশত চুয়াত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। | ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। (প্রেরণের তারিখ ১ জুন, ২০২৫) | অনিষ্পন্ন |
| ২০২৪-২৫ | ২ | **শিরোনাম**<br>ভেরিয়েশনের মাধ্যমে ঠিকাদারগণ কর্তৃক দাখিলকৃত উদ্ধৃত দরের চেয়ে অধিক দরে বিল পরিশোধ করায় ২,১৯,৭৯,৩৪০ (দুই কোটি উনিশ লক্ষ উনআশি হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।<br>**বিবরণ**<br>যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভেরিয়েশনের মাধ্যমে ঠিকাদারগণ কর্তৃক দাখিলকৃত উদ্ধৃত দরের চেয়ে অধিক দরে বিল পরিশোধ করায় ২,১৯,৭৯,৩৪০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। | ব্রডশীট জবাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন | অনিষ্পন্ন |

| অডিটের অর্থবছর | আপত্তির সংখ্যা | অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ | নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ২০২৪-২৫ | ৩ | **শিরোনাম**<br>Rod এর পরিমাণ বেশি দেখিয়ে ঠিকাদারগণকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় ৪১,৫২,৪০২ (একচল্লিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার চারশত দুই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।<br>**বিবরণ**<br>যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা ও উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে Rod এর পরিমাণ বেশি দেখিয়ে ঠিকাদারগণকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় ৪১,৫২,৪০২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। | ব্রডশীট জবাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন | অনিষ্পন্ন |
| | ৪ | **শিরোনাম**<br>ঠিকাদারগণকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ৭৭,৩৮,০৪৬ (সাতাত্তর লক্ষ আটত্রিশ হাজার ছেচল্লিশ) টাকা।<br>**বিবরণ**<br>যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঠিকাদারগণকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় ৭৭,৩৮,০৪৬ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। | ব্রডশীট জবাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন | অনিষ্পন্ন |

**অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা**

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অডিট তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সংখ্যা চারটি এবং উত্থাপিত আপত্তিসমূহে মোট ৪,৭৭,৫৮,৬৬২ (চার কোটি সাতাত্তর লক্ষ আটান্নহাজার ছয়শ বাষট্টি টাকা) আর্থিক ক্ষতির উল্লেখ রয়েছে। উক্ত আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ব্রডশীট আকারে জবাব নিরীক্ষা সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেছেণ জানানো হলেও আপত্তিসমূহ এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব এবং তথ্য সরবরাহে ঘাটতি প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা নির্দেশ করে এবং ভবিষ্যতে সমধর্মী অনিয়ম পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বাড়ায়। তাই অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

### ৩.১২.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের তথ্যাদি e-PMIS এ হালনাগাদকরণ

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের তথ্যাদি e-PMIS এ হালনাগাদকরণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ কোন পর্যায়ে রয়েছে তা খুব সহজে তুলে আনা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্প দপ্তর তথ্য প্রয়োজন অনুসারে আদান প্রদান ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। প্রকল্পের e-PMIS হালনাগাদকরণ বিষয়ে আলোচনা করে জানা গেছে আইএমইডির ই-পিএমআইএস এ প্রকল্পের ডিপিপির তথ্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। তবে আরডিপিপির তথ্যাবলি হালনাগাদকরণ এবং প্রতি মাসের ব্যয় ও অর্জনের হিসাব আপডেট করার কাজ এখনও প্রক্রিয়াধীন এবং প্রকল্প দপ্তর থেকে জানা গেছে খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

## ৩.১৩ নির্মাণ কাজের গুণগতমান ও ল্যাবটেস্টের ফলাফল পর্যালোচনা

সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সমীক্ষাকালীন নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাইয়ে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বালু, পাথর ও রড সহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী সমীক্ষাকালীন বাগাতিপাড়া (নাটোর) ও দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ) স্টেডিয়াম থেকে বালু, পাথর ও রডের নমুনা সংগ্রহ নির্মাণাধীন স্টেডিয়াম থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে এবং প্রাপ্ত টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মোট ছয়টি স্টেডিয়ামে নির্মিত ভবনের কংক্রিটের শক্তি পরিক্ষায় রিবাউন্ড হ্যামার টেস্ট করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গেছে।





**চিত্র ৩.১: পরামর্শক প্রকৌশলী গ্যালারির কলামে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ পরীক্ষা করছেন (Rebound Hammer Test)**

**চিত্র ৩.২: স্ক্যানারের মাধ্যমে স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন সংলগ্ন রাস্তার রডবিন্যাস চেক ও প্রস্থ নির্ণয়**

এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন সময়ে করা ল্যাব টেস্টগুলো বুয়েট, কুয়েট, রুয়েট প্রভৃতি সমমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাপাউবো জোনাল পরীক্ষাগার (বরিশাল ও অন্যান্য জেলা) অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা বা উপজেলা এলজিইডি অফিস থেকে করা হচ্ছে। ল্যাব-টেস্টের রিপোর্টের ফলাফল অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইনের সাথে তুলনামূলক যাচাইয়ে সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। রিপোর্টে নমুনা "Sealed Condition"-এ গ্রহণ করা হয়েছে, যা পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক।

### ৩.১৩.১ Rebound Hammer Test এর ফলাফল পর্যালোচনা

সরেজমিন পরিদর্শনকালে মোট ছয়টি স্টেডিয়ামে Rebound Hammer Test এর মাধ্যমে গ্যালারির গ্রেড বিম, কলাম এবং প্যাভিলিয়ন ভবনের কলামের শক্তি পরীক্ষা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক, দু একটি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল গ্রহণযোগ্য মানের নিম্নসীমার কাছাকাছি রয়েছে। নিম্নে প্রাপ্ত ফলাফল উল্লেখ করা হলো-

**Rebound Hammer Test Result**

Test Conducted by: In-Depth Monitoring Team

Test Location: Mentioned in the Table — Date of Test 21.05.2026

Type of Hammer: 'N' Type — Correction Factor: 1.0

Testing Standard: Dry — Required Strength: 25 MPa (Standard)

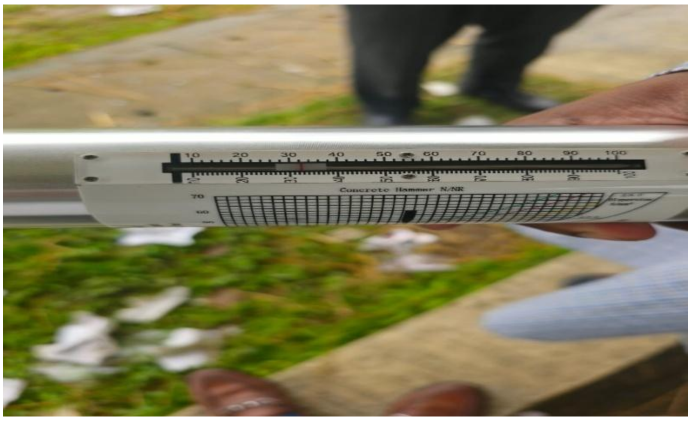
**সারণি ৩.১৩ Rebound Hammer Test Result**

| ক্রমিক নং | স্টেডিয়ামের নাম | অবকাঠামোর অঙ্গের নাম | প্রাপ্ত ফলাফল Avg. MPa | নির্ধারিত মান ও ফলাফলের প্রেক্ষিতে মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা | গ্যালারি গ্রেড বিম | (৩২.৫+৩৩.০+৩২.২)/৩= ৩২.৬ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | গ্যালারি কলাম | (৩২+৩০.৫+৩১.৬)/৩= ৩১.৪ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | প্যাভিলিয়ন কলাম | (৩৩.৫+৩১.৫+৩২.০)/৩= ৩২.৩ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| ২ | হোসেনপুর উপজেলা কিশোরগঞ্জ | গ্যালারি গ্রেড বিম | (৩০.৫+৩১.০+৩১.৬)/৩= ৩১.০৩ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | গ্যালারি কলাম | (৩০.৫+৩১.৫+৩০.৫)/৩= ৩০.৮ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | প্যাভিলিয়ন কলাম | (৩৩.৫+৩২.০+৩২.০)/৩= ৩২.৫ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| ৩ | গফরগাঁও উপজেলা, ময়মনসিংহ | গ্যালারি গ্রেড বিম | (৪০+৩৮.৫+৩৯)/৩= ৩৯.২ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | গ্যালারি কলাম | (৩৩.৫+৩২.৬+৩৪)/৩= ৩৩.৫ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | প্যাভিলিয়ন কলাম | (৩৩.৫+৩৪.০+৩৩.০)/৩= ৩৩.৫ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| ৪ | ফুলপুর উপজেলা, ময়মনসিংহ | গ্যালারি গ্রেড বিম | ৩১.৫+৩৩.০+৩২.৫)/৩= ৩২.৩ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | গ্যালারি কলাম | (৩২+৩০.৮+৩১.৫)/৩= ৩১.৪ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | প্যাভিলিয়ন কলাম | (৩৩.০+৩২+৩২.৫০)/৩= ৩১.৭৬ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| ৫ | সখিপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল | গ্যালারি গ্রেড বিম | (৩২.৫+৩৩.০+৩২.০)/৩= ৩২.৫ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | গ্যালারি কলাম | (৩১+৩০.৫+৩০.৫)/৩= ৩.০.৬৭ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | প্যাভিলিয়ন কলাম | (৩০.৫+৩১.৫+৩২.০)/৩= ৩১.৩ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| ৬ | দৌলতপুর উপজেলা, মানিকগঞ্জ | গ্যালারি গ্রেড বিম | (৩২.৫+৩৩.০+৩২.০)/৩= ৩২.৫ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | গ্যালারি কলাম | (৩১.০+৩০.৫+৩১.০)/৩= ৩০.৮ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |
| | | প্যাভিলিয়ন কলাম | (৩২.৫+৩০+৩০.৫)/৩= ৩১ MPa | ২৫ MPa, সন্তোষজনক |

**হ্যামার টেস্টের পর্যালোচনা:**

সরেজমিন পরিদর্শনকালে ছয়টি স্টেডিয়ামের গ্যালারি গ্রেড বিম, কলাম এবং প্যাভিলিয়ন ভবনের কলামে Rebound Hammer Test পরিচালনা করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্তোষজনক। সকল স্থানে গড় শক্তি ৩০.৬ থেকে ৩৯.২

MPa-এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, যা নির্ধারিত ২৫ MPa-এর চেয়ে বেশি। কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, গফরগাঁও, ফুলপুর, সখিপুর এবং দৌলতপুর উপজেলার সকল অবকাঠামোতে ফলাফল নির্ধারিত সীমার মধ্যে রয়েছে। দু'একটি স্থানে ফলাফল সামান্য নিম্নমুখী হলেও তা গ্রহণযোগ্য সীমার উপরে অবস্থান করছে। সামগ্রিকভাবে Rebound Hammer Test ফলাফল কাঠামোগত শক্তি ও গুণগত মানের চিত্র প্রদর্শন করে। এটি নির্মাণকাজের মান নিয়ন্ত্রণ তথা নির্মিত অবকাঠামোর ঈপ্সিত শক্তি অর্জনের ইতিবাচক সূচক।



**চিত্র ৩.৩: Rebound Hammer Test এ মেশিনের রিডিং**





**চিত্র ৩.৪ ও ৩.৫ ল্যাব টেস্টের জন্য সংগৃহীত পাথর ও বালির নমুনা।**

### ৩.১৩.২ সংগৃহীত নমুনার ল্যাব টেস্ট এর ফলাফল পর্যালোচনা

নাটোর বাগাতিপাড়া ও মানিকগঞ্জ দৌলতপুর উপজেলা থেকে সংগৃহীত উপাদানসমূহের ল্যাব টেস্টের ফলাফল পর্যালোচনা নিম্নে দেয়া হলো-

### ১. Deformed MS/TMT Bars (RSM B420DWR)

**সারণি ৩.১৪ সংগৃহীত নমুনার ল্যাব টেস্ট এর ফলাফল**

| পরীক্ষা/ প্যারামিটার | PWD/BNBC স্পেসিফিকেশন (Grade 400) | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| Yield Strength, Ultimate Strength, Elongation, Bend Test | Min. Yield 400 MPa, Ultimate -500 MPa, Elongation 14-16% | Yield: 467-495 MPa Ultimate: 632-676 MPa Elongation: 16-17% | ব্যবহৃত টিএমটি বারগুলো PWD এবং BNBC স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রহণযোগ্য এবং নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি আছে। Yield Strength ও Ultimate Strength উভয়ই উচ্চ, যা কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। Elongation এবং Bend/Rebend টেস্টও সন্তোষজনক। |

## ২. Stone Chips (Coarse Aggregate)

| পরীক্ষা/প্যারামিটার | PWD/BNBC স্পেসিফিকেশন | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| Gradation, Abrasion Value | Gradation ASTM C33 অনুসারে, LA Abrasion Max ৩৫-৪০% | Gradation সন্তোষজনক, Abrasion ২৬.৪৮% | Stone Chips-এর গ্রেডেশন ভালোভাবে মিলে গেছে এবং Los Angeles Abrasion Value ২৬.৪৮% অত্যন্ত সন্তোষজনক। এটি উচ্চমানের aggregate নির্দেশ করে যা কংক্রিটের শক্তি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। |

## ৩. Sand (Fine Aggregate)

| পরীক্ষা/প্যারামিটার | PWD স্পেসিফিকেশন | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| Fineness Modulus (FM) | 2.2 -3.1 (Coarse Sand) | 2.83 | বালুর Fineness Modulus ২.৮৩ যা Coarse Sand হিসেবে PWD স্পেসিফিকেশনের মধ্যে পুরোপুরি আছে। এই মানের বালু কংক্রিট মিক্সে ভালো ওয়ার্কেবিলিটি ও ঘনত্ব প্রদান করবে। |

## ৪. Brick Chips (Coarse Aggregate)

| পরীক্ষা/প্যারামিটার | PWD স্পেসিফিকেশন | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| Aggregate Crushing Value | Max. 35-40% (সাধারণত) | 34.68% | Brick Chips-এর Crushing Value ৩৪.৬৮% যা সর্বোচ্চ সীমার খুব কাছাকাছি। PWD স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রহণযোগ্য। স্ট্রাকচারাল কংক্রিটে (বিম, কলাম, স্ল্যাব) Stone Chips ব্যবহার করা উত্তম। |

## ৫. Concrete Compressive Strength

| পরীক্ষা/ প্যারামিটার | PWD স্পেসিফিকেশন (Nominal Mix) | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| Average ২৮ days Strength | Min. ৩০-৩২ MPa | ৩১.৯ MPa | **বিস্তারিত মন্তব্য:** মিক্স অনুপাত ১:১.২৫:২.৫ এর জন্য গড় কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ ৩১.৯ MPa অর্জিত হয়েছে যা সন্তোষজনক। তিনটি সিলিন্ডারের ফলাফল কাছাকাছি ও Failure mode Acceptable। |

**সার্বিক পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের আওতায় স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য পরিচালিত পরীক্ষাগুলোর ফলাফল সামগ্রিকভাবে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। ব্যবহৃত রডের (Deformed MS/TMT Bars) ইল্ড স্ট্রেংথ (৪৬৭-৪৯৫ MPa) এবং চূড়ান্ত শক্তি (৬৩২-৬৭৬ MPa) PWD ও BNBC-এর নির্ধারিত মানের চেয়ে বেশি আছে, অর্থাৎ ব্যবহৃত রড যথেষ্ট মজবুত। Stone Chips এর গ্রেডেশন সন্তোষজনক এবং এর ক্ষয়প্রবণতা (Los Angeles Abrasion Value) মাত্র ২৬.৪৮% (গ্রহণযোগ্য সীমা ৩৫-৪০%) হওয়ায় তা উন্নতমানের বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ভালো মানের পাথর কংক্রিটকে আরও শক্তিশালী করে। বালির ফাইননেস মডুলাস (Fineness Modulus ২.৮৩, মোটা বালি) PWD স্পেসিফিকেশনের মধ্যে থাকায় কংক্রিটের ঘনত্ব ও কাজের সুবিধা ভালো হবে বলে আশা করা যায়। Brick Chips এর ক্রাশিং ভ্যালু ৩৪.৬৮% নির্ধারিত সীমার খুব কাছাকাছি

হওয়ায় এ ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন; বিশেষ করে বিম ও কলামের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত অংশে ইটের পরিবর্তে পাথর ব্যবহার অধিকতর নিরাপদ। অন্যদিকে, রিবাউন্ড হ্যামার টেস্ট অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে কাঠামো না ভেঙেই ঢালাইকৃত কংক্রিটের বিদ্যমান শক্তি পরিমাপ করা হয়, ফলাফল (৩০.৬-৩৯.২ MPa) প্রমাণ করেছে যে সাইটে নির্মিত কংক্রিটের শক্তি যথেষ্ট ভালো। উল্লেখ্য, ল্যাবে পরীক্ষিত কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ (৩১.৯ MPa) এবং সাইটে রিবাউন্ড হ্যামার টেস্টের ফলাফল, উভয়ই নির্ধারিত ২৫-৩২ MPa সীমার উপরে থাকায় ফলাফল দুটি পরস্পরকে সমর্থন করেছে, যা কাঠামোগত নিরাপত্তার দিক থেকে আশাব্যঞ্জক। সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায়, নির্মাণসামগ্রীর গুণগত মান PWD ও BNBC স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হওয়ায় নির্মাণকাজের সামগ্রিক গুণগত মান সন্তোষজনক বিবেচনা করা যায়। স্টেডিয়ামের মতো জননিরাপত্তামূলক গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে সঠিক মিক্স ডিজাইন নিশ্চিত করে ভবিষ্যৎ নির্মাণকাজে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা আবশ্যক।

## ৩.১৪ সরেজমিনে নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজের গুণগত মান, অগ্রগতি ও ব্যবহারযোগ্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত। প্রকল্পের বিভিন্ন উপজেলায় নির্মাণাধীন ও নির্মিত স্টেডিয়ামসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশে ৮টি বিভাগের জেলাসমূহ থেকে বিভিন্ন উপজেলার কাজ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণকৃত স্টেডিয়াম সমূহের মধ্যে রয়েছে-সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও, ফুলপুর ও মুক্তাগাছা উপজেলা, পঞ্চগড় সদর, পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলা, মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলা, ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন, মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলা, নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া, বরগুণা জেলার বেতাগি উপজেলা, সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, নওগাঁ জেলার মান্দা, সাপাহার উপজেলা ও কিশোরগঞ্জ সদর ও হোসেনপুর উপজেলা, খাগড়াছড়ি সদর, বরিশালের হিজলা উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ সদরসহ বিভিন্ন উপজেলা স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ এবং ব্যবহৃত উপকরণের গুণগতমান যাচাই করা হয়। একইসাথে হস্তান্তরকৃত স্থাপনাসমূহের বাস্তব ব্যবহারযোগ্যতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে মাঠের বর্তমান অবস্থা, অবকাঠামোগত সুবিধা, নির্মাণ উপকরণের মান এবং হস্তান্তরের পর অবশিষ্ট অপূর্ণতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। উক্ত পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

### ৩.১৪.১ পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

প্রকল্পের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ডিজাইন ও সুপারভিশন) নিয়োগ না করেই দরপত্র আহবান ও ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়। ফলে প্রাথমিক নকশা পরবর্তীতে পরিবর্তন করে সে অনুযায়ী ভেরিয়েশন করে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায় দেড় থেকে দুই বছর বিলম্ব ঘটে। ফলে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয় এবং অনেক স্থানে ভূমি সংক্রান্ত না থাকা স্বত্তেও সময়মতো কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন না করায় অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনায় প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে, যার ফলে কোন কোন স্টেডিয়াম মূল উপজেলা থেকে দূরবর্তী স্থানে নির্মিত হয়েছে এবং দর্শকদের যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।



চিত্র-৩.৬ ফুলপুর স্টেডিয়াম পরিদর্শন



চিত্র-৩.৭ ফুলপুর উপজেলার গোবর ও লাকরি শুকানো

### ৩.১৪.২ সীমানা প্রাচীর ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব

ডিপিপিতে মেইন গেইট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের  প্রভিশন না থাকায় প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে দরপত্র আহ্বানকৃত ও নির্মিত স্টেডিয়ামসমূহ করা হয়নি। ফলে নির্মিত অনেক মাঠ গবাদি পশুর চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কিছু স্থানে গরুর গোবর ও জ্বালানি কাঠ শুকানোর কাজ চলমান দেখা গেছে (যেমন: ফুলপুর স্টেডিয়াম, হোসেনপুর স্টেডিয়াম)। এছাড়া অরক্ষিত গ্যালারি অসামাজিক কার্যকলাপের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে আংশিক সীমানা প্রাচীর থাকলেও (যেমন মীরসরাই), সম্পূর্ণ ঘেরা না থাকায় স্টেডিয়াম কার্যত উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে দরপত্র আহ্বানকৃত স্টেডিয়ামসমূহে ডিপিপি সংশোধন করে  সীমানা প্রাচীর ও মেইন গেইট যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে আহ্বানকৃত দরপত্রে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ যুক্ত হয়েছে এবং নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামসমূহে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

### ৩.১৪.৩ জমি সংকট ও স্থান নির্বাচনের সমস্যা

নির্মাণাধীন অনেক স্টেডিয়ামের আশেপাশে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। ফলে পথচারী ও রাস্তা ব্যবহারকারীগণ মাঠ ব্যবহার করায় দর্শক ও খেলোয়াড়দের অসুবিধা হচ্ছে। সিলেটের জৈন্তাপুরে এ সমস্যা দেখা গেছে। এখানে লোকবসতি একদিকে রয়েছে এবং স্টেডিয়াম রক্ষার্থে সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হলে তাদের চলাচলের প্রয়োজনীয় রাস্তা থাকবে না। ফলে বিকল্প রাস্তা প্রয়োজন। এছাড়া মুক্তাগাছা মিনি স্টেডিয়ামের গোলপোস্ট এর দুপাশে পুকুর ও ডোবা রয়েছে যা নির্মিত ড্রেন এর খুবই কাছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কোন জায়গা নেই, যার ফলে স্টেডিয়ামে খেলা চলমান রাখা প্রায় অসম্ভব। জায়গার অভাবহেতু মাঠের আকার ছোট করে সীমানা প্রাচীরের জায়গা রাখা প্রয়োজন ছিল।



**চিত্র-৩.৮ মুক্তাগাছা, স্টেডিয়ামের পাশে পুকুর**



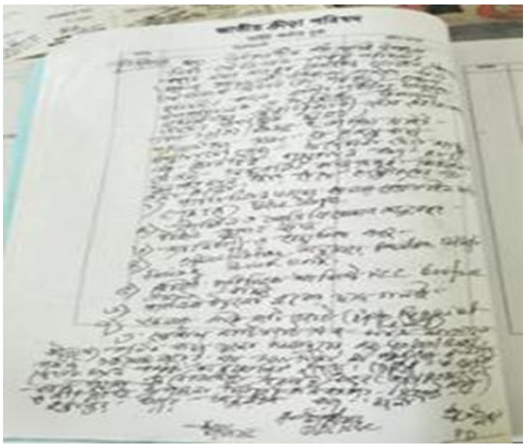
**চিত্র-৩.৯ নির্মাণকাজে বাঁশ ও কাঠের সাটার ব্যবহার**

### ৩.১৪.৪ নির্মাণ কাজ বিষয়ে সাধারণ পর্যালোচনা

প্রকল্পের নির্মিত অধিকাংশ মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক হলেও কিছু জায়গায় উন্নতির অবকাশ রয়েছে। সেরকম কয়েকটি বিষয়াদি নিম্নে আলোচনা করা হলো

- প্রকল্পের বেশিরভাগ সাইটে সাইট অর্ডার বুক থাকলেও তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে না। মীরসরাই স্টেডিয়ামের সাইট অর্ডার বুক সর্বশেষ ০৯/০৪/২০২৫ এ হালনাগাদ করা হয়েছে যা নিয়মিত ব্যবহারের অভাবের প্রমান দেয়। সাইট অর্ডার বুক নিয়মিত হালনাগাদ করা এবং পরিদর্শনকালীন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকৌশলী এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ ও প্রতিপালন বাঞ্ছনীয়।





**চিত্র-৩.১০ স্টেডিয়ামে প্যাভিলিয়ন ভবনে ব্যবহৃত আসবাবপত্র সাইট অর্ডারবুক যথাযথ ভাবে হালনাগাদ না করা**

- প্যাভিলিয়ন ভবনের আসবাবপত্র, টয়লেট এর ফিটিংস ও ফিনিশিং আইটেম যেমন বেসিন, কমোড, কল এবং ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এ মানসম্পন্ন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের ব্যবহৃত গ্রিল ও এস এস স্টিল পাইপ মানসম্পন্ন হলেও ফিনিশিং ও ঢালাই কাজের মান আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন।
- ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন বিরতির পর শুরু হয়েছে এবং সরেজমিন পরিদর্শনে নির্মাণাধীন ভবনের রডে মরিচা লক্ষ্য করা গেছে। মরিচা পরিষ্কার করে নির্মাণকাজ চলমান রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং নির্মাণকাজের তদারকিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জোরদার হওয়া আবশ্যক।
- নির্মাণাধীন কিছু স্টেডিয়ামে প্যাভিলিয়ন ও গ্যালারির কিউরিং কাজে দুর্বলতা লক্ষ করা গেছে। যেমন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় কিউরিং এর ঘাটতি দেখা গেছে। দক্ষিনাঞ্চলে স্বাদু পানির প্রাপ্তি কঠিন হওয়ায় এ অঞ্চলে কংক্রিটের কাজে  নোনা ধরার সম্ভাবনা থাকে। ফলে নিয়মিত কিউরিং এবং স্বাদু পানি ব্যবহারের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।



**চিত্র-৩.১১ কিউরিং এর ঘাটতিতে নির্মিত স্টেডিয়াম এর গ্যালারি**



**চিত্র-৩.১২ নির্মিত স্টেডিয়ামের ধাপে কিউরিং ঘাটতি শ্যামনগর**

- বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলাসহ সামগ্রিকভাবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহৃত ইটের মান আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। দেয়ালের গাঁথুনিতে সন্তোষজনক ইট ব্যবহার হলেও কিছু ক্ষেত্রে পিকেট ইট ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।
- লবনাক্ত পানি ও বাতাস যুক্ত এলাকায় কাঠের সাটারিং পুনঃ পুনঃ ব্যবহার কমিয়ে স্টিলের সাটার ও প্রপস ব্যবহার বৃদ্ধি প্রয়োজন। এতে ঢালাই কাজের মান বৃদ্ধি পেতো।

- নির্মাণাধীন প্রায় সকল স্টেডিয়ামের কাজেই বাঁশ প্রপস ও কাঠের সাটার ব্যবহার করা হচ্ছে যা পরিহার করে স্টিলের সাটার ও প্রপস ব্যবহার বৃদ্ধি করা হলে ঢালাই কাজের মান বৃদ্ধি পেতো।

### ৩.১৪.৫ মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা

নির্মিত প্যাভিলিয়ন ও গ্যালারির কাজ সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সন্তোষজনক হলেও স্টেডিয়ামের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার্য অংশ মাটি ভরাট ও মাঠের উপরিভাগের পরিচর্যা কার্যক্রমে আরও উন্নতি প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের পরিদর্শনকৃত স্টেডিয়াম সমূহের মধ্যে অন্তত ১০% স্টেডিয়ামের মাঠে কিছু কিছু জায়গায় ঘাসের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নে মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ক পর্যালোচনা দেয়া হলো:

- যশোর জেলার মনিরামপুর, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর, পঞ্চগড় সদর, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় মাঠে ঘাস ও অন্যান্য প্রেক্ষিতে সন্তোষজনক অবস্থায়  পাওয়া গেছে। এসকল স্টেডিয়ামে মাটি ভরাটের তেমন প্রয়োজন না থাকায় মাঠের ঘাস ভালোমানের মাটিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে যা খেলাধুলা তথা টুর্নামেন্ট চলার উপযোগী।
- যেসব স্টেডিয়ামের কাজে মাটি ভরাট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে সে সব মাঠে হস্তান্তরের সময় ঘাস থাকলেও তা টেকসই হয়নি। মাঠের বিভিন্ন স্থানে খালি মাটি, শক্ত ও শুষ্ক পৃষ্ঠ এবং উঁচুনিচু অবস্থা লক্ষ্য করা যায়, যা খেলাধুলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামটি নির্মাণ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হলেও মাঠের পৃষ্ঠতলে পর্যাপ্ত ঘাস নেই, যা মাঠের মান ও ব্যবহারযোগ্যতাকে সরাসরি প্রভাবিত করছে।



**চিত্র-৩.১৩ নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলা স্টেডিয়ামের মাঠ**




**চিত্র-৩.১৪ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মাঠে ঘাস সন্তোষজনক**

- মুন্সিগঞ্জ সদরের স্টেডিয়ামটি শহীদ জিয়াউর রহমান স্কুলে সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে অবস্থিত হওয়ায় এবং স্থানীয় পর্যায়ের ক্লাব মীরকাদিম এর দায়িত্বভার গ্রহণ করায় মাঠটিতে নিয়মিত খেলাধুলা আয়োজন করা হয়। প্রকল্প দপ্তর থেকে জানা গেছে উক্ত স্টেডিয়ামটির ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড এখনও চলমান রয়েছে, ফলে উক্ত বিদ্যমান ত্রুটি সমাধান করে ঠিকাদারের পারফরমেন্স গ্যারান্টি অবমুক্ত করা অপরিহার্য।
- সার্বিকভাবে, মাঠে ঘাসের অভাব ও অসমতল অবস্থা প্রকল্পের কার্যকারিতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে মান নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক ঘাসায়ন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।



**চিত্র ৩.১৫ গফরগাঁও স্টেডিয়ামে চলমান অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা (পরিদর্শন কালে প্রাপ্ত)**

### ৩.১৪.৬ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদানে বিলম্ব

- চলমান ও নির্মাণ সম্পন্ন উভয় ধরণের স্টেডিয়ামের কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদান ও অর্থ ছাড় কার্যক্রমে বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজে প্রত্যাশিত অগ্রগতি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলায় নির্মিত স্টেডিয়ামের মূল কাজ শেষ হয়েছে প্রায় ১ বছর, কিন্তু বিদ্যুতের লাইন নেয়া ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ফিনিশিং কাজ শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নিদের্শনা না দেয়ায় স্টেডিয়াম অরক্ষিত অবস্থায় পরে আছে। যার ফলে প্রায় ১ বছর অতিবাহিত হলেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের দাবীকৃত বিল প্রদান করা হচ্ছে না।

- মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর সভাপতি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মিনি স্টেডিয়ামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সম্পন্নের পর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার পর্যাপ্ত লোকবলও আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় স্টেডিয়ামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা বা মেরামত ও সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না।

- মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ সমাপ্ত হবার পর উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত মিনি স্টেডিয়ামসমূহ পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা ২০২৫ সালে অনুমোদন করা হয় যেখানে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যসহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি তৈরির কথা বলা হয়েছে এবং তাদের কার্যাবলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আউটসোর্সিং ভিত্তিতে প্রতিটি উপজেলায় একজন কেয়ারটেকার, ২ জন সিকিউরিটি গার্ড (নিরাপত্তা প্রহরী) এবং একজন ক্লিনার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) নিয়োগের কথা নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। আউটসোর্সিং এ জনবল কাঠামো অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সম্মানীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং প্রয়োজনে জনবল হ্রাস বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় হস্তান্তরিত স্টেডিয়ামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না।

### ৩.১৪.৭ প্যাভিলিয়ন গ্যালারি চেয়ারের সংযোগে ত্রুটি

প্যাভিলিয়ন গ্যালারি চেয়ারের ফিটিং অংশ (বোল্ট সংযোগস্থল ও স্ট্যান্ড) কিছু জায়গায় দুর্বল পাওয়া গেছে। সঠিকভাবে স্থাপন না করায় চেয়ারগুলো ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দেখা গেছে। মুন্সিগঞ্জ স্টেডিয়ামের ব্যবহারকারী খেলোয়াড় ও কোচদের সাথে কথা বলে জানা গেছে সদর উপজেলার স্টেডিয়ামে গ্যালারির ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি দর্শক উপস্থিত হয়ে থাকে। ফলে চেয়ারসমূহে ধাতব ফ্রেমের জোড়ার স্থানে নিম্নমানের ওয়েল্ডিং থাকায় এগুলো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্যালারির চেয়ারের নিচের অংশে মরিচা বা ক্ষয়প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা উপকরণের মান ও প্রতিরক্ষামূলক কোটিংয়ের (Anti-rust treatment) ঘাটতির প্রমাণ। এ ধরনের ত্রুটি ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি করবে।

### ৩.১৪.৮ অপর্যাপ্ত ড্রেন ও পানি নিস্কাশণ ব্যবস্থা

বর্তমানে হস্তান্তরিত মিনি স্টেডিয়াম সমূহে সীমানা প্রাচীর না থাকায় মাঠে মোটরসাইকেল, ভ্যান, ট্রাক বা প্রাইভেট কার ওঠার ফলে নির্মিত ড্রেনের ঢাকনা ভেঙে যাচ্ছে। আবার কিছু স্টেডিয়ামের ড্রেন অপ্রশস্ত। মুন্সিগঞ্জ স্টেডিয়ামের ড্রেনের বেশ কয়েকটি স্ল্যাব ভাঙ্গা পাওয়া গেছে। ভাঙা অংশে বড় আকারের গর্ত তৈরি হয়েছে, যেখানে ভেতরের কাঠামো (লোহার রড, পাইপ, বর্জ্য) দৃশ্যমান। ময়লা পানি জমে সেখানে মশা ও রোগজীবাণুর বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এছাড়া অনেক স্টেডিয়ামে প্রদত্ত ড্রেনের আকার পানিপ্রবাহের জন্য অপ্রতুল বিধায় নিষ্কাশনের কার্যকর ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। পরিদর্শনে নির্মাণ সম্পন্ন ও হস্তান্তরিত অন্তত ৫% স্থানে দেখা গেছে, অবকাঠামো সমূহের সামনে এবং মাঠের বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা রোধের জন্য যে ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে, তাতে ময়লা জমে ড্রেন অকার্যকর হয়ে আছে।



**চিত্র-৩.১৬ চেয়ারের সংযোগস্থলের দুর্বলতা**



**চিত্র -৩.১৭ মুন্সীগঞ্জ স্টেডিয়ামে ভাঙ্গা ড্রেন**

### ৩.১৪.৯ নির্মিত ভবনসমূহের রঙের কাজে দুর্বলতা

নির্মাণের এক বা দুই মৌসুম অতিক্রান্ত হওয়া অবকাঠামাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, সেখানে ইতোমধ্যে রং ঝলসে যাচ্ছে বা ড্যাম হয়ে যাচ্ছে। উন্মুক্ত ও বহুল ব্যবহৃত অবকাঠামোতে রঙ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপযুক্ত মানের রং নির্বাচন করা না হলে উন্মুক্ত অবকাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদে রক্ষণাবেক্ষণ অনেক কঠিন হয়ে যায়। এ প্রকল্পে সমাপ্ত কয়েকটি প্যাকেজে ঠিকাদারদের রঙের কাজে গাফিলতি লক্ষ্য করা গেছে, যার ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন, কেননা এসব স্টেডিয়ামের ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড অতিক্রান্ত হয়েছে। স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশের জন্য Exterior Walls এবং Premium Acrylic Emulsion রঙের সাথে সাথে সিলিকোন প্রোটেক্টিভ কোটিং রং ব্যবহার করা হলে তা কংক্রিটের স্থায়িত্ব বাড়ায় এবং ড্যাম্প বা নোনা ধরা রোধ করতে সিলিকোন বা পিইউ ভিত্তিক কোটিং ব্যবহার করা যেতে পারে।



**চিত্র -৩.১৮কিশোরগঞ্জ সদর স্টেডিয়ামের ভাঙ্গা ড্রেন**



**চিত্র-৩.১৯ কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর স্টেডিয়ামে বিবর্ণ রঙ**

### ৩.১৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও সমীক্ষায় পরিদর্শিত স্টেডিয়ামসমূহের বর্ণনা

**৩.১৫.১ স্টেডিয়াম-১** **জেলা: কিশোরগঞ্জ** **উপজেলা: কিশোরগঞ্জ সদর**




**চিত্র ৩.২১ কিশোরগঞ্জ সদর মিনি স্টেডিয়াম**

- প্যাভিলিয়নের আকার: সামনে -৬৫ ফিট ১০”
- পিছনে-৭৮ ফিট ০২ ”
- গ্যালারির আকার: ৩০০ ফিট
- মাঠের আকার: ৩ একর
- ড্রেনের আকার: ১৩৫০ ফিট
- টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনার আকার: ১৯ ফুট ১১ ফুট
- প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণঃ০৩ একর -খাস
- ডিপিপি অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ: ০৩ একর
- দরপত্র অনুযায়ী নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য: ৬,০২৫৬,৩৭৩.৪৩৬ টাকা
- অর্থের উৎস : জিওবি
- দরপত্র আহ্বানের তারিখ: ১৩-০৩-২০২২
- চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ: ০৬-০৭-২০২২
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম: এমসি-জেএমএমসি (জেভি)
- NoA প্রদানের তারিখ: ১২-০৬-২০২২
- চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ: ৩০-১২-২০২৩

মেয়াদ বৃদ্ধির পরে সম্পাদনের শেষ তারিখ: ২৯-০-২০২৪

**পর্যালোচনা**

প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলা সদর উপজেলার এই স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। স্টেডিয়ামের মাঠে ঘাস যথাযথ পরিমাণে রয়েছে এবং নির্মাণ কাজ নিধারিত মেয়াদকালের প্রায় ছয় মাস পর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারির কাজ সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। তবে মাঠের চারিদিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় নিরাপত্তা সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঠিকাদার প্রতিনিধি ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জানিয়েছেন প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্টেডিয়াম বুঝে নিয়েছেন। সীমানা প্রাচীর না থাকায় স্টেডিয়াম অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

**৩.১৫.২ স্টেডিয়াম ২:** **জেলার নামঃ ফরিদপুর** **উপজেলার নামঃ চরভদ্রাসন**




**চিত্র-৩.২২ চরভদ্রাসন উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম**

- স্টেডিয়ামের অবস্থান: বিএস ডাংগি
- প্যাভিলিয়নের আকার: ২৬৯ বর্গ মিটার গ্যালারির আকার: ২০৪ বর্গমিটার
- মাঠের আকার: ৬৪৪০ বর্গমিটার ড্রেনের আকার: ১৩০০ রানিং ফিট (আর এফ টি)
- টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনার আকার: ৭৫ বর্গমিটার
- প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণঃ ১২৫২৮ বর্গমিটার (খাস / অধিগ্রহণ)
- ডিপিপি অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ: ১২৫২৮ বর্গমিটার
- দরপত্র অনুযায়ী নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য: ৮,৭৮,৮৯,০০০,০০ টাকা
- অর্থের উৎস : জিওবি
- দরপত্র আহ্বানের তারিখ: ১৯-১০-২০২৫
- দরপত্র জমাদানের তারিখ: ০৯-১১-২০২৫
- NoA প্রদানের তারিখ: ২০-১১-২০২৫
- চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ: ২৬-১১-২০২৫
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম:
- চুক্তি মূল্য: ৮,৭৮,৮৯,০০০.০০ টাকা
- চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ: ৩০/৫/২০২৭
- মেয়াদ বৃদ্ধির পরে সম্পাদনের শেষ তারিখ:
- কাজের অগ্রগতি: ৩৫% (approx)

**পর্যালোচনা**

প্রকল্পের এই প্যাকেজের কাজ সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হয়েছে। প্যাকেজের দরপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ৮৭৮.৮৯ লক্ষ টাকা। প্যাকেজটি ইতিমধ্যে গ্যালারির এক অংশের ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্যাভিলিয়ন ভবনের ১ম তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের অগ্রগ্রতি সন্তোষজনক বলা যায়। এই গতি ধরে রাখতে পারলে ও সঠিক সময়ে মালামাল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা গেলে প্যাকেজটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। পরিদর্শনকালে কাজের অগগ্রতি প্রায় ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে দেখা যায়।

**৩.১৫.৩ স্টেডিয়াম ৩ জেলার নামঃ মানিকগঞ্জ উপজেলার নামঃ দৌলতপুর**





**চিত্র-৩.২৩ দৌলতপুর উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম**

- স্টেডিয়ামের অবস্থান: নিলুয়া দৌলতপুর
- প্যাভিলিয়নের আকার: ২৬৯ বর্গ মিটার
- গ্যালারির আকার: ২০৪ বর্গমিটার
- মাঠের আকার: ৩৩০ x ২০১০
- ড্রেনের আকার: ১২০০ rft
- টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনার আকার: ৭৫ বর্গমিটার
- দরপত্র অনুযায়ী নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য: ১০,৪৪,২২৬৯৯.৩৭৩ টাকা
- অর্থের উৎস : জিওবি
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম: কটকো ইন্টার ন্যাশনাল লিমিটেড।
- NoA প্রদানের তারিখ: ১৭-১১-২০২৫
- চুক্তি মূল্য: ১০,৪৪,২২৬৯৯.৩৭৩ টাকা
- চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ:০১-১২-২০২৬
- কাজের অগ্রগতি: ৩০%

**পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের সাম্প্রতিক সময়ে দরপত্র আহ্বানকৃত এই প্যাকেজের প্যাভিলিয়ন এর ফুটিং ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং প্যাভিলিয়ন ভবনের গ্রেড বিম ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে। কটকো ইন্টার ন্যাশনাল লিমিটেড নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটিকে NoA প্রদান করা পেয়েছে ১৭-১১-২০২৫ এ এবং চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ ০১-১২-২০২৬। কাজের গতি কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

**৩.১৫.৪ স্টেডিয়াম ৪ জেলার নামঃ নাটোর উপজেলার নামঃ বাগাতিপাড়া**



**চিত্র-৩.২৪ বাগাতিপাড়া উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম**

- স্টেডিয়ামের অবস্থান: যোগীপাড়া নাটোর
- প্যাভিলিয়নের আকার: ৩২৩১ SFT
- গ্যালারির আকার: ৬৬০০ SFT
- মাঠের আকার: ১৩ ৪৪৮০ SFT
- ড্রেনের আকার: ১১৫১ SFT
- টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনার আকার: ৫৫৮
- প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণঃ ৩.১ ( অধিগ্রহণ)
- ডিপিপি অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ: ৩.১ একর
- দরপত্র অনুযায়ী নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য: ৮,৭৫,৪৮৩১৭.৪২৭ লক্ষ টাকা
- অর্থের উৎস : জিওবি
- দরপত্র আহ্বানের তারিখ: ১০-১১-২০২৫
- দরপত্র জমাদানের তারিখ: ১৫-১১-২০২৫
- চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ: ১৭-১১-২০২৫
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম: ফ্রেন্ডস ইন্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন ওয়ার্কস
- NoA প্রদানের তারিখ: ১৭-১১-২০২৫
- চুক্তি মূল্য: ৮,৭৫,৪৮৩১৭.৪১৭ লক্ষ টাকা।
- চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ: ১৭-১১-২০২৬
- প্যাকেজের অগ্রগতি:
- ভৌত অগ্রগতি: ২৮%
- আর্থিক: লক্ষ টাকা ১৫,০০০০০০

**পর্যালোচনা:** ৮,৭৫.৪৮ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ফ্রেন্ডস ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন ওয়ার্কস স্টেডিয়ামটি বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ হয় ১৭-১১-২০২৫ সালে। একবছর মেয়াদকালে এই স্টেডিয়ামটিতেও সীমানা প্রাচীরের কাজ রয়েছে। সাম্প্রতিক প্যাকেজগুলোতে সীমানাপ্রাচীরের কাজ একীভূত করা ইতিবাচক। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি কিছুটা কম। যেহেতু এ বছরেই কাজ শেষ করতে হবে তাই কাজের গতি আরেকটু জোরদার করা হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। বর্তমানে বাউন্ডারি ওয়ালের ফুটিং ও দেয়ালের কাজ চলমান। প্রকল্প এলাকায় মালামাল ও ময়লা বর্জ্য যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো দেখা গেছে।

**৩.১৫.৫ স্টেডিয়াম ৫ জেলার নামঃ বরগুনা উপজেলার নামঃ বেতাগী**




**চিত্র-৩.২৫ বেতাগী উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম**

- স্টেডিয়ামের অবস্থান: ঝিলবুনিয়া এলাকা
- প্যাভিলিয়নের আকার: ৭৮-২”X ৪০-০”
- গ্যালারির আকার: ৩X১০০X১২
- মাঠের আকার: ৩১৫-০”X ২৪০-০”
- ড্রেনের আকার: ১২০০-০”
- টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনার আকার: ১৯X১১”-১১X১৮”
- প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণঃ ৩ একর
- দরপত্র অনুযায়ী নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য: ৫,৮৫,৭১০০০.০০ টাকা
- ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন: ইজিপি/ওটিএম
- অর্থের উৎস : জিওবি
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম: MC-JSMC(JV)
- NoA প্রদানের তারিখ: ১২-০৬-২০২৩
- চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ: ৩০-০৬-২০২৬
- নির্মাণকালীন নির্মাণ উপকরণ পরীক্ষার স্যাম্পল (ল্যাব টেস্ট অনুযায়ী): করা হয়েছে।

**পর্যালোচনা:** প্রকল্পের প্যাভিলিয়ন ও গ্যালারি ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। বর্তমানে প্যাভিলিয়নে রঙের কাজ চলমান। প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী তার বক্তব্যে কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক, যথাযথ তদারকির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে জানালেও চুক্তির মেয়াদকাল অনুযায়ী কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না বলে প্রতীয়মান। তবে প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যে (জুন ২০২৭) কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে মাটি ভরাটের কাজ চলমান এবং বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ চলমান। ব্যবহৃত ইটের গুনগত মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্যাভিলিয়ন ভবণের ফিনিশিং কাজ চলমান। মাঠ ও ড্রেনের কাজ চলমান। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (৭৪%)।

**৩.১৫.৬ স্টেডিয়াম ৬ জেলার নামঃ সাতক্ষীরা উপজেলার নামঃ তালা**



**চিত্র-৩.২৬ তালা উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম**

- স্টেডিয়ামের অবস্থান: গোপালপুর
- প্যাভিলিয়নের আকার: (৭৫ ফুট X ৩৫ ফুট)
- গ্যালারির আকার: ১০০.০০ ফুট
- মাঠের আকার: ২৪০ ফুট X ৩১০ ফুট
- ড্রেনের আকার: ৩.০০ ফুট
- টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনার আকার: (১৯.০০ ফুট X ১১ ফুট)
- প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণঃ৩.৩৩ একর (খাস / অধিগ্রহণ)
- ডিপিপি অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ: ৩.৩৩ একর
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম: মেসার্স জারা কনস্ট্রাকশন
- NoA প্রদানের তারিখ: ০৭-০১-২০২৬
- চুক্তি মূল্য: ৮৫৬৩১১৩২.২৩ লক্ষ টাকা।
- চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ: ১৪-০১-২০২৭
- প্যাকেজের অগ্রগতি: ১৫%

**পর্যালোচনা:** প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলনামূলক শ্লথ এবং এই গতিতে কাজ চললে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর বক্তব্য: কাজের অগ্রগতি প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৃদ্ধি করা গেলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ

শেষ করা সম্ভব হবে। নির্মাণকালীন নির্মাণ উপকরণ পরীক্ষার স্যাম্পল (ল্যাব টেস্ট অনুযায়ী) করা হয়েছে। বর্তমানে বালু ভরাট ও বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ চলমান। স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১৫%।

**৩.১৫.৭ স্টেডিয়াম ৭ জেলার নামঃ পিরোজপুর উপজেলার নামঃ ইন্দুরকানী**




**চিত্র: ৩.২৭ ইন্দুরকানী উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম**

- জেলার নামঃপিরোজপুর
- স্টেডিয়ামের অবস্থান: সাইদি চত্তর, ইন্দুরকানী
- প্যাভিলিয়নের আকার: ৭৮-২” X ৪০-৬”
- গ্যালারির আকার: ৩ X ১০০ X ২২
- মাঠের আকার: ৩৩০’ X ২৩০
- টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনার আকার: ২০X১৮
- প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণঃ ৩ একর
- ডিপিপি অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ: ৩ একর
- 
- দরপত্র অনুযায়ী নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য: ৯২৫১৩৪০৭.২৮৯ লক্ষ টাকা
- অর্থের উৎস : জিওবি
- দরপত্র আহ্বানের তারিখ:
- দরপত্র জমাদানের তারিখ: ০৯-১১-২০২৫
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম: এস অনন্ত বিকাশ ত্রিপুরা লিমিটেড।
- NoA প্রদানের তারিখ: ১৮-১১-২০২৫
- চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ: ১৮-১১-২০২৬

প্রকল্পের এই প্যাকেজের বাউন্ডারী ওয়াল ও মাইক্রো পাইল এর কাজ চলমান রয়েছে। কাজের গতি শ্লথ এবং এই গতিতে কাজ চলতে থাকলে কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হবে না। তাই অবিলম্বে কাজের গতি বৃদ্ধি করতে বিলম্ব হ্রাস করতে হবে যাতে প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যাবে। প্রকল্পের এই প্যাকেজটির কাজ নিচু এলাকায় হওয়ায় বৃষ্টি এলে প্রকল্প এলাকা ডুবে যায় ফলে কাজের অগ্রগতি ব্যহত হয়।

**৩.১৫.৮ স্টেডিয়াম ৮ জেলার নামঃ নওগাঁ উপজেলার নামঃ নওগাঁ সদর**



**চিত্র-৩.২৮ নওগাঁ উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম পরিদর্শন**

**পর্যালোচনা:** সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে স্টেডিয়ামটি ইতোমধ্যে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন (প্যাভিলিয়ন, গ্যালারি ও অন্যান্য) সম্পন্ন হয়েছে। স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ নির্ধারিত ড্রইং ডিজাইন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। গ্যালারি ও প্যাভিলিয়নে ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে মাঠের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। স্থানীয় লোকজন দ্রুত মাঠের কাজ শেষ করে স্টেডিয়ামটি খেলাধুলার উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

**৩.১৫.৯ স্টেডিয়াম -৯ জেলার নামঃ ঠাকুরগাঁও উপজেলা পীরগঞ্জ**



**চিত্র-৩.২৯ ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার মিনি স্টেডিয়াম পরিদর্শন**

**পর্যালোচনা:** পীরগঞ্জ উপজেলার মিনি স্টেডিয়ামটির কাজ সমাপ্ত এবং হস্তান্তর করা হয়েছে। সমীক্ষাকালে দেখা যায় অনুমোদিত ড্রইং ডিজাইন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থান কর্তৃক বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজন করা হলে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভাবান খেলোয়ার উঠে আসবে। নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়জনে উপজেলা প্রশাসনকে আরও আন্তরিক হতে হবে এবং মাঠের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

**৩.১৫.১০ স্টেডিয়াম-১০ জেলার নামঃ নীলফামারী উপজেলা কিশোরগঞ্জ**



**চিত্র ৩. ৩০ নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম পরিদর্শন**

**পর্যালোচনা:** নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামটির কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত এবং হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সমীক্ষাকালে দেখা যায় অনুমোদিত ড্রইং ডিজাইন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে মাঠে ঘাস অনেক জায়গায় উঠে যেতে দেখা গেছে যদিও খেলা পরিচালনার উপযোগী অবস্থায় এখনও আছে। স্থানীয়রা জানান জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থান কর্তৃক বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজন করা হলে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভাবান খেলোয়ার উঠে আসবে।

**৩.১৫.১১ স্টেডিয়াম ১১ জেলার নামঃ পঞ্চগড় উপজেলা পঞ্চগড় সদর**



**চিত্র-৩.৩১ পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম**

**পর্যালোচনা:** পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলায় স্টেডিয়ামটির কাজ সমাপ্ত এবং হস্তান্তর করা হয়েছে। নির্মিত স্টেডিয়াম এর মাঠে ঘাসের অবস্থা সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে যা খেলাধুলা চলার উপযোগী অবস্থায় আছে। মাঠের চারপাশে বাউন্ডালি ওয়াল না থাকায় স্টেডিয়ামটি অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া স্টেডিয়ামের নিয়মিত রক্ষণাবক্ষেণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। জেলা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যেগে স্টেডিয়ামে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হলে তৃণমূল পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়ার উঠে আসবে।

**৩.১৫.১২ স্টেডিয়াম ১২ জেলার নামঃ ময়মনসিংহ উপজেলা গফরগাঁও**




**চিত্র-৩.৩২ গফরগাঁও উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম পরিদর্শন**

**পর্যালোচনা:** গফরগাঁও উপজেলার মিনি স্টেডিয়ামটির কাজ সমাপ্ত এবং হস্তান্তর করা হয়েছে। স্টেডিয়ামটি নির্মান হওয়ার ফলে স্থানীয় কিশোর-কিশোরী যুবকগণ নিয়মিত ফুটবল, ক্রিকেটসহ বিভিন্ন খেলায় আগ্রহী হয়েছে এবং মাঠটি নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান মাঠে ঘাস অনেক স্থানে না থাকায় খেলাধুলায় সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় খেলোয়াড়গণ দাবি জানান, জেলা/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থান কর্তৃক নিয়মিত কোন খেলাধুলার আয়োজন করা হলে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা নিজেকে প্রমাণের সুযোগ এবং জেলা/জাতীয় পর্যায়ে যাওয়ার পথ তৈরি হবে।

### ৩.১৬ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে Environmental IMPact Assessment (EIA) পরিচালনা করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পকে সাধারণত পরিবেশবান্ধব হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এ কারণে পৃথকভাবে EIA করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি।

সরেজমিন পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে, নির্মাণস্থলে ধুলা নিয়ন্ত্রণ, শব্দ নিয়ন্ত্রণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। খননকৃত মাটি ও নির্মাণ বর্জ্য যথাযথভাবে অপসারণ না করে এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা হয়েছে, পরিবেশ দূষণ এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া ভবিষ্যতে স্টেডিয়ামটি ব্যবহারের ফলে জনসমাগম বৃদ্ধি পাবে, যার কারণে বর্জ্য উৎপাদন, শব্দ দূষণ এবং যানজটের সম্ভাবনা রয়েছে। একইসাথে স্থানীয় জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে অবিলম্বে একটি কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি নির্মাণকালীন ও নির্মাণ-পরবর্তী সময়ে পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, অন্যথায় ভবিষ্যতে প্রকল্পটির কারণে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

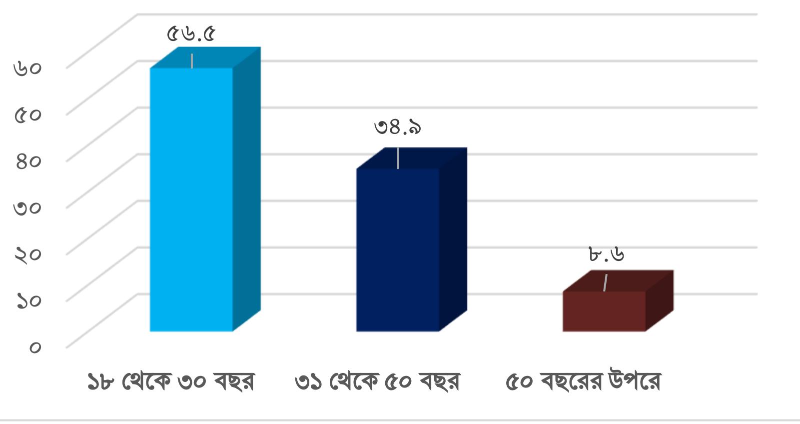
### ৩.১৭ উপকারভোগীদের জরিপের ফলাফল

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাকালীন প্রকল্পের আওতায় ১৬টি জেলার ১৬টি উপজেলা থেকে মোট ১২০০ জন উপকারভোগীর নিকট হতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উপকারভোগীদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

#### ৩.১৭.১ উত্তরদাতাদের বয়স বিভাজন সংক্রান্ত তথ্যাদি

উত্তরদাতাদের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সর্বাধিক, যা মোট উত্তরদাতার ৫৬.৫ শতাংশ। পরিসংখ্যান ইঙ্গিত করে যে প্রকল্পটি মূলত তরুণ সমাজের মধ্যে আগ্রহ ও প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছে। যেহেতু ক্রীড়া কার্যক্রমে তরুণদের অংশগ্রহণ সর্বাধিক। অপরদিকে, ৩১ থেকে ৫০ বছর বয়সী উত্তরদাতার হার ৩৪.৯ শতাংশ, যা নির্দেশ করে যে মধ্যবয়সী জনগোষ্ঠীও যথেষ্ট পরিমাণে সম্পৃক্ত রয়েছে। এই শ্রেণির অংশগ্রহণ প্রকল্পের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, তদারকি এবং ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ৫০ বছরের উর্ধ্বে উত্তরদাতার হার তুলনামূলকভাবে কম, যা ৮.৬ শতাংশ; তবে এ গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

লেখচিত্র-৩.৫: উত্তরদাতাদের বয়স




#### ৩.১৭.২ উত্তরদাতা পুরুষ/মহলিা এবং তাদের পেশা সংক্রান্ত তথ্যাদি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লিঙ্গাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়- মোট উত্তরদাতার মধ্যে পুরুষের অংশগ্রহণ ৯৫.০%, মহিলা উত্তরদাতা ৫%। উত্তরদাতাদের প্রধান পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যা প্রকল্পটির প্রতি বিভিন্ন শ্রেণি-

পেশার মানুষের আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা রয়েছে। উপাত্ত অনুযায়ী, সর্বাধিক উত্তরদাতা ব্যবসায়ী শ্রেণির, যা মোটের ২৮.৯%। এর পরেই রয়েছে সাধারণ জনগণ, যাদের অংশগ্রহণ ২৬.২%। শিক্ষার্থী শ্রেণির অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য, যা ২১.৬%; এটি ইঙ্গিত করে যে তরুণ প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ ক্রীড়াবিদদের মধ্যে প্রকল্পটির প্রতি আগ্রহ বিদ্যমান। অন্যদিকে, খেলোয়াড় শ্রেণির অংশগ্রহণ ৯.৫%, যা প্রত্যক্ষভাবে ক্রীড়ার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। শিক্ষক শ্রেণির অংশগ্রহণ ৩.১% এবং কোচের অংশগ্রহণ মাত্র ০.৫%, যা তুলনামূলক কম হলেও ক্রীড়া উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া 'অন্যান্য' শ্রেণিতে ১০.২% উত্তরদাতা অন্তর্ভুক্ত, যা বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। সার্বিকভাবে পেশাভিত্তিক বণ্টন থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পটি ক্রীড়াবিদসহ স্থানীয় অর্থনীতি, শিক্ষা ও সামাজিক কাঠামোর সাথে যুক্ত বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক অংশগ্রহণকে বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে কার্যকারিতা ও টেকসইতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

**সারণি-৩.১৫ উত্তরদাতাদের লিঙ্গাভিত্তিক বিভাজন এবং পেশা সংক্রান্ত তথ্যাদি**

| উত্তরদাতা পুরুষ/মহিলা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| পুরুষ | ১১৪৪ | ৯৫.৩ |
| মহিলা | ৫৬ | ৪.৭ |
| **মোট** | **১২০০** | **১০০.০** |
| **উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা** | **সংখ্যা** | **শতকরা হার** |
| খেলোয়াড় | ১১৪ | ৯.৫ |
| শিক্ষার্থী | ২৬০ | ২১.৬ |
| শিক্ষক | ৩৭ | ৩.১ |
| সাধারন জনগণ | ৩১৪ | ২৬.২ |
| কোচ | ৬ | ০.৫ |
| ব্যবসায়ী | ৩৪৭ | ২৮.৯ |
| অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) | ১২২ | ১০.২ |
| **মোট** | **১২০০** | **১০০.০** |

### ৩.১৭.৩ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশ্লেষণে একটি বৈচিত্র্যময় চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও শিক্ষাগত বাস্তবতাকে তুলে ধরে। উপাত্ত অনুযায়ী, সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা প্রাথমিক স্তরের (১ম-৫ম) শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন, যা ২৯.৭ শতাংশ। এর পাশাপাশি ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষিত উত্তরদাতার হার ২৩.৩ শতাংশ এবং এসএসসি পর্যায়ের ২৩.৬ শতাংশ, যা নির্দেশ করে যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, স্বাক্ষর করতে সক্ষম কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সীমিত উত্তরদাতার হার ১০.৯ শতাংশ এবং এইচএসসি পর্যায়ের উত্তরদাতার হার ১১.৬ শতাংশ। সর্বনিম্ন অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় স্নাতক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে, যা মাত্র ০.৯ শতাংশ।

**সারণি-৩.১৬ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা**

| শিক্ষাগত যোগ্যতা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্বাক্ষর করতে পারে | ১৩০ | ১০.৯ |
| ১ম- ৫ম | ৩৫৭ | ২৯.৭ |
| ৬ষ্ঠ -১০ম | ২৮০ | ২৩.৩ |
| এস এস সি | ২৮৩ | ২৩.৬ |
| এইচ এস সি | ১৪০ | ১১.৬ |
| বিএ সমমান বা তার উপরে | ১০ | ০.৯ |
| **মোট** | **১২০০** | **১০০.০** |

### ৩.১৭.৪ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ বিষয়ে অবগতির অবস্থা এবং স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পর্কে অংশীজনদের মতামত

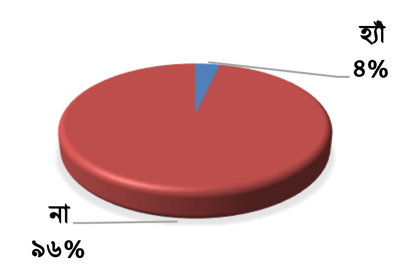
উত্তরদাতাদের তথ্য বিশ্লেষণে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। উপাত্ত অনুযায়ী, শতভাগ উত্তরদাতা (১০০%) এই প্রকল্প সম্পর্কে অবগত, যা নির্দেশ করে যে প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং জনগণের মধ্যে এর বিষয়ে সচেতনতা বিদ্যমান।

অন্যদিকে, মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মোট উত্তরদাতার ৫৪.৫ শতাংশের মতে নির্মাণ কাজ এখনও চলমান রয়েছে, যেখানে ৪৫.৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কোনো উত্তরদাতা কাজ শুরু হয়নি বলে মতামত প্রদান করেননি, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রদান করে। এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে এবং অধিকাংশ এলাকায় কাজ দৃশ্যমান অবস্থায় রয়েছে। সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, প্রকল্প সম্পর্কে উচ্চমাত্রার জনসচেতনতা এবং দৃশ্যমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি একসাথে প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকে জোরদার করেছে, যা ভবিষ্যতে ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্থানীয় ক্রীড়া চর্চা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

### ৩.১৭.৫ পূর্বে মিনি স্টেডিয়াম থাকার ও স্টেডিয়াম নির্মাণে খেলাধুলার বৃদ্ধি বিষয়ে অংশীজনদের মতামত

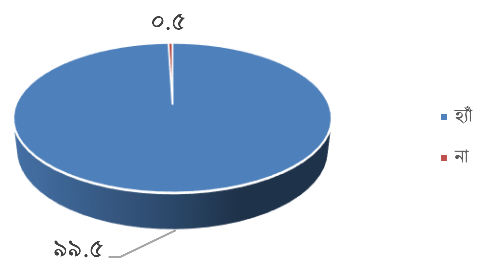
"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পূর্বে উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম থাকার অবস্থা এবং স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে খেলাধুলার সম্ভাব্য বৃদ্ধির বিষয়ে দেখা যায়, মাত্র ৩.৬ শতাংশ (প্রায় ৪%) উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে পূর্বে তাদের উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম ছিল, যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ৯৬.৪ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাদের এলাকায় পূর্বে কোনো মিনি স্টেডিয়াম ছিল না। পরিসংখ্যানে প্রতীয়মান হয় উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামোর ঘাটতি বিরাজমান, যা স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত ক্রীড়া চর্চা, প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং প্রতিভা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ, প্রকল্পটি একটি বিদ্যমান কাঠামোগত শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটি বাস্তব চাহিদা নির্ভর একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

**লেখচিত্র-৩.৬ পূর্বে মিনি স্টেডিয়াম থাকার বিষয়ে মতামত**




অন্যদিকে, স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এলাকায় খেলাধুলার হার বৃদ্ধি পাবে কিনা- এই বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত প্রায় সর্বসম্মতভাবে ইতিবাচক। মোট ৯৯.৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে খেলাধুলার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, যেখানে মাত্র ০.৫ শতাংশ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এই উচ্চমাত্রার ইতিবাচক প্রত্যাশা নির্দেশ করে যে অবকাঠামোর অভাবই এতদিন ক্রীড়া চর্চার প্রধান অন্তরায় ছিল এবং নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণের মাধ্যমে নিয়মিত অনুশীলন, প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং অংশগ্রহণের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরি, যুবসমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটবে বলে ধারণা করা যায়।

**লেখচিত্র ৩.৭: স্টেডিয়াম নির্মাণে খেলাধুলার বৃদ্ধির মতামত**




### ৩.১৭.৬ স্টেডিয়াম নির্মাণে নিয়মিত টুর্নামেন্ট, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের সম্ভাবনা

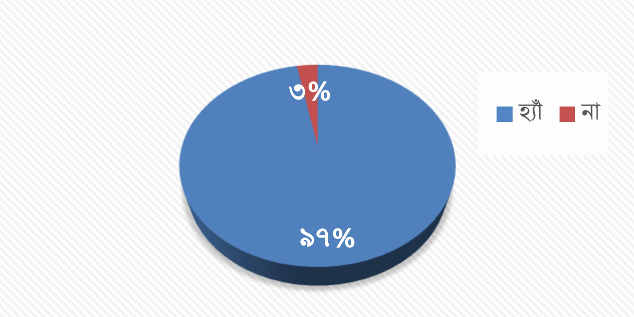
উপকারভোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুযায়ী স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে নিয়মিত টুর্নামেন্ট ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের সম্ভাবনা বিষয়ে উত্তরদাতাদের ইতিবাচক মতামত পাওয়া গেছে। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৯৯.৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে নিয়মিত টুর্নামেন্ট ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যা নির্দেশ করে যে স্থানীয় জনগণ এই অবকাঠামোকে একটি সক্রিয় ক্রীড়া কেন্দ্র হিসেবে প্রত্যাশা করছেন। একইভাবে, ৯৯.৮ শতাংশ

উত্তরদাতা মত দিয়েছেন যে এই মাঠটি স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রায় সর্বসম্মত ইতিবাচক মতামত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, বরং এটি একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে যেখানে নিয়মিত অনুশীলন, প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় সনাক্ত ও বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সার্বিকভাবে, এই ফলাফল প্রকল্পটির প্রতি উচ্চমাত্রার জনআস্থা এবং ক্রীড়া উন্নয়নে এর সম্ভাব্য কার্যকারিতার একটি শক্তিশালী প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

### ৩.১৭.৭ মেয়েদের খেলাধুলায় স্টেডিয়ামের উপযোগিতা ও তরুণদের মাদক ও অপরাধ থেকে বিরত রাখার সম্ভাবনা

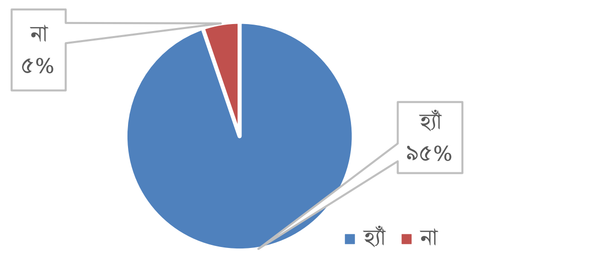
"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মাঠ পর্যায় থেকে উপকারভোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুযায়ী মেয়েদের খেলাধুলার জন্য স্টেডিয়ামের উপযোগিতা এবং তরুণ প্রজন্মকে মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখার সম্ভাবনা বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিফলিত হয়েছে।উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৯৭.১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন মেয়েদের খেলাধুলার জন্য স্টেডিয়ামে অনুকূল পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বা ভবিষ্যতে থাকবে। এই পরিসংখ্যান নির্দেশ করে যে প্রকল্পটি নারী-বান্ধব ক্রীড়া অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং নারীদের ক্রীড়া অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

লেখচিত্র ৩.৮: মেয়েদের খেলাধুলার জন্য স্টেডিয়ামের উপযোগিতা




একইসঙ্গে, ৯৪.৮ শতাংশ উত্তরদাতা মত দিয়েছেন যে স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে তরুণ প্রজন্মকে মাদক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে সহায়তা করবে। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে ক্রীড়া অবকাঠামো শুধু শারীরিক বিকাশ নয়, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ইতিবাচক জীবনধারা গঠন এবং যুবসমাজকে গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। সার্বিকভাবে, এই ফলাফল প্রকল্পটির সামাজিক প্রভাব, বিশেষত নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং যুবসমাজের ইতিবাচক বিকাশে এর সম্ভাব্য অবদানকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে।

লেখচিত্র-৩.৯: স্টেডিয়াম নির্মাণে তরুণদের মাদক ও অপরাধ থেকে বিরত রাখার সম্ভাবনা



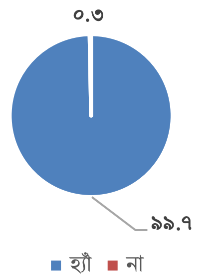

### ৩.১৭.৮ স্টেডিয়াম নির্মাণে স্থানীয় অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি ও নতুন খেলোয়াড় তৈরির সম্ভাবনা

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে স্থানীয় অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে উত্তরদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক। উপাত্ত অনুযায়ী, ৯৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এলাকায় নতুন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসা, অস্থায়ী দোকান, হকার কার্যক্রম, মেলা আয়োজন, খাদ্য ও পানীয় বিক্রয় ইত্যাদি। এটি নির্দেশ করে যে ক্রীড়া অবকাঠামোকে কেন্দ্র করে একটি সহায়ক অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্থানীয় জনগণের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে কেবল সরাসরি ব্যবসায়িক কার্যক্রমই নয়, বরং পরোক্ষভাবে পরিবহন, আবাসন, নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য সেবামূলক খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, টুর্নামেন্ট ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের ফলে দর্শক সমাগম বাড়বে, যা বাজার চাহিদা বৃদ্ধি করে স্থানীয় অর্থনীতিতে একটি গতিশীল প্রবাহ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে, মাত্র ৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন, যা তুলনামূলকভাবে নগণ্য এবং সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক জনমতের শক্ত অবস্থানকে নির্দেশ করে। সার্বিকভাবে বলা যায়, মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পটি স্থানীয় অর্থনীতিকে সক্রিয় ও বহুমুখী করার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

**সারণি-৩.১৭: স্টেডিয়ামটি নির্মাণের ফলে তরুণ প্রজন্মকে মাদক বা অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকবে**

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ১১৩৮ | ৯৪.৮ |
| না | ৬৩ | ৫.২ |
| **মোট** | **১২০০** | **১০০.০** |
| **স্টেডিয়ামের নির্মাণের কারণে স্থানীয় কোনো অর্থনৈতিক সুযোগ** | **সংখ্যা** | **শতকরা হার** |
| হ্যাঁ | ১১৬১ | ৯৬.৭ |
| না | ৪০ | ৩.৩ |
| **মোট** | **১২০০** | **১০০.০** |

লেখচিত্র ৩.১০ নতুন খেলোয়াড় তৈরির সুযোগ বৃদ্ধি

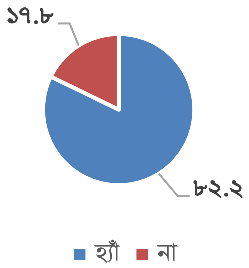



একইসঙ্গে, স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এলাকায় নতুন খেলোয়াড় তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে কিনা-এই বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত প্রায় সর্বসম্মতভাবে ইতিবাচক প্রতিফলিত হয়েছে। উপাত্ত অনুযায়ী, মোট ৯৯.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে এই অবকাঠামো তৃণমূল পর্যায়ে নতুন খেলোয়াড় সনাক্তকরণ, প্রশিক্ষণ ও বিকাশের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, যেখানে মাত্র ০.৩ শতাংশ উত্তরদাতা ভিন্নমত প্রদান করেছেন। এই পরিসংখ্যান স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্টেডিয়ামকে একটি কার্যকর ক্রীড়া উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে দেখার প্রবণতা অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশেষত, নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ, মানসম্মত খেলার মাঠ, প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের উপস্থিতি নতুন খেলোয়াড় তৈরির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

এছাড়া, স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট, স্কুল ও ক্লাবভিত্তিক প্রতিযোগিতা, কোচিং কার্যক্রম এবং প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে একটি ধারাবাহিক ক্রীড়া উন্নয়ন চক্র গড়ে উঠতে পারে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায় থেকে দক্ষ খেলোয়াড় উঠে এসে জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে, যা দেশের সামগ্রিক ক্রীড়া মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। সার্বিকভাবে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পটি শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়ন উদ্যোগ হিসেবে কাজ করবে, যা স্থানীয় অর্থনীতি, যুব উন্নয়ন এবং সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

### ৩.১৭.৯ স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা এবং স্টেডিয়াম নির্মাণে গুণগত ঘাটতির পর্যবেক্ষণ

লেখচিত্র-৩.১১: স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা



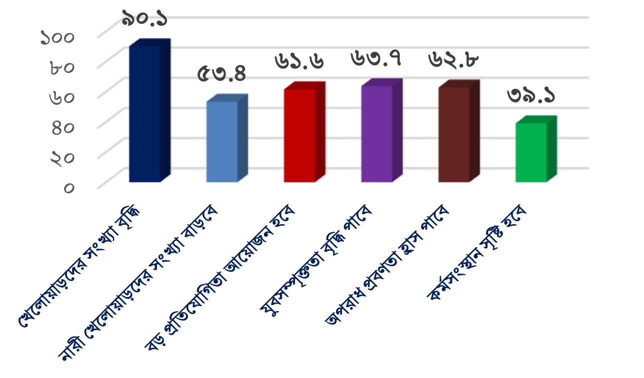

"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী স্টেডিয়ামটির বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, বিশেষ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অবস্থা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ ব্যবস্থাকে সন্তোষজনক হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। উপাত্ত অনুযায়ী, ৮২.২ শতাংশ উত্তরদাতা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা সন্তোষজনক বলে মত দিয়েছেন, যা নির্দেশ করে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্টেডিয়ামগুলোর পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে। তবে ১৭.৮ শতাংশ উত্তরদাতার অসন্তোষ এ বিষয়টি স্পষ্ট করে যে কিছু ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে ঘাটতি রয়েছে, যা নিয়মিত মনিটরিং, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে আরও উন্নত করা সম্ভব।

অন্যদিকে, নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৭০.৬ শতাংশ উত্তরদাতা কোনো গুণগত ঘাটতি লক্ষ্য করেননি, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ ও কারিগরি তদারকির ইতিবাচক প্রতিফলন নির্দেশ করে। তবে ২৯.৪ শতাংশ উত্তরদাতা নির্মাণ কাজে কিছু গুণগত ত্রুটি বা ঘাটতির বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা উপেক্ষা করার মতো নয়। এই পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের সামগ্রিক মান গ্রহণযোগ্য হলেও কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্মাণ ত্রুটি, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার বা যথাযথ তদারকির ঘাটতি থাকতে পারে। সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রকল্পের গুণগত মান বজায় রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদে অবকাঠামোর টেকসইতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত কারিগরি অডিট, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার প্রয়োজন রয়েছে।

### ৩.১৭.১০. নতুন ক্রীড়া অবকাঠামোর সুবিধাসমূহ

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নতুন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণের সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে উত্তরদাতাদের মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রত্যাশা বিদ্যমান। উপাত্ত অনুযায়ী, ৯০.১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে খেলোয়াড়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যা নির্দেশ করে যে এ ধরনের অবকাঠামো ক্রীড়া চর্চার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একইসঙ্গে ৬৩.৭ শতাংশ উত্তরদাতা যুবসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে বলে মত দিয়েছেন এবং ৬১.৬ শতাংশ মনে করেন বড় ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে স্টেডিয়াম নির্মাণ কেবল খেলাধুলার পরিধি বৃদ্ধি করবে না, বরং এটি একটি সক্রিয় সামাজিক ও ক্রীড়া কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হতে পারে।

**লেখচিত্র ৩.১২ নতুন ক্রীড়া অবকাঠামোর সুবিধাসমূহ**

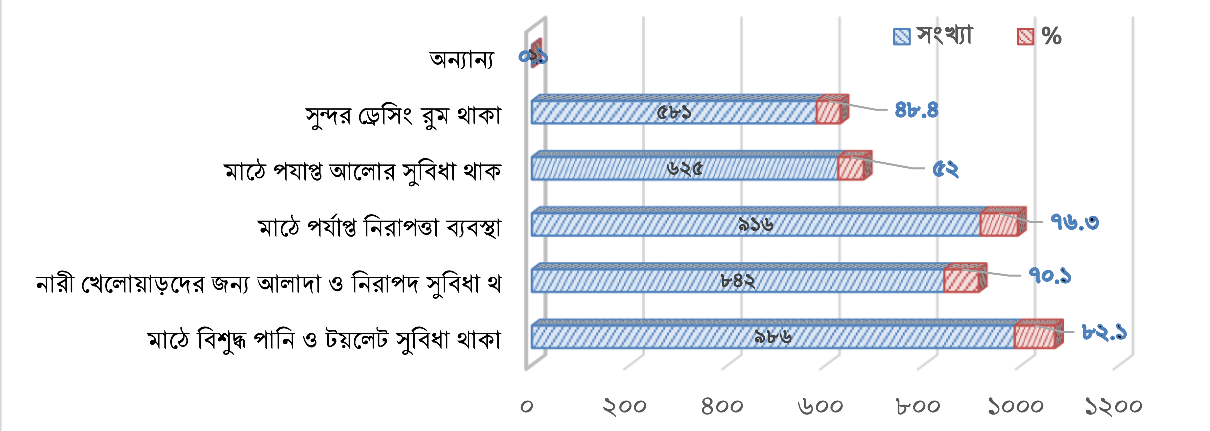



অন্যদিকে, ৫৩.৪ শতাংশ উত্তরদাতা নারী খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে বলে মত দিয়েছেন, যা নারী-বান্ধব ক্রীড়া পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। পাশাপাশি ৬২.৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে, যা ক্রীড়া কার্যক্রমের সামাজিক ইতিবাচক প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ৩৯.১ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন, যা অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রকল্পটির সম্ভাব্য অবদানকে তুলে ধরে। সার্বিকভাবে এই তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে নতুন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পটি ক্রীড়া উন্নয়ন, সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, নারী অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

### ৩.১৭.১১. মিনি স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা

"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মিনি স্টেডিয়ামে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহারকারীদের মৌলিক চাহিদা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধাগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উপাত্ত অনুযায়ী, শতাংশ উত্তরদাতা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন, যা স্টেডিয়াম ব্যবহারে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার গুরুত্বকে তুলে ধরে। এছাড়া ৭০.১ শতাংশ উত্তরদাতা নারী খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা ও নিরাপদ সুবিধার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়া পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
৮২.১ শতাংশ উত্তরদাতা মাঠে বিশুদ্ধ পানি ও টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছেন, যা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা এবং ব্যবহারকারীদের জন্য ন্যূনতম সেবাসুবিধা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে। একইভাবে, ৭৬.৩।
অপরদিকে, ৫২ শতাংশ উত্তরদাতা মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সন্ধ্যা ও রাত্রিকালীন ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। পাশাপাশি ৪৮.৪ শতাংশ উত্তরদাতা উন্নতমানের ড্রেসিং রুমের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন, যা খেলোয়াড়দের আরামদায়ক ও পেশাদার মানের প্রস্তুতির পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়ক। 'অন্যান্য' শ্রেণিতে খুবই সীমিত (০.১%) মতামত পাওয়া গেছে, যা নির্দেশ করে যে অধিকাংশ উত্তরদাতার প্রত্যাশা উপরের প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সার্বিকভাবে এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি কার্যকর ও টেকসই মিনি স্টেডিয়াম গড়ে

তুলতে হলে কেবল অবকাঠামো নির্মাণই যথেষ্ট নয়; বরং স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নারী-বান্ধবতা এবং আধুনিক সেবাসুবিধা নিশ্চিত করা অপরিহার্য, যা ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

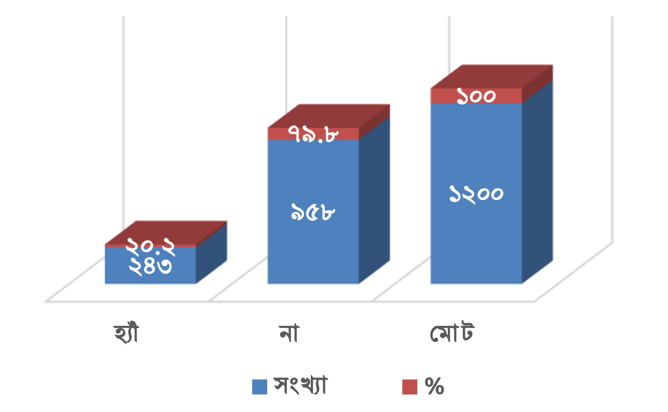


চিত্র-৩.১৩: মিনি স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা

### ৩.১.১২. এলাকায় নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষক/কোচের পর্যাপ্ততা

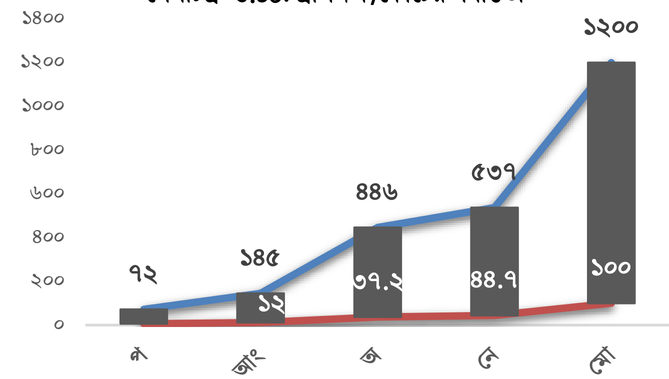
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষণের বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিদ্যমান দেখা গেছে। উপাত্ত অনুযায়ী, মাত্র ২০.২ শতাংশ এলাকায় নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, বিপরীতে ৭৯.৮ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নেই। পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত, যা নতুন খেলোয়াড় তৈরি এবং ক্রীড়া দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। ফলে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

লেখচিত্র-৩.১৪: এলাকায় নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা




অন্যদিকে, প্রশিক্ষক বা কোচের প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পরিস্থিতি আরও চ্যালেঞ্জপূর্ণ। মাত্র ৬ শতাংশ উত্তরদাতা প্রশিক্ষক/কোচের প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং ১২.১ শতাংশ আংশিকভাবে সন্তোষজনক বলেছেন। বিপরীতে, ৩৭.২ শতাংশ উত্তরদাতা এ প্রাপ্যতাকে অপর্যাপ্ত এবং ৪৪.৭ শতাংশ একেবারেই নেই বলে মতামত প্রদান করেছেন। এই তথ্য নির্দেশ করে যে দক্ষ মানবসম্পদের অভাব ক্রীড়া উন্নয়নের একটি অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা। সার্বিকভাবে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, কেবল অবকাঠামো নির্মাণ যথেষ্ট নয়; বরং সমন্বিতভাবে দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ, নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এতে মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

লেখচিত্র- ৩.১৫: প্রশিক্ষক/কোচের পর্যাপ্ততা



### ৩.১৭.১৩ উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংখ্যা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের কাঙ্ক্ষিত হার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অধিকাংশ উত্তরদাতা বছরে একাধিকবার প্রতিযোগিতা আয়োজনের পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। উপাত্ত অনুযায়ী, ৬১.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বছরে ২-৩ বার বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনকে উপযুক্ত মনে করেন, যা নির্দেশ করে যে নিয়মিত ও ধারাবাহিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার প্রতি একটি সুস্পষ্ট চাহিদা বিদ্যমান। একইসঙ্গে ৩২.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বছরে ৪ বা তার বেশি প্রতিযোগিতা আয়োজনের পক্ষে মত দিয়েছেন, যা ক্রীড়া চর্চার আরও বিস্তৃত ও সক্রিয় পরিবেশের প্রত্যাশা প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে, মাত্র ৬ শতাংশ উত্তরদাতা বছরে ১ বার প্রতিযোগিতা আয়োজনকে যথেষ্ট মনে করেন, যা তুলনামূলকভাবে কম। সার্বিকভাবে এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে স্থানীয় জনগণ ক্রীড়া অবকাঠামোকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী এবং নিয়মিত প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে ক্রীড়া উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে চায়।

### ৩.১৭.১৪. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মাঠের অভাব সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ৪২.৮ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে পর্যাপ্ত ও মানসম্মত ক্রীড়া মাঠের অভাব স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম সম্প্রসারণের একটি প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। এর পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ২৮ শতাংশ উত্তরদাতার মতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যা ক্রীড়া আয়োজনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ঘাটতি, সমন্বয়ের অভাব এবং তদারকির সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত বহন করে। একইভাবে প্রশিক্ষকের অভাব (১৪ শতাংশ) ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতিকে তুলে ধরে, যা খেলোয়াড়দের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অর্থের অভাব (১১.২ শতাংশ) ক্রীড়া আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আর্থিক

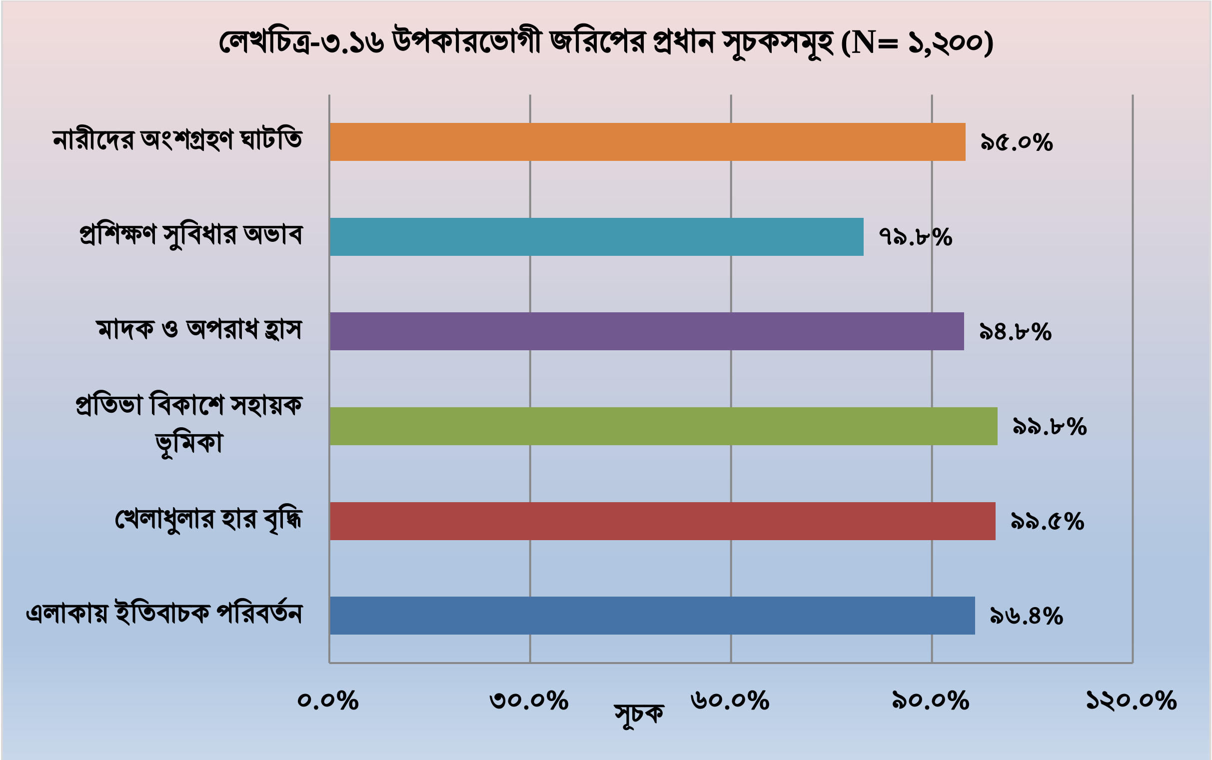
**সারণি-৩.১৮: ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা**

| প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| মাঠের অভাব | ৫১৪ | ৪২.৮ |
| অর্থের অভাব | ১৩৫ | ১১.২ |
| প্রশিক্ষকের অভাব | ১৬৯ | ১৪.০ |
| সরঞ্জামের অভাব | ৪৭ | ৩.৯ |
| ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা | ৩৩৬ | ২৮.০ |
| **মোট** | **১২০০** | **১০০.০** |

সীমাবদ্ধতার বিষয়টি নির্দেশ করে, যা বিশেষত বড় প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে, তুলনামূলকভাবে কম হলেও সরঞ্জামের অভাব (৩.৯ শতাংশ) ক্রীড়া কার্যক্রমের গুণগত মান বজায় রাখতে একটি প্রভাবক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। তবে সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে এই প্রতিবন্ধকতাগুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একটির প্রভাব অন্যটির ওপর প্রতিফলিত হয়। যেমন, পর্যাপ্ত মাঠ না থাকলে নিয়মিত অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা আয়োজন বাধাগ্রস্ত হয়, আবার দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত অর্থায়ন না থাকলে বিদ্যমান অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহারও সম্ভব হয় না। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়মিত ও কার্যকরভাবে আয়োজনের জন্য শুধুমাত্র অবকাঠামো নির্মাণ যথেষ্ট নয়; বরং সমন্বিত পরিকল্পনা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পটি একটি টেকসই ও কার্যকর ক্রীড়া কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া উন্নয়নে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারবে।

### ৩.১৭.১৫ উপকারভোগী জরিপের প্রধান সূচকসমূহ

বার চার্টে উপকারভোগী জরিপের প্রধান সূচকগুলোতে সম্মতি প্রদানকারী উত্তরদাতাদের শতকরা হার দেখানো হয়েছে (নমুনা সংখ্যা $n$ = ১,২০০)। প্রতিটি দণ্ড একটি নির্দিষ্ট সূচক-যেমন এলাকায় ইতিবাচক পরিবর্তন, খেলাধুলার হার বৃদ্ধি বা প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব-সম্পর্কে কত শতাংশ উত্তরদাতা সম্মত হয়েছেন তা নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই একসঙ্গে মূল্যায়ন করা যায়। সূচকগুলো প্রকল্পের প্রতি উপকারভোগীদের অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে। সর্বোচ্চ ৯৯.৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পটি প্রতিভা বিকাশে সহায়ক, ৯৯.৫ শতাংশ মনে করেন এলাকায় খেলাধুলার হার বেড়েছে এবং ৯৬.৪ শতাংশ এলাকায় সার্বিক ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন।




সামাজিক সুফল হিসেবে ৯৪.৮ শতাংশ উত্তরদাতা মাদক ও অপরাধ হ্রাসে প্রকল্পের ভূমিকা স্বীকার করেছেন-যা মিনি স্টেডিয়ামের তরুণদের গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখার ইতিবাচক প্রভাবকে সমর্থন করে। তবে চিত্রটি একই সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে। ৯৫ শতাংশ উত্তরদাতা নারীদের অংশগ্রহণে ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং ৭৯.৮ শতাংশ প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাবের কথা বলেছেন। অর্থাৎ অবকাঠামো নির্মাণে সাফল্য সত্ত্বেও এর কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের দিকে প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ নীতিগত মনোযোগ প্রয়োজন।

### ৩.১৮ এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৬টি জেলায় মোট ১৬টি এফজিডি (এফজিডি) পরিচালিত হয়। এসব এফজিডিতে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অংশীজন-ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট অংশীজন (খেলোয়াড় ও কোচ), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য), শিক্ষা প্রতিনিধি (শিক্ষক), নারী প্রতিনিধি, সাধারণ জনগণ/দর্শক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত এফজিডিগুলোতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা, বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ টেকসইতা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা বিস্তারিত মতামত প্রদান করেন। সংগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে নিম্নে প্রশ্নভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো-

#### ৩.১৮.১ প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা

#### ১. উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও স্থানীয় ক্রীড়া উন্নয়নে গুরুত্ব

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে মতামত প্রদান করেন যে উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ একটি সময়োপযোগী ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ, যা দীর্ঘদিনের স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। পূর্বে মানসম্মত ক্রীড়া অবকাঠামোর অভাবে খেলাধুলা সীমিত পরিসরে পরিচালিত হতো এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা যথাযথ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকত। বর্তমান স্টেডিয়াম ক্রীড়া কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসেছে, যার ফলে নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজন সম্ভব হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা আরও উল্লেখ করেন যে, এই উদ্যোগ যুবসমাজকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি তাদের শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক বিকাশ এবং নেতৃত্বগুণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষত গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের অবকাঠামো সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতেও সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

**২. বর্তমান ক্রীড়া অবকাঠামো ও খেলার মাঠ ব্যবহারে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাসমূহ**

অংশগ্রহণকারীরা জানান যে পূর্ববর্তী ক্রীড়া অবকাঠামো ছিল অপরিকল্পিত, অপর্যাপ্ত এবং ব্যবহার অনুপযোগী। ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে বর্ষা মৌসুমে মাঠে পানি জমে থাকায় দীর্ঘ সময় মাঠ ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ত। স্যানিটেশ, বিশুদ্ধ পানির সংকট ও ও খেলোয়াড়দের জন্য ড্রেসিং রুম না থাকায় ক্রীড়া কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা সম্ভব হতো না। নতুন মিনি স্টেডিয়াম এসব সীমাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করলেও অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে এখনও কিছু ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ, সীমানা প্রাচীর, গেট স্থাপন, সিকিউরিটি লাইট এবং নিয়মিত তদারকির ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে, যা দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন।



*চিত্র-৩.৩৩:এফজিডি মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি*



*চিত্র-৩.৩৪: এফজিডি কিশোরগঞ্জ সদর*

**৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের সাথে স্থানীয় ক্রীড়া উন্নয়ন, যুবসমাজের সম্পৃক্ততা ও সামাজিক উন্নয়নের সামঞ্জস্যতা**

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য স্থানীয় ক্রীড়া উন্নয়ন, যুবসমাজের সম্পৃক্ততা এবং সামাজিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে সুস্থ ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হচ্ছে, যা মাদকাসক্তি, অপরাধ প্রবণতা এবং সামাজিক অবক্ষয় হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া এই প্রকল্প মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করতে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা আরও মতামত দেন যে, এ ধরনের প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রজন্ম গঠনে সহায়ক হবে।

**৩.১৮.২. মাঠ উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতা আয়োজন**

**১. উন্নতমানের মাঠ ও ক্রীড়া অবকাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ**

উন্নতমানের মাঠ ও ক্রীড়া অবকাঠামো স্থাপনের ফলে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অংশগ্রহণকারীরা মতামত দেন। পূর্বে যেখানে সীমিত আকারে খেলা অনুষ্ঠিত হতো, বর্তমানে সেখানে নিয়মিত টুর্নামেন্ট আয়োজন সম্ভব হচ্ছে, যা ক্রীড়ার মান উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এর ফলে স্থানীয় খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চতর পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সহজ হচ্ছে। পাশাপাশি, এ ধরনের প্রতিযোগিতা স্থানীয় জনগণের মধ্যে ক্রীড়াবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করছে এবং দর্শকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছে।

**২. দর্শক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি ও সহায়ক সুবিধাসমূহের প্রত্যাশা**

অংশগ্রহণকারীরা স্টেডিয়ামের সহায়ক সুবিধাগুলোর মানোন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তারা উল্লেখ করেন যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, নিরাপদ প্রবেশ গেট স্থাপন, পর্যাপ্ত সিকিউরিটি লাইট এবং নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ অপরিহার্য। এছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত ও পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা, বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ এবং নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ড্রেসিং রুম নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দর্শকদের জন্য আরামদায়ক ও সুশৃঙ্খল বসার ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা আরও উল্লেখ করেন যে, এসব সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে স্টেডিয়ামের ব্যবহারযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।



*চিত্র-৩.৩৫: এফজিডি, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ*



*চিত্র-৩.৩৬: এফজিডি, নওগাঁ সদর*

**৩. মিনি স্টেডিয়ামের মাধ্যমে জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ**

মিনি স্টেডিয়াম ভবিষ্যতে জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সম্ভাবনাময় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে অংশগ্রহণকারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন । তবে লক্ষ্য অর্জনে অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা জরুরি। স্টেডিয়ামকে ক্রীড়া হাব হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বার্ষিক ক্রীড়া ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, নিয়মিত লীগ ও টুর্নামেন্ট আয়োজন, জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও দর্শকবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে স্টেডিয়ামগুলো জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজনের উপযুক্ত ভেন্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

### ৩.১৮.৩ তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ

**১. তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় সনাক্তকরণ ও সম্ভাব্য ইতিবাচক পরিবর্তন**

মিনি স্টেডিয়াম চালুর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে নতুন খেলোয়াড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্বে অবহেলিত প্রতিভা সামনে আসার সুযোগ পাচ্ছে। নিয়মিত অনুশীলন, আন্তঃউপজেলা ও স্থানীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন এবং সংগঠিত ক্রীড়া কার্যক্রমের ফলে খেলোয়াড়দের দক্ষতা উন্নয়ন হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রতিভা বাছাইয়ের একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় সরবরাহে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে হলে নিয়মিত স্কাউটিং ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ একাডেমির সংযোগ এবং ধারাবাহিক প্রতিযোগিতামূলক কাঠামো নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

**২. স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও ক্রীড়া ক্লাবসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপায় ও কৌশল**

অংশগ্রহণকারীদের মতে, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত ও পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য। আন্তঃবিদ্যালয় ও আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা নিয়মিত আয়োজন, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনা এবং ক্লাবভিত্তিক লিগ চালু করা হলে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রীড়া কার্যক্রমকে স্টেডিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত করা, স্থানীয় প্রশাসন ও ক্রীড়া সংস্থার যৌথ তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। অংশগ্রহণকারীরা আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে সমন্বয়ের অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ঘাটতি অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

৩.



*চিত্র-৩.৩৭:* **এফজিডি, পীরগাছা, রংপুর**




*চিত্র-৩.৩৮:* **এফজিডি,ইন্দুরকানী, পিরোজপুর**

নারী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হলে উপযোগী অবকাঠামো এবং সহায়ক নীতিমালা অপরিহার্য। পৃথক ও নিরাপদ ড্রেসিং রুম, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা, সহজ প্রবেশগম্যতা (র‍্যাম্প ও সহায়ক অবকাঠামো) এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি নারী খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, মহিলা কোচ নিয়োগ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান অবকাঠামো আংশিক সুবিধা প্রদান করলেও তা পর্যাপ্ত নয়; তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ খাতে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করা হয়।

**৩.১৮.৪ প্রশিক্ষণ ও সামাজিক প্রভাব**

**১. নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন কার্যক্রম পরিচালনায় অবকাঠামোর গুরুত্ব**

মিনি স্টেডিয়াম নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য একটি কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যা পূর্বে অনুপস্থিত ছিল। তবে প্রশিক্ষিত কোচের স্বল্পতা, কাঠামোগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অভাব এবং পর্যাপ্ত ক্রীড়া সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ সূচি নির্ধারিত না থাকায় স্টেডিয়ামের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাই স্থায়ী কোচ নিয়োগ, প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন এবং জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থার সাথে সংযোগ জোরদারের সুপারিশ করা হয়।

**২ মাদক, অপরাধ ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে ক্রীড়া অবকাঠামোর ভূমিকা**

ক্রীড়া অবকাঠামো যুবসমাজকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার একটি কার্যকর মাধ্যম। নিয়মিত খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় যুবসমাজের অবসর সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে এবং তারা মাদকাসক্তি ও অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে দূরে থাকছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের উদ্যোগ সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এই ইতিবাচক প্রভাব ধরে রাখতে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

**৩. স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে স্থানীয় অর্থনীতির সম্ভাব্য উপকারিতা মূল্যায়ন**

স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। স্টেডিয়াম কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ব্যবসা, দোকানপাট, খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় এবং অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে নিয়মিত টুর্নামেন্ট, ইভেন্ট আয়োজন এবং স্টেডিয়াম ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এ সম্ভাবনাকে টেকসই করতে পরিকল্পিতভাবে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা এবং আয় ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করা হয়।

**৩.১৮.৫ ব্যবস্থাপনা, টেকসইতা ও সুপারিশ**

**১. স্টেডিয়াম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণ, ক্রীড়া সংস্থা ও প্রশাসনের অংশগ্রহণ**

অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, স্টেডিয়াম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা জরুরি, যেখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ক্রীড়া সংগঠক, প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ধরনের কমিটি থাকলে রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা এবং কার্যক্রম পরিচালনায় জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের কাঠামোগত ব্যবস্থাপনার অভাব থাকায় স্টেডিয়াম পরিচালনায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

**২ প্রকল্প বাস্তবায়নে সামাজিক সমস্যা, মতবিরোধ বা প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ**

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা জানান যে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কিছু ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ, জমি বন্দোবস্ত এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তবে জেলা প্রশাসন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ের মাধ্যমে এসব সমস্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু বিলম্ব হয়েছে, যা ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুতির গুরুত্ব নির্দেশ করে।



*চিত্র-৩.৩৯: এফজিডি, জৈন্তাপুর, সিলেট*



*চিত্র-৩.৪০: এফজিডি, তালা, সাতক্ষীরা*

**৩ নং প্রশ্ন: প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদি সফলতা ও টেকসইতা নিশ্চিত করতে সুপারিশ**

অংশগ্রহণকারীরা সুপারিশ করেন যে দীর্ঘমেয়াদি সফলতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, প্রশিক্ষিত কোচ নিয়োগ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা অপরিহার্য। পাশাপাশি একটি জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্টেডিয়ামের সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম (দোকানপাট, ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা) যুক্ত করে আয় বৃদ্ধি করা গেলে এর আর্থিক টেকসইতা নিশ্চিত হবে। এছাড়া স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, নিয়মিত ক্রীড়া ক্যালেন্ডার প্রণয়ন এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রকল্পটির কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে মতামত প্রদান করা হয়।

**প্রাপ্ত ফলাফলের সার্বিক পর্যালোচনা:**

১. স্টেডিয়াম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, ক্রীড়া সংস্থা ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

২. প্রতিটি স্টেডিয়ামের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে নিয়মিত লীগ, টুর্নামেন্ট ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. দক্ষ ও স্থায়ী কোচ নিয়োগের মাধ্যমে কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সাথে সমন্বয় জোরদার করতে হবে।

৪. নারী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য পৃথক ড্রেসিং রুম, নিরাপদ পরিবেশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে।

৫. দর্শক ব্যবস্থাপনা, সীমানা প্রাচীর, গেট, লাইটিং, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানির সুবিধা উন্নত করে স্টেডিয়ামের সার্বিক অবকাঠামোগত মান বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. মাঠের গুণগতমান বজায় রাখতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ঘাসায়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. ক্রীড়া সরঞ্জামের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে খেলোয়াড়দের অনুশীলন ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. স্কুল, কলেজ ও স্থানীয় ক্রীড়া ক্লাবগুলোর অংশগ্রহণ বাড়াতে সমন্বিত কর্মসূচি এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা আয়োজন জোরদার করতে হবে।

৯. স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ইভেন্ট ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করে স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে।

১০ স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও মালিকানা বৃদ্ধি করতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে।

### ৩.১৯ কেআইআই এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার অংশ হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতাদের (Key Informant) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এতে প্রকল্প পরিচালক, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জেলা ক্রীড়া পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উক্ত সাক্ষাৎকারসমূহের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, মাঠ পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ, প্রশাসনিক সমন্বয়, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ টেকসইতা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নে ফলাফলসমূহ উপস্থাপন করা হলো-

#### ৩.১৯.১ প্রকল্প পরিচালক সাথে সাক্ষাৎকারের ফলাফল

**১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও জাতীয় ক্রীড়া নীতির সাথে সামঞ্জস্য**

- উপজেলা পর্যায়ে ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য মাঠের উন্নয়নসহ সুবিধাদি সৃষ্টি করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষনের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরীর লক্ষ্যে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ।
- তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রশিক্ষণের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা।

**২. স্টেডিয়ামের অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহ (গ্যালারি, ড্রেনেজ, লাইটিং ইত্যাদি) ও মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি**

প্রতিটি স্টেডিয়ামে প্যাভিলিয়ন ভবন, প্রায় ৩০০ ফুট গ্যালারি, টয়লেট ব্লক, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, গভীর নলকূপ এবং সংযোগ সড়ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং তদারকি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকৌশলীদের মাধ্যমে গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

**৪. নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কারিগরি তদারকি, পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা**

নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী ও NSC-এর প্রকৌশলীরা যৌথভাবে তদারকি করছেন। প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত নির্মাণ সাইট পরিদর্শন করেন এবং নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়।



**চিত্র ৩.৪১: প্রকল্প পরিচালকের সাথে কেআইআই**



**চিত্র ৩.৪২ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব**

**৫. স্থানীয় প্রশাসন, ক্রীড়া সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবসমূহের সাথে সমন্বয় কার্যক্রম**

প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় ক্লাবসমূহের সাথে সমন্বয় রাখা হয়েছে। নির্মাণ শেষে স্টেডিয়ামসমূহ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

**৬. স্থানীয় খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও সুবিধা সম্প্রসারণ উদ্যোগ**

স্থানীয় খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন মাঠ, ড্রেসিং রুম এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হবে।

**৭. নারী, প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্রীড়া অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা**

নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পৃথক টয়লেট ও ড্রেসিং রুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্পসহ সহজ প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

**৮. উপজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ বৃদ্ধি ও সম্ভাবনা**

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন হলে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

**৯. পণ্য ও কাজ ক্রয়ে ডিপিপি, PPA-২০০৬ এবং PPR-২০০৮/২০২৫ অনুসরণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা**

পণ্য ও কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (PPA-২০০৬) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (PPR-২০০৮/২০২৫) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

**১০. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ, প্রতিবন্ধকতা ও তা মোকাবিলার পদক্ষেপ**

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা। অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে অত্র পরিষদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রতিনিয়ত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

**১১. খাস জমিতে স্টেডিয়াম নির্মাণের অবস্থা, প্রাপ্তি ও সংশ্লিষ্ট জটিলতা**

প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাস (সরকারি) জমিতে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় হ্রাস এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে খাস জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে বাস্তব পর্যায়ে দেখা গেছে যে, খাস জমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু প্রশাসনিক ও বাস্তব জটিলতা বিদ্যমান। জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতা, রেকর্ড সংশোধন, মালিকানা সংক্রান্ত যাচাই এবং স্থানীয় বিরোধের কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিলম্বিত হয়েছে। এর ফলে কিছু উপজেলায় নির্মাণ কাজ সময়মতো শুরু করা সম্ভব হয়নি এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

**১২. প্রকল্প-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন (Exit/Sustainability Plan)**

প্রকল্প সমাপ্তির পর রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অনুমোদিত নীতিমালা (Exit Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে নির্মিত অবকাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার ও স্থায়িত্ব বজায় থাকে।

### ৩.১৯.২ পরামর্শক/ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ফলাফল

**১. চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজের বিলম্বের কারণসমূহ**

পরামর্শক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অভিমত অনুযায়ী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুরু করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কাঠামোগত ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে সাইট হস্তান্তরে বিলম্ব, নকশা ও ড্রইং চূড়ান্তকরণে সময়ক্ষেপণ, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা নির্মাণ কাজ শুরুর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মাণ উপকরণ সংগ্রহ, সরবরাহ ব্যবস্থার সমন্বয় এবং শ্রমিক নিয়োগ ও সংগঠনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা গেছে।

**২. নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক, কারিগরি ও স্থানীয় সমস্যাসমূহ**

নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক জটিলতা, বিল অনুমোদন, নকশা সংশোধন এবং বিভিন্ন স্তরের অনুমোদন প্রক্রিয়ার কারণে কাজের গতি অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। কারিগরি দিক থেকে মাটির প্রকৃতি, ভিত্তি নির্মাণ এবং প্রতিকূল

আবহাওয়া পরিস্থিতি (যেমন অতিবৃষ্টি বা বন্যা) নির্মাণ কার্যক্রমে প্রভাব ফেলেছে। স্থানীয় পর্যায়ে জমি সংক্রান্ত বিরোধ, প্রবেশপথের সীমাবদ্ধতা এবং জনসাধারণের অনিয়ন্ত্রিত চলাচলও নির্মাণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।



চিত্র-৩.৪৩ কেআইআই, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি



চিত্র-৩.৪৪ কেআইআই, ঠিকাদার- পীরগাছা

**৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্নে গৃহীত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা**

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান একটি সুসংগঠিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কাজকে বিভিন্ন ধাপে বিভাজন, অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম নির্ধারণ, অতিরিক্ত শ্রমিক ও কারিগরি জনবল নিয়োগ এবং প্রয়োজনে কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি করার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত সাইট মিটিং, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কাজের গতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

**৪. নির্মাণ কাজ শুরুর সময় স্থানীয় প্রতিবন্ধকতা ও তা সমাধানের প্রক্রিয়া**

নির্মাণ কাজ শুরুর সময় কিছু এলাকায় জমি সংক্রান্ত জটিলতা, স্থানীয় জনগণের আপত্তি এবং প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। এসব সমস্যা সমাধানে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয় এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। ফলে নির্মাণ কার্যক্রম পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে পরিচালনা সম্ভব হয়েছে।

**৫. নির্মাণ কাজের মনিটরিং ব্যবস্থা ও সুপারিশ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা**

মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। মনিটরিং প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সাইট পর্যায়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে নির্মাণ কাজের গুণগত মান ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

**৬. নির্মাণ উপকরণের গুণগত মান যাচাই ও ল্যাব টেস্ট ব্যবস্থা**

নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণের গুণগত মান নিশ্চিত করতে নিয়মিত ল্যাব টেস্ট পরিচালনা করা হয়েছে। বিশেষ করে কংক্রিট কিউব টেস্ট, রডের টেনসাইল স্ট্রেন্থ টেস্ট, ইটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ এবং বালুর গ্রেডেশন টেস্টের মাধ্যমে উপকরণের মান যাচাই নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে নির্মাণ কাঠামোর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

**৭. দক্ষ জনবল (প্রকৌশলী, তদারকি কর্মকর্তা ও শ্রমিক) প্রাপ্যতা ও নিয়োগ পরিস্থিতি**

নির্মাণ কাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রকৌশলী ও তদারকি কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে কাজের চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ এবং স্থানীয়ভাবে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

### ৮. অনুমোদিত ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন অবস্থা

নির্মাণ কাজ সর্বশেষ অনুমোদিত ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির কারণে নকশায় পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের মান বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে।

### ৯. নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তিগত পদ্ধতির মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

নির্মাণ কার্যক্রমে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত সাইট পরিদর্শন, প্রকৌশল তদারকি এবং পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উপকরণ ব্যবহারের পূর্বে তা পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

### ১০. কংক্রিট ঢালাই, ভাইব্রেশন ও কিউরিং কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া

কংক্রিট ঢালাইয়ের সময় নির্ধারিত মান বজায় রেখে ভাইব্রেটর মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে বায়ু ফাঁপা (void) দূর হয়ে কাঠামোর দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ঢালাই শেষে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নিয়মিত কিউরিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কংক্রিটের শক্তি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

## ৩.১৯.৩ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ফলাফল

### ক. প্রকল্প প্রেক্ষাপট ও পরিকল্পনা

### ১. উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের মূল প্রেক্ষাপট হলো দীর্ঘদিনের মানসম্মত ক্রীড়া অবকাঠামোর ঘাটতি। পূর্বে অধিকাংশ উপজেলায় নিয়মিত খেলাধুলা, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য উপযুক্ত মাঠ বা অবকাঠামো ছিল না। ফলে তরুণদের প্রতিভা বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতো এবং সংগঠিত ক্রীড়া কার্যক্রমের সুযোগ সীমিত ছিল। এ বাস্তবতায় যুবসমাজকে খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের মাদক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি একটি সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।



চিত্র-৩.৪৫ কেআইআই, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পঞ্চগড় সদর




চিত্র -৩.৪৬ কেআইআই, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

### ২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে স্থানীয় ক্রীড়া চাহিদা ও যুব উন্নয়নের সামঞ্জস্যতা মূল্যায়ন

প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থানীয় বাস্তব চাহিদার সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি সংগঠিত ক্রীড়া অবকাঠামো, যা এ প্রকল্পের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। যুব উন্নয়ন, প্রতিভা অন্বেষণ, নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পটি সরাসরি ক্রীড়া উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে যুক্ত। বিশেষ করে গ্রামীণ ও উপজেলা পর্যায়ে এটি একটি কার্যকর উন্নয়ন উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে।

### ৩. ভূমি নির্বাচন, অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক ও সামাজিক জটিলতার অবস্থা

কিছু উপজেলায় ভূমি নির্বাচন ও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে মালিকানা নির্ধারণ, ভূমি মূল্যায়ন এবং সামাজিক সম্মতির ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে অধিকাংশ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন এগিয়ে নেওয়া হয়েছে।

## খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রশাসনিক সমন্বয়

### ৪. প্রকল্পের বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতির সন্তোষজনকতার মূল্যায়ন

বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক। অধিকাংশ উপজেলায় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বা শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সময়সীমা ও কাজের গুণগত মান নিয়ে চ্যালেঞ্জ থাকলেও সামগ্রিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে।

### ৫. ঠিকাদার, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের কার্যকারিতা মূল্যায়ন

ঠিকাদার, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় মোটামুটি কার্যকর হলেও কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত মনিটরিং সভা এবং ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে সমন্বয় উন্নত করার চেষ্টা চলছে। তবে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী সমন্বয় কাঠামো প্রয়োজন।

### ৬. নির্মাণ কাজের গুণগত মান ও সময়সীমা নিশ্চিতকরণে উপজেলা প্রশাসনের তদারকি ভূমিকা

উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত সাইট পরিদর্শন, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তদারকি ভূমিকা পালন করছে। কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে প্রকৌশল বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যৌথভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে।

## গ. স্থানীয় অংশগ্রহণ ও সামাজিক প্রভাব

### ৭. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া সংগঠন ও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা মূল্যায়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ক্রীড়া সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক। তারা মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতামত দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। তবে ক্রীড়া সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে কিছু ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সীমিত ছিল।

### ৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় যুবসমাজ ও ক্রীড়াবিদদের উপর সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব

এই প্রকল্পের ফলে স্থানীয় যুবসমাজের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। পাশাপাশি যুবসমাজ মাদক ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে দূরে থেকে একটি সুস্থ ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশে যুক্ত হবে।

### ৯. নারী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অবকাঠামোগত ও নীতিগত সুবিধাসমূহ

নারী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য পৃথক সুবিধা যেমন ড্রেসিং রুম, নিরাপদ পরিবেশ এবং সহজ প্রবেশগম্যতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে বলে মতামত পাওয়া গেছে।

**ঘ. অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ও টেকসইতা**

**১০. নির্মাণ-পরবর্তী মিনি স্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা দায়িত্ব নির্ধারণের কাঠামো**

স্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত উপজেলা প্রশাসনের অধীনে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে, যেখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ক্রীড়া সংস্থা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালনা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।



**চিত্র-৩.৪৭: কেআইআই, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা,** মান্দা



**চিত্র-৩.৪৮: কেআইআই, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা,হোসেনপুর**

**১১. মাঠ, গ্যালারি, ড্রেসিং রুম, টয়লেট, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধার রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও বাজেট নির্ধারণ**

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলাদা বাজেট ও বার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ থাকলেও দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত অর্থায়ন ও স্থানীয় আয় উৎস (ইভেন্ট, ভাড়া, স্পন্সরশিপ) যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

**১২. উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন**

স্টেডিয়ামগুলোর উন্নত অবকাঠামোর কারণে ভবিষ্যতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এজন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজন।

**১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক, আর্থিক ও কারিগরি চ্যালেঞ্জসমূহ**

প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা, সময়মতো অর্থ ছাড় না পাওয়া, ঠিকাদারি কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যাপ্ত কারিগরি জনবল সংকট। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের ঘাটতিও লক্ষ্য করা গেছে।

**১৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে গৃহীত ব্যবস্থা**

নিয়মিত মনিটরিং কমিটি, ফিল্ড ভিজিট, অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয় সভার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আরও শক্তিশালী ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে মতামত পাওয়া গেছে।

## ৩.১৯.৪ জেলা/ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির জন্য কেআইআই

**১. মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় বৃদ্ধি**

মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে উপজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে মানসম্মত মাঠ ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। বর্তমানে স্টেডিয়াম চালু হওয়ার ফলে নিয়মিত অনুশীলন, বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যা খেলোয়াড়দের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাছাই প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যকর করেছে। এর ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে অংশগ্রহণকারীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

**২. মাঠের মান, খেলার উপযোগিতা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত মূল্যায়ন**

মাঠের গুণগত মান, খেলার উপযোগিতা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে সামগ্রিকভাবে মাঠ প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য উপযোগী হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। বিশেষ করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে বর্ষা মৌসুমে মাঠ ব্যবহার ব্যাহত হয়। এছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত, যেমন সীমানা প্রাচীর, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা প্রহরীর অভাব রয়েছে, যা মাঠ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

**৩. গ্যালারি, ড্রেসিং রুম, টয়লেট, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধার প্রতিযোগিতা আয়োজনের উপযোগিতা মূল্যায়ন**

অবকাঠামোগত সুবিধার মধ্যে গ্যালারি, ড্রেসিং রুম, টয়লেট, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। এসব সুবিধা বিদ্যমান থাকলেও মানোন্নয়ন প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ, পরিচ্ছন্ন স্যানিটেশন, নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ড্রেসিং রুম এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে দিন ও রাত উভয় সময়েই প্রতিযোগিতা আয়োজন সম্ভব হবে।



**চিত্র-৩.৪৯ কেআইআই, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা, রংপুর**



**চিত্র-৩.৫০ কেআইআই, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা, খুলনা**

**৪. স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও ক্রীড়া ক্লাবসমূহের সমন্বয়ে প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালনা**

স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও ক্রীড়া ক্লাবগুলোর সাথে সমন্বয় করে প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সমন্বয় এখনো অনেক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত হয়নি, যা ভবিষ্যতে শক্তিশালী করার সুযোগ রয়েছে।

**৫. বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট ও নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা**

বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের (অনূর্ধ্ব-১৪, ১৬ ও ১৮ পর্যায়ের নিয়মিত প্রতিযোগিতা) মাধ্যমে খেলোয়াড়দের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তবে অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা ও স্পন্সরশিপের সীমাবদ্ধতার কারণে নিয়মিত আয়োজন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া অবকাঠামো প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী হলেও দক্ষ কোচ, প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম এবং পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অভাবে পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

**৬. নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অবকাঠামোর উপযোগিতা মূল্যায়ন**

অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে অবকাঠামো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট উপযোগী, বিশেষ করে ফুটবল ও ক্রিকেটের জন্য। তবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও কার্যকর করতে হলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, কোচ এবং প্রশিক্ষণ সূচি নিশ্চিত করা জরুরি। বর্তমানে স্টেডিয়ামসমূহে ক্রীড়া সরঞ্জাম না থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ঘাটতি রয়েছে।

**৭. প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও ক্রীড়া সরঞ্জামের প্রাপ্যতার পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন**

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে স্টেডিয়াম পরিচালনার কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাদের দায়িত্ব হবে মাঠ ব্যবস্থাপনা, সময়সূচি নির্ধারণ, টুর্নামেন্ট আয়োজন এবং রক্ষণাবেক্ষণ তদারকি করা। তবে বর্তমানে অনেক উপজেলায় সক্রিয় ক্রীড়া সংস্থার অভাব থাকায় ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুললে পরিচালনা আরও কার্যকর হবে।

**৮. প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্রীড়া সংস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ**

প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বলতা, ড্রেনেজ ও রক্ষণাবেক্ষণ ঘাটতি, প্রশিক্ষিত জনবল সংকট, বাজেট সীমাবদ্ধতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া নিয়মিত টুর্নামেন্ট আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার ঘাটতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

**৯. জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে স্টেডিয়াম স্থাপনের প্রাসঙ্গিকতা**

উপজেলা পর্যায়ের স্টেডিয়াম জাতীয় প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এটি তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিভা সরাসরি চিহ্নিত করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন উন্নত অবকাঠামো, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, প্রশিক্ষিত কোচ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো। এসব নিশ্চিত করা গেলে উপজেলা স্টেডিয়াম জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

## ৩.২০ স্থানীয় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা

প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে ১৬এপ্রিল ২০২৬ খ্রিঃ (বৃহস্পতিবার) তারিখে একটি স্থানীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রস্তাবিত মিনি স্টেডিয়াম উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ, স্থানীয় বাস্তবতা ও চাহিদা যাচাই, প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ধীরগতির কারণসমূহ পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং মনিটরিং ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা, এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও ত্রুটিসমূহ নিরূপণ করা।



**চিত্র-৩.৫১: মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পের স্থানীয় কর্মশালা**

উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি এর মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), পরিচালক, উপপরিচালক (উপসচিব) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, ফুটবল ও ক্রিকেট কোচ, শিক্ষার্থী, ক্রীড়া সংগঠক, ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)।

অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা, বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা, বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ এবং প্রত্যাশিত সুফল বিষয়ে গঠনমূলক মতামত ও সুপারিশ প্রদান করা হয়। আলোচনায় মাঠের ব্যবহারযোগ্যতা, ক্রীড়া কার্যক্রম সম্প্রসারণ, তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা বিকাশ, সামাজিক প্রভাব এবং প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও টেকসইতা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ গুরুত্ব পায়। অংশগ্রহণকারীদের মতামত, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনা, কার্যকর তদারকি এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এ সকল মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলকে আরও বাস্তবসম্মত, দক্ষ ও টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েছে।

### ৩.২০.১ প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা

উপজেলা পর্যায়ে মানসম্মত ক্রীড়া অবকাঠামোতে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে স্থানীয় ব্যবহারকারীগণ জানিয়েছেন। বর্তমান মাঠে বিভিন্ন জায়গায় ঘাসের অভাব থাকায় খেলোয়াড়দের দৌড়াতে সমস্যা হয় এবং খেলার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রয়োজন মোতাবেক না হওয়ায় বৃষ্টির পানি জমে থাকে, যা মাঠের ব্যবহারযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। সার্বিকভাবে, প্রস্তাবিত মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পটি স্থানীয় ক্রীড়া উন্নয়ন, যুবসমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সংগঠিত ক্রীড়া কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

### ৩.২০.২ মাঠ উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতা

আয়োজনঅংশগ্রহণকারীরা মতামত দেন যে উন্নত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সহজতর হবে এবং খেলার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

**বর্তমান অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:**

- মাঠে উপযুক্ত ঘাসের অভাব এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা;
- মাঠের চারপাশে বাউন্ডারি ওয়াল ও রেলিং না থাকায় নিরাপত্তা ঝুঁকি;
- মাঠের সুরক্ষা দেয়ালের প্রয়োজনীয়তা;
- দর্শক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব।

অংশগ্রহণকারীরা মত দেন যে আধুনিক মানসম্পন্ন মাঠ, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা অবকাঠামো এবং দর্শক সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে বড় আকারের টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

### ৩.২০.৩ তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ

প্রস্তাবিত স্টেডিয়াম তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্কুল, কলেজ এবং স্থানীয় ক্রীড়া ক্লাবসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সংগঠিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া নারী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বর্তমানে সীমিত। প্রতিবন্ধীদের জন্য স্টেডিয়ামে প্রবেশ ও চলাচলের সুবিধার্থে র‍্যাম্প স্থাপনসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষক, কোচ ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা জনবল তৈরির জন্য জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যাতে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা বিকাশ কার্যকর হয়। সরকারি প্রকল্পসমূহে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা ও নীতিমালা অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

### ৩.২০.৪ প্রশিক্ষণ ও সামাজিক প্রভাব

অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে বর্তমানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা নেই। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে। এটি যুবসমাজকে মাদকাসক্তি ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে, যেমন:

- ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার;
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- বিভিন্ন ক্রীড়া আয়োজনকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি।

### ৩.২০.৫ ব্যবস্থাপনা, টেকসইতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা ও টেকসইতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুসংগঠিত, জবাবদিহিতামূলক এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়ন যথেষ্ট নয়; বরং সুষ্ঠু পরিচালনা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং আর্থিক টেকসই নিশ্চিত করা না গেলে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত সুফল দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখা সম্ভব হবে না। অংশগ্রহণকারীগণ মতামত ব্যক্ত করেন যে মিনি স্টেডিয়ামসমূহ উপজেলা ক্রীড়া পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনের যৌথ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়া উচিত। এতে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও প্রশাসনিক তদারকি নিশ্চিত

হবে, অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা পাবে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত স্টেডিয়ামসমূহের বিষয়ে ব্যবহারকারীগণ নিম্নোলিখিত পর্যালোচনা উল্লেখ করেছেন:

- অবকাঠামোগত উন্নয়নের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে (বাউন্ডারি ওয়াল, রেলিং, ড্রেসিং রুম, ওয়াশরুম);
- নিরাপত্তা ও দর্শক ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান;
- প্রশিক্ষণ সুবিধা ও কোচের অভাব রয়েছে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে খেলাধুলার সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি পাবে;
- সামাজিকভাবে ইতিবাচক প্রভাব (মাদকাসক্তি হ্রাস) দেখা যাবে;
- আর্থিক টেকসইতা নিশ্চিতের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস প্রয়োজন; এবং
- কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামোর অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

## ৩.২১ প্রকল্পের Exit Plan ও টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা

প্রকল্প ডিপিপিতে টেকসইকরণ বিষয়ে প্রকল্পে পরামর্শকের মাধ্যমে স্টেডিয়ামসমূহের নকশা করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর নির্মিত ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও জেলা/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার জনবল দ্বারা সরকার হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে মর্মে উল্লেখ থাকলেও একটি সুস্পষ্ট, কাঠামোবদ্ধ ও বিস্তারিত Exit Plan অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যা প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা। প্রকল্প সমাপ্তির পর অবকাঠামোর হস্তান্তর প্রক্রিয়া, সময়সীমা, শর্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা অনুপস্থিত। হস্তান্তর-পরবর্তী পরিচালনা কাঠামো, দায়িত্ব বণ্টন ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান, পুনরাবৃত্ত ব্যয়, বাজেট কাঠামো এবং সম্ভাব্য রাজস্ব আহরণের পরিকল্পনা অপর্যাপ্ত। এছাড়া পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ কাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুপস্থিত। নিয়মিত কারিগরি সহায়তা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রকল্প-পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়ন (M&E) কাঠামো সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ফলে নির্মিত স্টেডিয়ামসমূহের দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা, কার্যকারিতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ডিপিপিতে একটি সম্পূর্ণ Exit Plan অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। থাকলে প্রকল্প হতে সৃষ্ট অবকাঠামো দীর্ঘমেয়াদে অকার্যকর বা অব্যবহৃত হয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে যায়, যা জাতীয় সম্পদের অপচয়ের কারণ হতে পারে।

## ৩.২২ মিনি স্টেডিয়াম পরিচালনার নীতিমালা পর্যালোচনা

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের স্টেডিয়ামসমূহ কিভাবে পরিচালিত হবে সে সংক্রান্ত একটি নীতিমালা সংযোজিত রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত মিনি স্টেডিয়ামসমূহ নির্মাণ সমাপ্ত হবার পর পরিচালনার নীতিমালাটি ২০২৫ সালে অনুমোদন করা হয় যেখানে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যসহ ১১ সদস্য বিশিস্ট পরিচালনা কমিটি তৈরির কথা বলা হয়েছে এবং তাদের কার্যাবলি বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আউটসোর্সিং ভিত্তিতে প্রতিটি উপজেলায় একজন কেয়ারটেকার, ২ জন সিকিউরিটি গার্ড (নিরাপত্তা প্রহরী) এবং একজন ক্লিনার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) নিয়োগের কথা নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রমের জনবল কাঠামো অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সম্মানীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং প্রয়োজনে জনবল হ্রাস বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। সমীক্ষা কার্য চলাকালীন সময়ে নীতিমালা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের কাজ শুরু হয়নি। এছাড়া বর্তমানে প্রকল্পের হস্তান্তরিত স্টেডিয়ামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় শুরু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে, প্রকল্পের নীতিমালায় কোন অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হলে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে মর্মে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

# চতুর্থ অধ্যায়
# প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা

## ৪.১ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য এবং সেকেন্ডারি ডকুমেন্টস হতে প্রাপ্ত পর্যালোচনার আলোকে প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো:

| সবল দিকসমূহ (Strengths) | দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses) |
|---|---|
| • উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ী ক্রীড়া অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে;<br>• মাঠ, গ্যালারি, প্যাভিলিয়ন, টয়লেটসহ সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে, যা বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী;<br>• বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে;<br>• স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া সংস্থার সম্পৃক্তত সৃস্টি। | ▪ পূর্ণকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক না থাক;<br>▪ বারবার অবকাঠামোগত নকশা/ডিজাইন পরিবর্তন করা;<br>▪ অনুমোদিত জনবলের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ঘাটতি এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব নির্ভর ব্যবস্থাপনা;<br>▪ পূর্ণাঙ্গ Exit Plan ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামোর অভাব; এবং<br>▪ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ভেন্যু ব্যবহার করায় কাজে বিলম্ব। |
| **সুযোগসমূহ (Opportunities)** | **ঝুঁকিসমূহ (Threats)** |
| ▪ তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া উন্নয়ন ও মানবসম্পদ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি;<br>▪ শিশু, কিশোর ও তরুণদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব;<br>▪ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ বৃদ্ধি;<br>▪ স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সম্ভব;<br>▪ ক্রীড়া কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি ও অপরাধপ্রবণতা হ্রাস। | ▪ রেট সিডিউল পরিবর্তন;<br>▪ জমি অধিগ্রহণে জটিলতা;<br>▪ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি;<br>▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ভূমিকম্প, ঝড় ও বন্যা ইত্যাদি)। |

## ৪.২ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ পর্যালোচনা

**তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি:** উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ী ক্রীড়া অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খেলাধুলা চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নতুন খেলোয়াড় তৈরির পাশাপাশি যুবসমাজকে ক্রীড়ামুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

**সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন:** মাঠ, গ্যালারি, প্যাভিলিয়ন, টয়লেটসহ সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে স্টেডিয়ামগুলো বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে। এতে ক্রীড়া আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

**ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা সম্প্রসারণের সুযোগ:** বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিকাশ ত্বরান্বিত হতে পারে।

**স্থানীয় অংশীজনের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:** স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া সংস্থার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় জোরদার হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### ৪.৩ দুর্বল দিকসমূহ পর্যালোচনা

**পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা:** পূর্ণকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে নিয়মিত তদারকি ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বাস্তবায়নের গতি কিছু ক্ষেত্রে মন্থর হয়েছে।

**বারবার নকশা ও ডিজাইন পরিবর্তন:** অবকাঠামোগত নকশা ও ডিজাইন বারবার পরিবর্তনের কারণে কাজের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি হয়েছে।

**জনবল ঘাটতি:** অনুমোদিত জনবলের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ঘাটতির কারণে অতিরিক্ত দায়িত্ব নির্ভর ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে, যা প্রশাসনিক ও কারিগরি কার্যক্রমের দক্ষতা হ্রাস করেছে।

**Exit Plan ও রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামোর অভাব:** পূর্ণাঙ্গ Exit Plan ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামো না থাকায় ভবিষ্যতে অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

**সামাজিক অনুষ্ঠানের কারণে কাজের বিলম্ব:** বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ভেন্যু ব্যবহার করায় নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং কাজের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে।

### ৪.৪ প্রকল্পের সুযোগসমূহ পর্যালোচনা

**তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া উন্নয়ন:** প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।

**শিশু ও তরুণদের বিকাশে সহায়ক পরিবেশ:** শিশু, কিশোর ও তরুণদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য একটি সুস্থ ও ইতিবাচক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

**জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ:** উন্নত অবকাঠামোর কারণে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্থানীয় অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পৃক্ততায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

**কমিউনিটি অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন:** স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে স্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ আরও কার্যকর ও টেকসই হতে পারে।

**সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি:** ক্রীড়া কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি এবং যুবসমাজকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখা সম্ভব হতে পারে।

### ৪.৫ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা

**রেট সিডিউল পরিবর্তন:** রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

**জমি অধিগ্রহণে জটিলতা:** জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি:** ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের ধীরগতি বা গাফিলতির কারণে কাজের মান ও সময়মতো বাস্তবায়ন ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

**প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব:** ভূমিকম্প ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নির্মাণ কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এবং অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

# পঞ্চম অধ্যায়
# পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি, ক্রয় কার্যক্রম, ভূমি অধিগ্রহণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, নির্মাণ কাজের গুণগতমান, সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, পরিবেশ, খানা জরিপ, এফজিডি, কেআইআই, স্থানীয় মতবিনিময় কর্মশালা এবং Exit Plan ও পরিচালনা নীতিমালা সংক্রান্ত যে বিস্তারিত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে নিম্নে অনুচ্ছেদভিত্তিক সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ পেশ করা হলো:

## ৫.১ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকালকে ভিত্তি করে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বছর-১ এ ৬.৩৮%, বছর-২ এ ১৩.৮৪%, বছর-৩ এ ৩.২৯%, বছর-৪ এ ৪.০৪%, বছর-৫ এ ৩৫.২৪% এবং বছর-৬ এ ৩৭.২২.% অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি ৬২.৭৮% হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩৭%। অর্থাৎ পরিকল্পিত লক্ষ্যের তুলনায় প্রকল্পটি প্রায় ২৫.৭৮ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছে। দরপত্র আহ্বান, পরামর্শক নিয়োগের পূর্বেই নকশা চূড়ান্ত না হওয়া, পাইল ফাউন্ডেশনসহ একাধিক ভেরিয়েশন অনুমোদন এবং প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কর্মপরিকল্পনার বাস্তব অনুসরণ সম্ভব হয়নি। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়, প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হলে নির্মাণ উপকরণ আগাম সংগ্রহ, শুষ্ক মৌসুমে কাজের গতি বৃদ্ধি, এবং দরপত্র ও চুক্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ অত্যাবশ্যক। একইসাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প দপ্তরের তদারকি জোরদার ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা গেলে কর্মপরিকল্পনার সাথে বাস্তব অগ্রগতির ব্যবধান হ্রাস করা সম্ভব। (অনুচ্ছেদ ৩.১)।

## ৫.২ বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় পর্যবেক্ষণ

বিগত পাঁচ অর্থবছরে (২০২১-২২ হতে ২০২৫-২৬) প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি চাহিদা ৪১,০১১.০০ লক্ষ টাকা, আরএডিপি বরাদ্দ ১,০৩,৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা; এর বিপরীতে মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ৮৮,৭৪৯.৩২ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮২,০৫৯.৫৭ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় ৭৫,৬৮০.৩৮ লক্ষ টাকা (৪২.২২%) কম ব্যয় হয়েছে এবং আরএডিপি বরাদ্দের তুলনায় ছাড়কৃত অর্থের ব্যয় হার ৭৯.২১%। বিশেষভাবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৯,৮৩১.০০ লক্ষ টাকা ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩,৬৯৯.৬৭ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৬,১৩১.৩৩ লক্ষ টাকা (৬২.৩৭%) কম, যা ছাড়কৃত অর্থ সময়মত ব্যবহারে দুর্বলতা নির্দেশ করে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বাধিক অর্থ ছাড় প্রদান করা হলেও পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে অর্থ ছাড় ও ব্যয় কমে গেছে। প্রকল্প কার্যালয় থেকে জানা যায়, ২০২২-২৩ সালে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ ডিসি অফিস সমুহকে প্রদান করার ফলে উক্ত বছর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে প্রত্যাশিত অগ্রগতি না হওয়ায় বাস্তবায়ন কার্যক্রমে অর্থব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়, আরএডিপিতে বরাদ্দ বারবার সমন্বয় এবং প্রত্যাশিত ব্যয় অর্জনে ব্যর্থতা প্রকল্পের কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতির বিলম্বের কারণে হয়েছে। প্রকল্পের কাজের বাস্তব অগ্রগতির ভিত্তিতে বিল প্রক্রিয়াকরণ, এমবি বুক যাচাই, কাজের সনদ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের পর্যায়সমূহ দ্রুততর করা না হলে চলতি ও পরবর্তী অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হবে। (অনুচ্ছেদ ৩.২)।

## ৫.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৮৫,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা; এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৮,৩৫৯.৯০ লক্ষ টাকা (২৮.৭৪%) এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৭.০০%। আবর্তক ব্যয়ের ১,৩৫২.৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৪৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৪.৭১ লক্ষ টাকা; কনসালটেন্সি, সম্মানী (নতুন কোড) ও টিএ/ডিএ (নতুন কোড) খাতে কোনো ব্যয় হয়নি। মূলধন ব্যয়ের ক্ষেত্রে ১৫,২০৩.০০ লক্ষ টাকার আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩,৬৮৪.৯৬ লক্ষ টাকা; বিশেষ করে আসবাবপত্র, সৌর প্যানেল ও কম্পিউটার সামগ্রী খাতে চলতি বছরে কোনো ব্যয় হয়নি। সার্বিক পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান, পরিকল্পিত ক্রয় কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু হয়নি এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত গতি অনুপস্থিত। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, ঠিকাদার নিয়োগের পরামর্শক নিয়োগ

ও নকশা পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ার মূল কারণ। অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৩.৩)।

## ৫.৪ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৫) অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের শুরুতেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুতপূর্বক HOPE কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করার বিধি অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের মত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এপিপি অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। তবে পূর্ত কাজের ২২৩টি প্যাকেজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, একাধিক প্যাকেজে সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ একাধিকবার পরিবর্তন/বৃদ্ধি করতে হয়েছে; কিছু প্যাকেজে ২০২৫ সালের নির্ধারিত সমাপ্তি হতে এক-দুই বছরেরও অধিক বিলম্ব দেখা গেছে। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান, এপিপি প্রস্তুতি ও অনুমোদন যথাসময়ে হলেও বাস্তব পর্যায়ে চাহিদা-প্রাক্কলন, সরবরাহ পরিকল্পনা ও সক্ষমতা মূল্যায়নের সাথে এর সংযোগে দুর্বলতা রয়েছে। এপিপির সাথে নগদ-প্রবাহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সক্ষমতার সমন্বয় নিশ্চিত না করলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পূর্ত প্যাকেজসমূহের কাজ সম্পন্ন করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। (অনুচ্ছেদ ৩.৪)।

## ৫.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে মোট পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজ ১৮টি, পূর্ত কাজের প্যাকেজ ২২৩টি এবং সেবার প্যাকেজ ২৭টি নির্ধারণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ সম্পন্ন ও হস্তান্তরিত ৪০টি উপজেলার মধ্যে ০৭টি সদর উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নে ডিপিপি, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (PPA-২০০৬) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (PPR-২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন এবং কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্বের কারণে অনেক প্যাকেজের কাজ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রগতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করেছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট পরিবর্তন, নির্মাণ উপকরণ সরবরাহে বিলম্ব এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির ফলে প্যাকেজভিত্তিক কাজের বাস্তবায়নে ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে প্যাকেজভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং সময়াবদ্ধভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় জোরদার, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি (অনুচ্ছেদ: ৩.৫)।

## ৫.৬ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন ব্যয় পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৮৫,৫৪২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আবর্তক ব্যয় ১,৩৫২.৬৫ লক্ষ (০.৪৮%), মূলধন ব্যয় ২,৭৮,৫৭৮.৫২ লক্ষ (৯৭.৫৬%) এবং কন্টিনজেন্সি ৫,৬১০.৮৩ লক্ষ। মূলধন ব্যয়ের সবচেয়ে বড় খাত 'অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো' (১,৭৪,৭১০.১২ লক্ষ; মূলধন ব্যয়ের ৬২.৭১%); কিন্তু এ খাতে অগ্রগতি মাত্র ১৮.৮১%, যা উদ্বেগজনক। দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত ভূমি অধিগ্রহণে অগ্রগতি ৫৬.৯৯%; অপরদিকে ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রগতি মাত্র ১১.৮২%, যা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা খাত। আবর্তক ব্যয়ে জনবলের বেতন-ভাতাদি খাতে অগ্রগতি মাত্র ১৭.০১%, যা জনবল নিয়োগে বিলম্বের নির্দেশক। পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে 'অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো' এবং 'ড্রেনেজ' খাতে বার্ষিক বাস্তবায়ন গতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি না করলে মূল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব। সহায়ক অবকাঠামো খাত যেমন নলকূপ, সৌর প্যানেল এবং কম্পিউটার সামগ্রীর বাস্তবায়ন প্রধান ভবনগুলো ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কন্টিনজেন্সি তহবিল ব্যবহার অবশিষ্ট মেয়াদে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পিতভাবে রাখা প্রয়োজন। (অনুচ্ছেদ ৩.৭)।

## ৫.৭ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও খাস জমিতে স্টেডিয়াম নির্মাণ পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় ৭৮টি স্টেডিয়াম খাসজমিতে এবং ১২৩টি উপজেলায় ৩৮৬.৮৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে; অধিগ্রহণ খাতে মোট ব্যয় ৬৭,৯৬০.৯০ লক্ষ টাকা। খাস জমিতে নির্মিত স্টেডিয়ামসমূহ খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণ করা হচ্ছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুসরণে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণকৃত অংশের ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের খাস জমিতে স্টেডিয়াম নির্মাণ ভূমি ১২৩টি উপজেলার মধ্যে ৬১টির অধিগ্রহণ প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরিত; ২৫টি উপজেলায় জমি বুঝে পাওয়া গেছে, ৫টিতে মূল্য পরিশোধ করা হলেও দখল পাওয়া যায়নি, ৬টিতে অতিরিক্ত মূল্য (১৩৬৪.৪৮ লক্ষ টাকা) অনুমোদন হয়েছে এবং ২১টিতে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান। ৪টি খাসজমি বন্দোবস্তকৃত হওয়ায় দখলে আনতে ৫১৭.৪২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান, খাসজমি প্রাপ্তি ঝামেলামুক্ত হলেও অনেকক্ষেত্রে অবস্থানগত কারণে স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে অসামঞ্জস্য থাকে যা

ব্যবহারের ফলাফলকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। অপরদিকে অধিগ্রহণকৃত জমি সংক্রান্ত প্রশাসনিক জটিলতা ও দখল প্রাপ্তিতে বিলম্ব প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে নিয়মিত তাগিদ ও সমন্বয় বৃদ্ধি এবং অধিগ্রহণকৃত জমিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের আওতায় আনা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ৩.৮)।

### ৫.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ , খাস জমি হস্তান্তর, প্রশাসনিক অনুমোদনে বিলম্ব এবং দরপত্র ও চুক্তি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা চিহ্নিত হয়েছে, যা বাস্তবায়ন অগ্রগতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নকশা সংশোধন, ভেরিয়েশন বৃদ্ধি এবং সাইট হস্তান্তরে বিলম্বের কারণে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী অগ্রগতি হয়নি। মাঠ পর্যায়ে ড্রেনেজ সমস্যা, সীমানা প্রাচীর ও নিরাপত্তা অবকাঠামোর ঘাটতি, প্রশিক্ষিত কোচ ও ক্রীড়া সরঞ্জামের অভাব এবং দক্ষ জনবলের সীমাবদ্ধতা প্রকল্পের পূর্ণ সুফল অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। একইসঙ্গে, বাস্তব চাহিদা অনুসারে অর্থ ছাড় না হওয়া ও বিল প্রক্রিয়াকরণে ধীরগতি, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুস্পষ্ট আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব এবং কার্যকর Exit Plan-এর অনুপস্থিতি প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। অংশীজনদের মতামত অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসন, ক্রীড়া সংস্থা ও জনগণের সমন্বয় বাড়ানো, নিয়মিত মনিটরিং জোরদার করা এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা না গেলে প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন কঠিন হতে পারে। এছাড়া ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ কাজে বিলম্ব দূরীকরণে ঠিকাদারদের নিকট থেকে Liquidated Damages আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে e-GP ব্যবস্থার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ডিজিটাল সাইট মনিটরিং, সাইট অর্ডার বুকের অনলাইন ব্যবহার এবং জিআইএসভিত্তিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ চালু করা আবশ্যক। (অনুচ্ছেদ: ৩.৩, ৩.৪. ৩.১৬, ৩.১৭, ৩.১৮ ও ৩.১৯)।

### ৫.৯ লগ-ফ্রেমের আলোকে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন পর্যবেক্ষণ

লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা আয়োজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সূচকসমূহ যৌক্তিক হলেও বাস্তব অগ্রগতি পরিকল্পিত লক্ষ্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে, যেখানে আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ২৮.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৩৭%। আউটপুট পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিস্তৃত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা, নকশা পরিবর্তন, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে বাস্তবায়নে ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া ইনপুট ব্যবস্থাপনায় সময়মতো অর্থ ছাড়, দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব প্রকল্পের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করেছে। ফলে লগ-ফ্রেম অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এখনও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। এ প্রেক্ষিতে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা, কার্যকর তদারকি এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনা জোরদার আবশ্যক। (অনুচ্ছেদ: ৫.১০)।

### ৫.১০ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি; পরবর্তী পর্যায়ে ডিপিপি সংশোধনকালে মে ২০২৪ এ ব্যয় ও পরিধি সংশোধনের প্রেক্ষিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংক্ষিপ্ত আকারে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়েছে হলেও পরিকল্পনা কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের অভিজ্ঞ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদন না হওয়ায় এতে কারিগরি বিশেষজ্ঞ ইনপুট অনুপস্থিত রয়েছে। আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে CBA, FIRR, EIRR ও NPV যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে বলা যায় প্রকল্পের আকার ও গুরুত্ব বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা হয়নি। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান, ক্রীড়া অবকাঠামো প্রকল্পে মাঠের ডিজাইন, ড্রেনেজ, ঘাস ব্যবস্থাপনা, ব্যবহারযোগ্যতা, নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ মতামতের অভাবই প্রকল্পের অনেক বাস্তবায়নকালীন সমস্যার মূল উৎস। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র ফার্মের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। (অনুচ্ছেদ ৩.১২)

### ৫.১১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত থাকলেও তিনি পূর্ণকালীন নয়, বরং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কর্মরত আছেন, যা কার্যকর নেতৃত্বে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘ সময় একই কর্মকর্তা দায়িত্বে থাকায় প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে তদারকি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী ৫৬ জন জনবল অনুমোদিত থাকলেও বর্তমানে মাত্র ২৪ জন কর্মরত রয়েছে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় ঘাটতি নির্দেশক।

বিশেষ করে কারিগরি পদ যেমন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও প্রকল্প প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জনবল স্বল্পতা বিদ্যমান, যা মাঠ পর্যায়ের কাজের গতি ও গুণগত মানকে প্রভাবিত করছে। অধিকাংশ জনবল অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কাজ করায় তাদের মনোযোগ ও সময় বণ্টনে সীমাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। উপ-প্রকল্প পরিচালক পদ শূন্য থাকায় সমন্বয় ব্যবস্থায় দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের ডিপিপি ও পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত পিএসসি সভার ২৪টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০টি (৪১.৬৬%) এবং পিআইসি সভার ৯টি (৩৭.৫%) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সার্বিকভাবে, পূর্ণকালীন ও দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত শক্তিশালীকরণ না হলে প্রকল্পের অগ্রগতি ও মান উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে (অনুচ্ছেদ: ৩.১৩.১, ৩.১৩.২, ৩.১৩.৩)

### ৫.১২ প্রকল্পের অডিট আপত্তি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অডিট তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সংখ্যা চারটি এবং উত্থাপিত আপত্তিতে মোট ৪,৭৭,৫৮,৬৬২ (চার কোটি সাতাত্তর লক্ষ আটান্নহাজার ছয়শত বাষট্টি টাকা) আর্থিক ক্ষতির উল্লেখ রয়েছে। উক্ত আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ব্রডশীট আকারে জবাব নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রেরণ করেছে বলে জানানো হলেও আপত্তিটসমূহ এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের অনিয়ম পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বাড়ায়। তাই অডিট আপত্তিসমূহ দুত নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। (অনুচ্ছেদ ৩.১৩.৬)

### ৫.১৩ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের তথ্যাদি e-PMIS এ হালনাগাদকরণ পর্যবেক্ষণ

আইএমইডির e-PMIS পোর্টালে প্রকল্পের ডিপিপির তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকলেও আরডিপিপি অনুযায়ী হালনাগাদকরণ এবং মাসিক ব্যয় ও অর্জনের তথ্য আপডেট কার্যক্রম এখনো প্রক্রিয়াধীন। হালনাগাদকৃত ও প্রকৃত-সময়ের তথ্য না থাকায় উচ্চপর্যায়ের পরিবীক্ষণ, ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আন্তঃদপ্তর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান, e-PMIS এ আরডিপিপির পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তি, ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ, মাসিক ভিত্তিতে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি, প্যাকেজভিত্তিক অবস্থা ও অডিট নিষ্পত্তির তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ একটি বাধ্যতামূলক চর্চা হিসেবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। (অনুচ্ছেদ ৩.১৩.৫)।

### ৫.১৪ নির্মাণ কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ

সমীক্ষাকালীন বাগাতিপাড়া (নাটোর) ও দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ) স্টেডিয়াম থেকে বালু, পাথর ও রডের নমুনা সংগ্রহ করে বুয়েট সহ বিভিন্ন ল্যাবে পরীক্ষা পাঠানো হয়েছে। ৬টি স্টেডিয়ামে Rebound Hammer Test-এ গ্যালারির গ্রেড বিম, কলাম এবং প্যাভিলিয়নের কলাম পরীক্ষা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২৫ MPa স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় সন্তোষজনক ফলাফল (৩৩ MPa-এর কাছাকাছি) পাওয়া গেছে। বুয়েট, কুয়েট, রুয়েট, বাপাউবো জোনাল ল্যাবরেটরি এবং সংশ্লিষ্ট এলজিইডি অফিসে পরিচালিত ল্যাব-টেস্টের ফলাফল অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নমুনাগুলো 'Sealed Condition'-এ গৃহীত হওয়ায় নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণে কাঠামোগত শক্তির দিক থেকে ফলাফল সন্তোষজনক হলেও সরেজমিন পরিদর্শনে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দু একটি স্টেডিয়ামে সুপেয় পানির অভাবজনিত কারণে কিউরিং ঘাটতি, দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকার ফলে রডে মরিচা এবং স্টিল ও গ্রিলের ফিনিশিং ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। নির্মাণ-পরবর্তী মান যাচাই, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নিয়মিত উপস্থিতি এবং উপকরণ সরবরাহ পর্যায়ে কঠোর গুণগত নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। (অনুচ্ছেদ ৩.১৪)।

### ৫.১৫ সরেজমিনে নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ

সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদনের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও গ্রহণ পর্যায়ের কতিপয় সিদ্ধান্ত পরবর্তী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পূর্বেই দরপত্র আহ্বান ও ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ায় প্রাথমিক নকশা পরবর্তীতে সংশোধন ও ভেরিয়েশনের প্রয়োজন হয়, যার ফলে বাস্তবায়নে কিছুটা বিলম্ব ঘটে; ভবিষ্যৎ অনুরূপ প্রকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন ও পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত করে দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করা হলে এ ধরনের জটিলতা পরিহার করা সম্ভব হবে। তদ্রূপ, স্থান নির্বাচনে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনার পরিবর্তে কারিগরি উপযোগিতা ও দর্শক-যাতায়াতকেন্দ্রিক মানদন্ড প্রাধান্য পেলে নির্মিত স্থাপনার ব্যবহারযোগ্যতা আরও নিশ্চিত হবে। উল্লেখযোগ্য যে, ১ম পর্যায়ে সীমানা প্রাচীর ও মেইন গেইটের ডিপিপি সংস্থান না থাকলেও পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধন করে এ দুটি অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা একটি যথাযথ সংশোধনমূলক উদ্যোগ এবং অবশিষ্ট স্থাপনাসমূহেও তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে

সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। হস্তান্তর-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামো সুসংহত করতে ২০২৫ সালে অনুমোদিত পরিচালনা নীতিমালাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত অগ্রগতি; এতে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যসহ ১১ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠন এবং প্রতিটি উপজেলায় আউটসোর্সিং ভিত্তিতে কেয়ারটেকার, নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের সংস্থান রাখা হয়েছে। তবে আউটসোর্সিং জনবল কাঠামোর অনুমোদন ও প্রকল্পের পূর্ণ সমাপ্তি অপেক্ষমাণ থাকায় হস্তান্তরিত স্টেডিয়ামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এখনো নীতিমালা অনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় শুরু করা সম্ভব হয়নি; এ লক্ষ্যে জনবল কাঠামোর দ্রুত অনুমোদন এবং উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আর্থিক ও জনবল সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি নীতিগতভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণে অধিকাংশ মিনি স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন, গ্যালারি, টয়লেট ফিটিংস ও অন্যান্য ফিনিশিং আইটেমের নির্মাণমান সন্তোষজনক পাওয়া গেছে, যদিও কতিপয় কারিগরি দিকে উন্নতির অবকাশ রয়েছে। পরিদর্শনকৃত স্টেডিয়ামসমূহের মধ্যে আনুমানিক ১০% মাঠে স্থানভেদে ঘাসের অনুপস্থিতি এবং প্রায় ৫% হস্তান্তরিত স্থানে ড্রেনে ময়লা জমে নিষ্কাশন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে; পাশাপাশি স্থানবিশেষে কিউরিংয়ের ঘাটতি, ইটের মান, গ্যালারি চেয়ারের সংযোগ এবং নির্মাণপরবর্তী রঙের স্থায়িত্ব বিষয়ে মনোযোগ প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে যেসব মাঠে অতিরিক্ত মাটি ভরাটের প্রয়োজন হয়নি, সেখানে ঘাস ও সার্বিক অবস্থা খেলাধুলা ও টুর্নামেন্ট আয়োজনের উপযোগী পাওয়া গেছে—যা যথাযথ মাটি ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ঘাস লাগানোর কার্যকারিতা নির্দেশ করে। এসব পর্যবেক্ষণের আলোকে মাঠ ভরাট ও উপরিভাগের পরিচর্যায় গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, কার্যকর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত মানের প্রতিরক্ষামূলক রং ও কোটিং ব্যবহারের বিষয়গুলোকে নির্মাণমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন। সর্বোপরি, ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড চলমান থাকা অবস্থায় চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ সমাধান করে ঠিকাদারের পারফরমেন্স গ্যারান্টি অবমুক্ত করা এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তদারকি জোরদার করা হলে নির্মিত স্থাপনাসমূহের দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। (অনুচ্ছেদ: ৩.১৫)

### ৫.১৬ প্রকল্পের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ Environmental Impact Assessment (EIA) পরিচালনা করা হয়নি। নির্মাণ কার্যক্রমের ফলে ধুলাবালি, শব্দ দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হলেও তা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোনো পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে যে নির্মাণ বর্জ্য যথাযথভাবে অপসারণ না করে এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা হয়েছে, যা স্থানীয় পরিবেশ ও পানি নিষ্কাশনে সমস্যা সৃষ্টি করছে। ভবিষ্যতে স্টেডিয়াম ব্যবহারের ফলে বর্জ্য, শব্দ ও যানজট বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও এ বিষয়ে পূর্বপ্রস্তুতি নেই। সার্বিকভাবে প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য উদ্বেগজনক (অনুচ্ছেদ: ৩.১৪)।

### ৫.১৭ উপকারভোগী জরিপের ফলাফল পর্যবেক্ষণ

১৬টি জেলার ১৬টি উপজেলায় ১,২০০ উপকারভোগীর খানা জরিপে দেখা গেছে-পুরুষ উত্তরদাতা ৯৫%, মহিলা ৫%; ১৮-৩০ বছর বয়সী তরুণ ৫৬.৫%; পেশায় ব্যবসায়ী ২৮.৯%, সাধারণ জনগণ ২৬.২%, শিক্ষার্থী ২১.৬%, খেলোয়াড় ৯.৫% ও কোচ ০.৫%; প্রকল্প সম্পর্কে অবগতি ১০০%; ৯৬.৪% উত্তরদাতা পূর্বে এলাকায় কোনো মিনি স্টেডিয়াম ছিল না বলে জানিয়েছেন; ৯৯.৫% মনে করেন খেলাধুলার হার বৃদ্ধি পাবে; ৯৭.১% মেয়েদের অনুকূল পরিবেশ থাকবে বলে মত দিয়েছেন; ৯৪.৮% মনে করেন তরুণরা মাদক/অপরাধ থেকে দূরে থাকবে; ৯৬.৭% মনে করেন স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে; ৮২.২% রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক বললেও ২৯.৪% নির্মাণে গুণগত ঘাটতি চিহ্নিত করেছেন; ৭৯.৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন এলাকায় নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই এবং ৮১.৯% প্রশিক্ষক/কোচকে অপর্যাপ্ত/অনুপস্থিত বলেছেন; ক্রীড়া আয়োজনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা মাঠের অভাব (৪২.৮%) ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা (২৮%)। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান, প্রকল্প সম্পর্কে জনসচেতনতা সর্বোচ্চ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রত্যাশা প্রবল; অপরদিকে নারী অংশগ্রহণ (৫%) সীমিত, প্রশিক্ষণ ও কোচের প্রাপ্যতায় ঘাটতি এবং নির্মাণে অল্প কিছু গুণগত ত্রুটি রয়েছে। প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত সুফল নিশ্চিত করতে কোচ নিয়োগ, নারী-বান্ধব সুবিধা সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায় বাজেট ও জনবল বরাদ্দ অত্যাবশ্যক (অনুচ্ছেদ ৩.১৭)।

### ৫.১৮ এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ

দেশের ১৬টি জেলায় ১৬টি এফজিডিতে খেলোয়াড়, কোচ, ইউপি প্রতিনিধি, শিক্ষক, নারী প্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা, বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও টেকসইতা সংক্রান্ত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীরা মাঠের ঘাস, ড্রেনেজ, সীমানা প্রাচীর, নিরাপত্তা, দর্শক ব্যবস্থাপনা, নারী ও প্রতিবন্ধী-বান্ধব অবকাঠামো (পৃথক ড্রেসিং রুম, র‍্যাম্প, স্যানিটেশন), কোচ ও প্রশিক্ষক প্রাপ্যতা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক টেকসইতা বিষয়ে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করেছেন পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদা অবকাঠামো-পরবর্তী পরিচালনা, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রিক; নির্মাণ পর্যায়ে এ চাহিদাসমূহকে সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে অবকাঠামোর কার্যকর ব্যবহার ঝুঁকির মধ্যে থাকবে (অনুচ্ছেদ ৩.১৮)।

### ৫.১৯ মুখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাৎকারের ফলাফল পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প পরিচালক, পরামর্শক/ঠিকাদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে কেআইআইতে প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, অবকাঠামোগত সুবিধা, মান নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় সমন্বয়, প্রশিক্ষণ, প্রতিভা অন্বেষণ, অর্থ ছাড়, ক্রয় আইন অনুসরণ, পিআইসি/পিএসসি কার্যক্রম, ভূমি অধিগ্রহণ, খাসজমি প্রাপ্তি ও Exit Plan সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছে। পরামর্শক/ঠিকাদারদের সাক্ষাৎকারে সাইট হস্তান্তর, নকশা চূড়ান্তকরণ ও প্রশাসনিক অনুমোদনে বিলম্ব, বিল অনুমোদনে জটিলতা, ভিত্তি ও মাটি সংক্রান্ত কারিগরি সমস্যা এবং দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি প্রধান বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অপরদিকে কংক্রিট ঢালাই, ভাইব্রেশন ও কিউরিং, স্টিল শাটারিং ব্যবহার, ল্যাব টেস্ট, PPE ব্যবহার ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা মোটামুটি অনুসৃত হলেও সর্বত্র সমানভাবে নয়। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান, প্রকল্প পরিচালক হতে শুরু করে সাইট পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ভূমি জটিলতা এবং প্রশাসনিক বিলম্বকে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সময়াবদ্ধ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, এক-জানালা অনুমোদন ব্যবস্থা, জনবলে দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ নিয়মিতকরণ এসব সমস্যা মোকাবেলায় অপরিহার্য (অনুচ্ছেদ ৩.১৯)।

### ৫.২০ স্থানীয় মতবিনিময় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ

১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় আয়োজিত স্থানীয় মতবিনিময় কর্মশালায় বর্তমান মাঠের বালুর আধিক্য, মাটির স্তরের ঘাটতি, ড্রেনেজ অকার্যকরতা, বাউন্ডারি ওয়াল ও রেলিংয়ের অভাব, প্রতিবন্ধী-বান্ধব র‍্যাম্পের অনুপস্থিতি, প্রশিক্ষিত কোচের সংকট এবং রক্ষণাবেক্ষণ অর্থায়নের অভাব-এসব বিষয়কে প্রধান সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা উপজেলা ক্রীড়া পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, ডিজিটাল মনিটরিং চালুসহ একাধিক সুপারিশ প্রদান করেছেন। পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, স্থানীয় অংশীজনদের সুপারিশসমূহ মূলত অবকাঠামো-পরবর্তী পরিচালনা, আর্থিক টেকসইতা ও অংশগ্রহণমূলক জবাবদিহিতা কেন্দ্রিক। প্রতিটি উপজেলায় অনুরূপ মতবিনিময় কর্মশালা আয়োজন এবং স্থানীয় চাহিদা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ৩.২০)

### ৫.২১ মিনি স্টেডিয়াম চালুর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে খেলোয়াড় বাছাই ও প্রতিভা অন্বেষণের সুযোগ

মিনি স্টেডিয়াম তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। নিয়মিত অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন খেলোয়াড় সনাক্তকরণ সহজ হচ্ছে এবং গ্রামীণ পর্যায়ের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও ক্রীড়া ক্লাবগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রম আরও কার্যকর করা হলে তৃণমূল পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরি হবে। এ ধরনের সমন্বয় এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী হয়নি এবং তা উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষক, কোচ ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা জনবল তৈরির জন্য জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা বিকাশ কার্যকর হবে। নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ: ৩.১৭, ৩.১৮)

### ৫.২২ প্রকল্পের Exit Plan ও টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প ডিপিপিতে টেকসইকরণ বিষয়ে প্রকল্পে পরামর্শকের মাধ্যমে স্টেডিয়ামসমূহের নকশা করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর নির্মিত ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও জেলা/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার জনবল দ্বারা সরকার হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে মর্মে উল্লেখ থাকলেও একটি সুস্পষ্ট, কাঠামোবদ্ধ ও বিস্তারিত Exit Plan অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যা প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা। প্রকল্প সমাপ্তির পর অবকাঠামোর হস্তান্তর প্রক্রিয়া, সময়সীমা, শর্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা অনুপস্থিত। হস্তান্তর-পরবর্তী পরিচালনা কাঠামো, দায়িত্ব বণ্টন ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান, পুনরাবৃত্ত ব্যয়, বাজেট কাঠামো

এবং সম্ভাব্য রাজস্ব আহরণের পরিকল্পনা অপর্যাপ্ত। এছাড়া পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ কাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুপস্থিত। নিয়মিত কারিগরি সহায়তা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রকল্প-পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়ন (M&E) কাঠামো সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ফলে নির্মিত স্টেডিয়ামসমূহের দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা, কার্যকারিতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ডিপিপিতে একটি সম্পূর্ণ Exit Plan অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। থাকলে প্রকল্প হতে সৃষ্ট অবকাঠামো দীর্ঘমেয়াদে অকার্যকর বা অব্যবহৃত হয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে যায়, যা জাতীয় সম্পদের অপচয়ের কারণ হতে পারে। (অনুচ্ছেদ: ৩.২১)।

## ৫.২৩ মিনি স্টেডিয়াম পরিচালনার নীতিমালা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের স্টেডিয়ামসমূহ কিভাবে পরিচালিত হবে সে সংক্রান্ত একটি নীতিমালা সংযোজিত রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত মিনি স্টেডিয়ামসমূহ নির্মাণ সমাপ্ত হবার পর পরিচালনার নীতিমালাটি ২০২৫ সালে অনুমোদন করা হয় যেখানে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যসহ ১১ সদস্য বিশিস্ট পরিচালনা কমিটি তৈরির কথা বলা হয়েছে এবং তাদের কার্যাবলি বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আউটসোর্সিং ভিত্তিতে প্রতিটি উপজেলায় একজন কেয়ারটেকার, ২ জন সিকিউরিটি গার্ড (নিরাপত্তা প্রহরী) এবং একজন ক্লিনার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) নিয়োগের কথা নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রমের জনবল কাঠামো অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সম্মানীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং প্রয়োজনে জনবল হ্রাস বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। সমীক্ষা কার্য চলাকালীন সময়ে নীতিমালা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের কাজ শুরু হয়নি। এছাড়া বর্তমানে প্রকল্পের হস্তান্তরিত স্টেডিয়ামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় শুরু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে, প্রকল্পের নীতিমালায় কোন অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হলে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে মর্মে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ৩.২২)।

# ষষ্ঠ অধ্যায়
# সুপারিশ ও উপসংহার

## ৬.১ সুপারিশ

১. সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে ভূমি অধিগ্রহণ, খাস জমি হস্তান্তর ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় জোরদারকরণসহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ব্যবস্থা চালু করতে হবে; *(অনুচ্ছেদ ৩.৮ এবং ৫.৭, ৫.৯)*

২. ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহের মানসম্পন্ন নির্মাণের লক্ষ্যে পরামর্শক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নিয়মিত উপস্থিতি, নির্মাণ উপকরণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মাণ-পরবর্তী মান পুনঃযাচাইপূর্বক ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন সাপেক্ষে ঠিকাদারের পারফরম্যান্স গ্যারান্টি অবমুক্ত করতে হবে; *(অনুচ্ছেদ ৩.১৪ এবং ৫.১৪)*

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নকশা পরিবর্তন, ব্যয় বৃদ্ধি ও বিলম্ব এড়াতে বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণধর্মী প্রকল্প গ্রহণকালে বাধ্যতামূলকভাবে পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, নকশা প্রণয়ন এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) সম্পন্ন করতে হবে; *(অনুচ্ছেদ- ৫.১১);*

৪. প্রকল্পের অতিবাহিত বাস্তবায়নকাল (জুলাই ২০২১-এপ্রিল ২০২৬) সত্ত্বেও আর্থিক অগ্রগতি ২৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৭% (২০১টি স্টেডিয়ামের মধ্যে ৪০টি সম্পন্ন ও হস্তান্তরিত) বিবেচনায় অবশিষ্ট কার্যক্রম গুণগত মান বজায় রেখে সমাপ্ত করতে বাস্তবসম্মত ও সময়াবদ্ধ সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা (Revised Action Plan) প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প অফিস কর্তৃক মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে; *(অনুচ্ছেদ ৩.১, ৩.৩ এবং ৫.১, ৫.৩)*

৫. উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত স্টেডিয়ামের যথাযথ ব্যবহার ও তদারকি নিশ্চিতে করতে উপজেলা ক্রীড়া অফিসার নিয়োগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকৌশল শাখার জনবল সংকট নিরসন ও কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; *(অনুচ্ছেদ ৩.১৩ এবং ৫.১২)*

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা (PIC/PSC) নিয়মিত আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪টি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ এবং প্রয়োজন অনুসারে তদারকি বৃদ্ধি ও ePIMS এ তথ্য হালনাগাদ করার মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা জোরদরকরণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনায় ড্রোন সার্ভে ও GIS ভিত্তিক ডিজিটাল মনিটরিং চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ ৩.১৩ এবং ৫.১২, ৫.১৩)*

৭. প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের যথাযথ ও সময়োচিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিল প্রক্রিয়াকরণ, এমবি বুক যাচাই, কাজের সনদ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের পর্যায়সমূহ দ্রুততর করতে হবে এবং আরএডিপি বরাদ্দের সঙ্গে নগদ-প্রবাহ পরিকল্পনার সমন্বয়ের মাধ্যমে অব্যবহৃত অর্থ ফেরতের ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে; *(অনুচ্ছেদ ৩.২ এবং ৫.২)*

৮. প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে কার্যকর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে দরপত্রে বিস্তৃত অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ, বাস্তবসম্মত নির্মাণ-সময়সূচি নির্ধারণ, ভেরিয়েশন নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রয়-সংক্রান্ত নথি ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় সামঞ্জস্য বজায় রাখার মাধ্যমে সরকারি অর্থের ব্যবহারে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে হবে; *(অনুচ্ছেদ ৩.৫ এবং ৫.৫)*

৯. তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশ কার্যকর করতে ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষক, কোচ ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট জনবল তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও ক্রীড়া ক্লাবের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ জোরদার করতে হবে; (অনুচ্ছেদ ৩.১৭, ৩.১৮ এবং ৫.১৭, ৫.১৮, ৫.২১)

১০. ২০২৫ সালে অনুমোদিত পরিচালনা নীতিমালা কার্যকর করতে মিনি স্টেডিয়াম পরিচালনা কমিটি সক্রিয়করণ, জনবল কাঠামো অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুতকরণ, উপজেলা পর্যায়ে স্টেডিয়ামসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ ও জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে *(অনুচ্ছেদ-৫.২৩);*

১১. প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে স্টেডিয়ামসমূহে নারী, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অবকাঠামো (পৃথক ড্রেসিং রুম, র‍্যাম্প, প্রবেশাধিকার) এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা ও নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন; *(অনুচ্ছেদ ৫.১৮)* এবং

১২. প্রকল্প-পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট সুবিধাদির কার্যকর ব্যবহার ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা নিশ্চিত করতে হস্তান্তর প্রক্রিয়া, পরিচালনা কাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থায়ন, মানবসম্পদ পরিকল্পনা এবং প্রকল্প-পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামোসহ একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক Exit Plan প্রণয়ন করতে হবে। *(অনুচ্ছেদ ৩.২১ এবং ৫.২২)*

## ৬.২ উপসংহার

উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক ক্রীড়া অবকাঠামো সৃষ্টি, তৃণমূলে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, যুবসমাজকে ক্রীড়ামুখী করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিভা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩৭.০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ২৮.৭৪%, যা আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কম হলেও সরেজমিন পরিদর্শন, কেআইআই, এফজিডি ও উপকারভোগী জরিপে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মিনি স্টেডিয়াম এলাকায় ইতিবাচক পরিবর্তন, খেলাধুলার হার বৃদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং যুবসমাজকে মাদক ও অপরাধমুক্ত রাখতে সহায়ক হবে। নির্মাণকাজের সামগ্রিক গুণগত মান সন্তোষজনক এবং Rebound Hammer ও ল্যাব টেস্টের ফলাফল ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর মান গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হয়েছে। অন্যদিকে ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা, নকশা পরিবর্তন, দরপত্র ও প্রশাসনিক অনুমোদনে বিলম্ব এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে; পাশাপাশি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের অনুপস্থিতি, জনবল ঘাটতি (৫৬টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে কর্মরত ২৪ জন), পিএসসি/পিআইসি সভার অনিয়মিততা, চারটি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি এবং কিউরিং, ড্রেনেজ, মাঠ ও ফিনিশিং সংক্রান্ত কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি টেকসইকরণের স্বার্থে পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও কার্যকর Exit Plan নিশ্চিতকরণ, নারী-শিশু-প্রতিবন্ধীবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো সংযোজন এবং প্রশিক্ষক/কোচ সংস্থান অপরিহার্য। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়নের একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ; অবশিষ্ট মেয়াদে বাস্তবসম্মত ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, মনিটরিং জোরদারকরণ, e-PMIS পোর্টালে নিয়মিত হালনাগাদ, পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং স্টেডিয়াম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দসহ ১১ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি সক্রিয়করণের মাধ্যমে গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সম্পন্ন করা হলে এর কাঙ্ক্ষিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল অর্জন সম্ভব হবে।

**রেফারেন্সমূহ:**

- প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি, আরডিপিপি;
- প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিত নথি/দলিলাদি;
- অডিট আপত্তি সংক্রান্ত নথি/দলিলাদি
- প্রকল্পের অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইন;
- ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নথিপত্র
- টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়;
- ল্যাব-টেস্টের রিপোর্টসমূহ;
- PPA-2006- Public Procurement Act-2006, Ministry of Law, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- PPR-2008- Public Procurement Rule-2008, Ministry of Law, Justice and Perlamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথি/পত্র।
- প্রকল্প এলাকার সরেজমিন পরিদর্শনের চিত্র/ভিডিও।

**সংযুক্তি -০১**

## প্রকল্প এলাকার বিস্তারিত বিবরণ

| বিভাগ | | জেলা | | সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সংশোধিত | মূল | সংশোধিত | ক্র: নং | মূল | ক্র: নং | সংশোধিত |
| রংপুর বিভাগ | রংপুর বিভাগ | পঞ্চগড় | পঞ্চগড় | ১ | তেতুলীয়া | ১ | তেতুলীয়া |
| | | | | ২ | পঞ্চগড় সদর | ২ | পঞ্চগড় সদর |
| | | | | ৩ | বোদা উপজেলা | ৩ | বোদা উপজেলা |
| | | ঠাকারগাঁও | ঠাকারগাঁও | ৪ | হরিপুর | ৪ | হরিপুর |
| | | | | ৫ | পীরগঞ্জ | ৫ | পীরগঞ্জ |
| | | দিনাজপুর | দিনাজপুর | ৬ | বীরগঞ্জ | ৬ | বীরগঞ্জ |
| | | | | ৭ | বিরল | ৭ | বিরল |
| | | | | ৮ | নবাবগঞ্জ | ৮ | নবাবগঞ্জ |
| | | | | ৯ | ঘোড়াঘাট | ৯ | ঘোড়াঘাট |
| | | | | | | ১০ | হাকিমপুর |
| | | নীলফামারী | নীলফামারী | ১০ | কিশোরগঞ্জ | ১১ | কিশোরগঞ্জ |
| | | | | ১১ | ডিমলা | ১২ | ডিমলা |
| | | রংপুর | রংপুর | ১২ | কাঠালিয়া | ১৩ | কাঠালিয়া |
| | | | | ১৩ | পীরগাছা | ১৪ | পীরগাছা |
| | | | | ১৪ | শীবগঞ্জ | ১৫ | পীরগঞ্জ |
| | | | | | | ১৬ | বদরগঞ্জ |
| | | কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম | ১৫ | ভুরুঙাগামারী | ১৭ | ভুরুঙাগামারী |
| | | | | ১৬ | চিলমারী | ১৮ | চিলমারী |
| | | | | ১৭ | রৌমারী | ১৯ | রৌমারী |
| | | | | ১৮ | ফুলবাড়ী | | |
| | | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা | ১৯ | পলাশবাড়ী | ২০ | পলাশবাড়ী |
| | | | | ২০ | গোবিন্দগঞ্জ | ২১ | গোবিন্দগঞ্জ |
| | | লালমনিরহাট | লালমনিরহাট | ২১ | হাতীবান্ধা | ২২ | হাতীবান্ধা |
| | | | | ২২ | আদিতমারী | ২৩ | আদিতমারী |
| রাজশাহী বিভাগ | রাজশাহী বিভাগ | জয়পুরহাট | জয়পুরহাট | ২৩ | জয়পুরহাট সদর | ২৪ | জয়পুরহাট সদর |
| | | | | ২৪ | কালাই | ২৫ | কালাই |
| | | | | | | ২৬ | ক্ষেতলাল |
| | | বগুড়া | বগুড়া | ২৫ | সারিয়াকান্দি | ২৭ | সারিয়াকান্দি |
| | | | | ২৬ | নন্দীগ্রাম | | |
| | | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ২৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর |
| | | | | | | ২৯ | গোমস্তাপুর |
| | | নওগাঁ | নওগাঁ | ২৮ | নিয়ামতপুর | ৩০ | নিয়ামতপুর |
| | | | | ২৯ | পোরশা | ৩১ | পোরশা |
| | | | | ৩০ | সাপাহার | ৩২ | সাপাহার |
| | | | | ৩১ | মান্দা | ৩৩ | মান্দা |
| | | | | ৩২ | নওগাঁ সদর | ৩৪ | নওগাঁ সদর |
| | | | | | | ৩৫ | আত্রাই |
| | | রাজশাহী জেলা | রাজশাহী | ৩৩ | গোদাগাড়ী | ৩৬ | গোদাগাড়ী |
| | | | | ৩৪ | মোহনপুর | ৩৭ | মোহনপুর |
| | | | | ৩৫ | পবা | | |
| | | | | ৩৬ | বাগমারা | ৩৮ | বাগমারা |
| | | | | ৩৭ | পুঠিয়া | ৩৯ | পুঠিয়া |
| | | | | ৩৮ | বাঘা | ৪০ | বাঘা |
| | | নাটোর জেলা | নাটোর জেলা | ৩৯ | বাগাতিপাড়া | ৪১ | বাগাতিপাড়া |
| | | | | ৪০ | নাটোর সদর | ৪২ | নাটোর সদর |

| বিভাগ | | জেলা | | সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সংশোধিত | মূল | সংশোধিত | ক্র: নং | মূল | ক্র: নং | সংশোধিত |
| | | | | ৪১ | নলডাঙ্গা | ৪৩ | নলডাঙ্গা |
| | | | | ৪২ | সিংড়া | ৪৪ | সিংড়া |
| | | | | ৪৩ | গরুদাসপুর | ৪৫ | গরুদাসপুর |
| | | | | ৪৪ | বড়াইগ্রাম | ৪৬ | বড়াইগ্রাম |
| | | সিরাজগঞ্জ | সিরাজগঞ্জ | ৪৫ | কামারখন্দ | ৪৭ | কামারখন্দ |
| | | | | ৪৬ | বেলকুচি | ৪৮ | বেলকুচি |
| | | | | ৪৭ | চৌহালি | ৪৯ | চৌহালি |
| | | | | ৪৮ | শাহজাদপুর | ৫০ | শাহজাদপুর |
| | | পাবনা জেলা | পাবনা জেলা | ৪৯ | আটঘরিয়া | ৫১ | আটঘরিয়া |
| | | | | | | ৫২ | সুজানগর |
| খুলনা বিভাগ | খুলনা বিভাগ | মেহেরপুর জেলা | মেহেরপুর | ৫০ | মুজিবনগর | ৫৩ | মুজিবনগর |
| | | | | ৫১ | মেহেরপুর সদর | ৫৪ | মেহেরপুর সদর |
| | | | | ৫২ | গাংনী | ৫৫ | গাংনী |
| | | চুয়াডাঙ্গা | চুয়াডাঙ্গা | ৫৩ | আলমাডাঙ্গা | ৫৬ | আলমাডাঙ্গা |
| | | ঝিনাইদহ | ঝিনাইদহ | ৫৪ | হরিনাকুন্ডু | ৫৭ | হরিনাকুন্ডু |
| | | | | | | ৫৮ | |
| | | যশোর | যশোর | ৫৫ | মনিরামপুর | ৫৯ | মনিরামপুর |
| | | বাগেরহাট | বাগেরহাট | ৫৬ | কচুয়া | ৬০ | কচুয়া |
| | | | | ৫৭ | রামপাল | ৬১ | রামপাল |
| | | | | | | ৬২ | মোড়োলগঞ্জ |
| | | খুলনা জেলা | খুলনা জেলা | ৫৮ | পাইকগাছা | | |
| | | | | ৫৯ | কয়রা | ৬৩ | কয়রা |
| | | | | ৬০ | দাকোপ | ৬৪ | দাকোপ |
| | | | | ৬১ | দিঘলিয়া | ৬৫ | দিঘলিয়া |
| | | | | ৬২ | তেরখোদা | ৬৬ | তেরখোদা |
| | | | | ৬৩ | রুপসা | ৬৭ | রুপসা |
| | | সাতক্ষীরা | সাতক্ষীরা | ৬৪ | তালা | ৬৮ | তালা |
| | | | | ৬৫ | কালীগঞ্জ | ৬৯ | কালীগঞ্জ |
| | | | | ৬৬ | শ্যামনগর | ৭০ | শ্যামনগর |
| | | | | | | ৭১ | কলারোয়া |
| | | | | | | ৭২ | দেবহাটা |
| | | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া | | | ৭৩ | মিরপুর |
| বরিশাল বিভাগ | বরিশাল বিভাগ | বরগুনা জেলা | বরগুনা জেলা | ৬৭ | বেতাগী | ৭৪ | বেতাগী |
| | | | | | | ৭৫ | আমতলী |
| | | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী | ৬৮ | মির্জাপুর | ৭৬ | মির্জাপুর |
| | | | | ৬৯ | দুমকি | ৭৭ | দুমকি |
| | | | | ৭০ | পটুয়াখালী সদর | ৭৮ | পটুয়াখালী সদর |
| | | | | ৭১ | দশমিনা | ৭৯ | দশমিনা |
| | | বরিশাল | বরিশাল | ৭২ | উজিরপুর | ৮০ | উজিরপুর |
| | | | | ৭৩ | বানারীপাড়া | ৮১ | বানারীপাড়া |
| | | | | ৭৪ | অগৈলঝড়া | ৮২ | অগৈলঝড়া |
| | | | | ৭৫ | গৌরনদী | ৮৩ | গৌরনদী |
| | | | | ৭৬ | বাবুগঞ্জ | ৮৪ | বাবুগঞ্জ |
| | | | | ৭৭ | মুলাদী | ৮৫ | মুলাদী |
| | | | | ৭৮ | হিজলা | ৮৬ | হিজলা |
| | | | | ৭৯ | মেহেন্দিগঞ্জ | ৮৭ | মেহেন্দিগঞ্জ |
| | | | | ৮০ | বরিশাল সদর | ৮৮ | বরিশাল সদর |
| | | | | ৮১ | বাকেরগঞ্জ | ৮৯ | বাকেরগঞ্জ |

| বিভাগ | | জেলা | | সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সংশোধিত | মূল | সংশোধিত | ক্র: নং | মূল | ক্র: নং | সংশোধিত |
| | | পিরোজপুর | পিরোজপুর | ৮২ | নেছারাবাদ | ৯০ | নেছারাবাদ |
| | | | | ৮৩ | পিরোজপুর সদর | ৯১ | পিরোজপুর সদর |
| | | | | ৮৪ | ইন্দুরকানী | ৯২ | ইন্দুরকানী |
| | | | | ৮৫ | মঠবাড়িয়া | ৯৩ | মঠবাড়িয়া |
| | | ভোলা | ভোলা | ৮৬ | ভোলা সদর | | |
| | | | | ৮৭ | বোরহানউদ্দিন | | |
| | | | | ৮৮ | দৌলতখান | ৯৪ | দৌলতখান |
| | | | | ৮৯ | তজুমউদ্দিন | ৯৫ | তজুমউদ্দিন |
| ময়মনসিংহ বিভাগ | ময়মনসিংহ বিভাগ | জামালপুর | জামালপুর | ৯০ | ইসলামপুর | ৯৬ | ইসলামপুর |
| | | | | ৯১ | জামালপুর সদর | ৯৭ | জামালপুর সদর |
| | | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৯২ | ফুলপুর | ৯৮ | ফুলপুর |
| | | | | ৯৩ | ধোবাউড়া | ৯৯ | ধোবাউড়া |
| | | | | ৯৪ | মুক্তাগাছা | ১০০ | মুক্তাগাছা |
| | | | | ৯৫ | ফুলবাড়িয়া | ১০১ | ফুলবাড়িয়া |
| | | | | ৯৬ | গফরগাঁও | ১০২ | গফরগাঁও |
| | | | | ৯৭ | নান্দাহিল | ১০৩ | ত্রিসাল |
| | | | | | | ১০৪ | হালুয়াঘাট |
| | | | | | | ১০৫ | তারাকান্দা |
| ঢাকা বিভাগ | ঢাকা বিভাগ | ঢাকা জেলা | ঢাকা জেলা | | | ১০৬ | ধামরাই |
| | | গাজীপুর | গাজীপুর | ৯৮ | কালিয়াকৈর | ১০৭ | কালিয়াকৈর |
| | | | | ৯৯ | গাজীপুর সদর | | |
| | | | | ১০০ | কালীগঞ্জ | ১০৮ | কালীগঞ্জ |
| | | টাঙ্গাইল | টাঙ্গাইল | ১০১ | ধনবাড়ি | | |
| | | | | ১০২ | সফিপুর | ১০৯ | সফিপুর |
| | | | | ১০৩ | টাঙ্গাইল সদর | ১১০ | টাঙ্গাইল সদর |
| | | | | ১০৪ | কালিহাতি | ১১১ | কালিহাতি |
| | | | | | | ১১২ | বাসাইল |
| | | কিশোরগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ | ১০৫ | হোসেনপুর | ১১৩ | হোসেনপুর |
| | | | | ১০৬ | পাকুন্দিয়া | ১১৪ | পাকুন্দিয়া |
| | | | | ১০৭ | ইটনা | ১১৫ | ইটনা |
| | | | | ১০৮ | অষ্টগ্রাম | ১১৬ | অষ্টগ্রাম |
| | | | | ১০৯ | কিশোগঞ্জ সদর | ১১৭ | কিশোগঞ্জ সদর |
| | | | | | | ১১৮ | কুলিয়ারচর |
| | | মনিকগঞ্জ | মনিকগঞ্জ | ১১০ | দৌলতপুর | ১১৯ | দৌলতপুর |
| | | মুন্সিগঞ্জ | মুন্সিগঞ্জ | ১১১ | সিরজদীখান | ১২০ | সিরজদীখান |
| | | | | ১১২ | লৌহজং | ১২১ | লৌহজং |
| | | | | ১১৩ | টঙ্গীবাড়ী | ১২২ | টঙ্গীবাড়ী |
| | | | | ১১৪ | মুন্সিগঞ্জ সদর | ১২৩ | মুন্সিগঞ্জ সদর |
| | | নরসিংদী | নরসিংদী | ১১৫ | শিবপুর | ১২৪ | শিবপুর |
| | | | | ১১৬ | বেলাব | | |
| | | নারায়নগঞ্জ | নারায়নগঞ্জ | ১১৭ | রুপগঞ্জ | ১২৫ | রুপগঞ্জ |
| | | | | ১১৮ | আড়াইহাজার | ১২৬ | আড়াইহাজার |
| | | | | ১১৯ | সোনারগাঁও | ১২৭ | সোনারগাঁও |
| | | | | ১২০ | বন্দর | | |
| | | রাজবাড়ী | রাজবাড়ী | ১২১ | কালুখালী | ১২৮ | কালুখালী |
| | | | | | | ১২৯ | পাংশা |
| | | ফরিদপুর | ফরিদপুর | ১২২ | নগরকান্দা | | |
| | | | | ১২৩ | সালথা | ১৩০ | সালথা |

| বিভাগ | | জেলা | | সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সংশোধিত | মূল | সংশোধিত | ক্র: নং | মূল | ক্র: নং | সংশোধিত |
| | | | | ১২৪ | বোয়লমারী | ১৩১ | বোয়লমারী |
| | | | | ১২৫ | আলফাডাঙ্গা | ১৩২ | আলফাডাঙ্গা |
| | | | | ১২৬ | সদরপুর | ১৩৩ | সদরপুর |
| | | | | ১২৭ | চরভদ্রাসন | ১৩৪ | চরভদ্রাসন |
| | | গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ | ১২৮ | কোটালীপাড়া | ১৩৫ | কোটালীপাড়া |
| | | | | ১২৯ | ভেদরগঞ্জ | ১৩৬ | ভেদরগঞ্জ |
| | | | | ১৩০ | গোসাইরহাট | ১৩৭ | গোসাইরহাট |
| | | | | ১৩১ | ডামড্যা | ১৩৮ | ডামড্যা |
| | | | | ১৩২ | জাজিরা | | |
| | | শরীয়তপুর | শরীয়তপুর | ১৩৩ | শরীয়তপুর | ১৩৯ | শরীয়তপুর |
| | | | | ১৩৪ | নড়িয়া | ১৪০ | নড়িয়া |
| সিলেট বিভাগ | সিলেট বিভাগ | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ | ১৩৫ | দিরাই | ১৪১ | দিরাই |
| | | | | ১৩৬ | জগন্নাথপুর | ১৪২ | জগন্নাথপুর |
| | | | | ১৩৭ | বিশ্বম্ভরপুর | ১৪৩ | বিশ্বম্ভরপুর |
| | | | | ১৩৮ | দোয়ারাবাজার | ১৪৪ | দোয়ারাবাজার |
| | | সিলেট জেলা | সিলেট জেলা | ১৩৯ | ওসমানীনগর | ১৪৫ | ওসমানীনগর |
| | | | | ১৪০ | বিশ্বনাথ | ১৪৬ | বিশ্বনাথ |
| | | | | ১৪১ | বালাগঞ্জ | ১৪৭ | বালাগঞ্জ |
| | | | | ১৪২ | কোম্পানীগঞ্জ | ১৪৮ | কোম্পানীগঞ্জ |
| | | | | ১৪৩ | জৈন্তাপুর | ১৪৯ | জৈন্তাপুর |
| | | | | | | ১৫০ | ফেঞ্চুগঞ্জ |
| | | | | | | ১৫১ | গোয়াইনঘাট |
| | | মৌলুভীবাজার | মৌলুভীবাজার | ১৪৪ | শ্রীমঙ্গল | ১৫২ | শ্রীমঙ্গল |
| | | | | ১৪৫ | জুড়ী | ১৫৩ | জুড়ী |
| | | | | | | ১৫৪ | কমলগঞ্জ |
| | | | | | | ১৫৫ | কুলাইড়া |
| | | হবিগঞ্জ | হবিগঞ্জ | ১৪৬ | মাধবপুর | ১৫৬ | মাধবপুর |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | চট্টগ্রাম বিভাগ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১৪৭ | বাঞ্চারামপুর | ১৫৭ | বাঞ্চারামপুর |
| | | | | | | ১৫৮ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর |
| | | কুমিল্লা | কুমিল্লা | ১৪৮ | তিতাস | ১৫৯ | তিতাস |
| | | | | ১৪৯ | লালমাই | ১৬০ | লালমাই |
| | | | | | | ১৬১ | দেবিদ্বার |
| | | চাঁদপুর | চাঁদপুর | ১৫০ | কচুয়া | ১৬২ | কচুয়া |
| | | | | ১৫১ | মতলব উত্তর | ১৬৩ | মতলব উত্তর |
| | | | | ১৫২ | মতলব দক্ষিণ | ১৬৪ | মতলব দক্ষিণ |
| | | | | ১৫৩ | ফরিদগঞ্জ | ১৬৫ | ফরিদগঞ্জ |
| | | | | ১৫৪ | শাহরাস্তি | ১৬৬ | শাহরাস্তি |
| | | | | ১৫৫ | হাজীগঞ্জ | ১৬৭ | হাজীগঞ্জ |
| | | | | ১৫৬ | হাইমচর | ১৬৮ | হাইমচর |
| | | ফেনী | ফেনী | ১৫৭ | পরশুরাম | ১৬৯ | পরশুরাম |
| | | | | ১৫৮ | সোনাগাজী | ১৭০ | সোনাগাজী |
| | | নোয়াখালী | নোয়াখালী | ১৫৯ | সোনাইমুড়ি | ১৭১ | সোনাইমুড়ি |
| | | | | ১৬০ | সুবর্ণচর | ১৭২ | সুবর্ণচর |
| | | | | ১৬১ | কোম্পানীগঞ্জ | ১৭৩ | কোম্পানীগঞ্জ |
| | | | | ১৬২ | কবিরহাট | ১৭৪ | কবিরহাট |
| | | | | ১৬৩ | হাতিয়া | ১৭৫ | হাতিয়া |
| | | লক্ষীপুর | লক্ষীপুর | ১৬৪ | কমলনগর | ১৭৬ | কমলনগর |
| | | | | ১৬৫ | রামগতি | ১৭৭ | রামগতি |

| বিভাগ | | জেলা | | সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সংশোধিত | মূল | সংশোধিত | ক্র: নং | মূল | ক্র: নং | সংশোধিত |
| | | | | ১৬৬ | রায়গঞ্জ | ১৭৮ | রায়গঞ্জ |
| | | | | ১৬৭ | রায়পুর | ১৭৯ | রায়পুর |
| | | চট্টগ্রাম জেলা | চট্টগ্রাম জেলা | ১৬৮ | মিরসরাই | ১৮০ | মিরসরাই |
| | | | | ১৬৯ | সন্দীপ | ১৮১ | সন্দীপ |
| | | | | ১৭০ | ফটিকছড়ি | ১৮২ | ফটিকছড়ি |
| | | | | ১৭১ | বাঁশকালী | ১৮৩ | বাঁশকালী |
| | | | | ১৭২ | পটিয়া | ১৮৪ | পটিয়া |
| | | | | | | ১৮৫ | আনোয়ারা |
| | | | | | | ১৮৬ | লোহাগড়া |
| | | কক্সবাজার | কক্সবাজার | ১৭৩ | কতুবদিয়া | ১৮৭ | কতুবদিয়া |
| | | | | | | ১৮৮ | মহেশকালী |
| | | | | | | ১৮৯ | টেকনাফ |
| | | | | | | ১৯০ | কক্সবাজার সদর |
| | | | | | | ১৯১ | উখিয়া |
| | | খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি | ১৭৪ | খাগড়াছড়ি সদর | ১৯২ | খাগড়াছড়ি সদর |
| | | | | ১৭৫ | দীঘিনালা | ১৯৩ | দীঘিনালা |
| | | | | ১৭৬ | রামগড় | ১৯৪ | রামগড় |
| | | | | ১৭৭ | মানিকছড়ি | | |
| | | | | ১৭৮ | লক্ষীছড়ী | | |
| | | | | ১৭৯ | মাটিরাঙ্গা | ১৯৫ | মাটিরাঙ্গা |
| | | | | ১৮০ | মহালছড়ি | ১৯৬ | মহালছড়ি |
| | | | | ১৮১ | পানছড়ি | ১৯৭ | পানছড়ি |
| | | | | ১৮২ | বিলাইছড়ি | ১৯৮ | বিলাইছড়ি |
| | | রাঙ্গামাটি | রাঙ্গামাটি | ১৮৩ | বাঘাইছড়ি | ১৯৯ | বাঘাইছড়ি |
| | | | | ১৮৪ | জুরাছড়ি | ২০০ | জুরাছড়ি |
| | | | | ১৮৫ | নানিয়ারচর | | |
| | | বান্দরবান | বান্দরবান | ১৮৬ | থানচি | ২০১ | থানচি |

সংযুক্তি-০২

## আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা

**পণ্য সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যঃ** (লক্ষ টাকা)

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| G/D-১ | ২৫ টি উপজেলায় ফার্নিচার সরবরাহ | সংখ্যা | ২৫টি | ডিপিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ১১২.৫০ | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| G/D-২ | ৫৫ টি উপজেলায় ফার্নিচার সরবরাহ | সংখ্যা | ৫৫টি | ডিপিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২৪৭.৫০ | কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে | | ৩০-০৬-২০২৬ |
| G/D-৩ | ১৫ টি উপজেলায় ফার্নিচার সরবরাহ | সংখ্যা | ১৫টি | ডিপিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬৭.৫০ | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| G/D-৪ | ৪০ টি উপজেলায় ফার্নিচার সরবরাহ | সংখ্যা | ৪০টি | ডিপিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৮০.০০ | ০৫-১১-২০২৫ | ০৫-০১-২০২৬ | ৩০-০৪-২০২৬ |
| G/D-৫ | ৪০ টি উপজেলায় ফার্নিচার সরবরাহ | সংখ্যা | ৪০টি | ডিপিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৮০.০০ | ০৫-০৫-২০২৬ | ০৫-০৭-২০২৬ | ৩০-১২-২০২৬ |
| G/D-৬ | ২৬ টি উপজেলায় ফার্নিচার সরবরাহ | সংখ্যা | ২২টি | ডিপিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০১৭.০০ | ০৫-০১-২০২৭ | ০৫-০৩-২০২৭ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| | **হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ** | | | | | | | | | |
| G/D-৭ | ২৫ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ | সংখ্যা | ৩১৫০টি | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৩৬২.২৫ | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| G/D-৮ | ২৫ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ | সংখ্যা | ৩১৫০ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৬২.২৫ | চুক্তি সম্পাদিত | | ৩০-০৬-২০২৫ |
| G/D-৯ | ১৫ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ | সংখ্যা | ১৮৯০ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২১৭.৩৫ | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| G/D-১০ | ৪০ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ | সংখ্যা | ৫০৪০টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫৭৯.৬০ | ০৫-১১-২০২৫ | ০৫-০১-২০২৬ | ৩০-০৪-২০২৬ |
| G/D-১১ | ৪০ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ | সংখ্যা | ৫০৪০টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫৭৯.৬০ | ০৫-০৫-২০২৬ | ০৫-০৭-২০২৬ | ৩০-১২-২০২৬ |
| G/D-১২ | ৫৬ টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ | সংখ্যা | ৭০৫৬টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৮১১.৪৪ | ০৫-০১-২০২৭ | ০৫-০৩-২০২৭ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| **অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট)** | | | | | | | | | | |
| G/D-১৩ | ২৫ টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট) | সংখ্যা | ২৫টি | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৬৬.২৫ | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| G/D-১৪ | ২৫ টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট) | সংখ্যা | ২৫টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬৬.২৫ | চুক্তি সম্পাদিত | | ৩০-০৬-২০২৫ |
| G/D-১৫ | ১৫ টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট) | সংখ্যা | ১৫টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৯.৭৫ | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| G/D-১৬ | ৪০ টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট) | সংখ্যা | ৪০টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৬.০০ | ০৫-১১-২০২৫ | ০৫-০১-২০২৬ | ৩০-০৪-২০২৬ |
| G/D-১৭ | ৪০ টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট) | সংখ্যা | ৪০টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৬.২৫ | ০৫-০৫-২০২৬ | ০৫-০৭-২০২৬ | ৩০-১২-২০২৬ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| G/D-১৮ | ৫৬ টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট) | সংখ্যা | ৪৬টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৪৮.৪০ | ০৫-০১-২০২৭ | ০৫-০৩-২০২৭ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| **ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য** | | | | | | | **৫২৪৯.৮৯** | | | |

উৎসঃ ডিপিপি

## কার্য ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যঃ

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-১৯ | তেঁতুলিয়া ও পঞ্চগড় সদর উপজেলা, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর ও পীরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-১৯২৭.৪১ সং-২২২৫.২৫ | -- | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-২০ | বোদা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৩৬.৩৭ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-২১ | বীরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৮৬০.৬০ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-২২ | বিরল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৪৮.১৩ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-২৩ | নবাবগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৬৩.৭৭ সং-৫৩৯.৮৪ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-২৪ | ঘোড়াঘাট উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৮৯৩.৩৮ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-২৫ | হাকিমপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৭৩.৪৯ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-২৬ | কিশোরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৬৯.১৮ সং-৫১৮.৮৩ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-২৭ | ডিমলা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫১১.২৭ সং-৫৫৯.২৫ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-২৮ | কাউনিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯০৯.৮৯ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-২৯ | পীরগাছা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০২২.৪০ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| W/D-৩০ | পীরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৫৯.৬০ সং-৭২৬.৫৩ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-৩১ | বদরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯১৩.০৫ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৩২ | ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৪৮.৮৯ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৩৩ | চিলমারী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২১৩.১৫ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৩৪ | রৌমারী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১০৩.৮১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৩৫ | পলাশবাড়ী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৮১.১৪ | | ০১-১১-২০২৫ | ০১-০১-২০২৬ | ০১-০১-২০২৭ |
| W/D-৩৬ | গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬১০.১০<br>সং-৮৪৯.৫১ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৩৭ | হাতীবান্ধা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৩৯.২৩ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৩৮ | আদিতমারী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৪৪.৮৫ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৩৯ | জয়পুরহাট সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৯০.৯১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৪০ | কালাই উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০২১.৩২ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| W/D-৪১ | ক্ষেতলাল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০২৯.৪১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৪২ | সারিয়াকান্দি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৯০.৯১ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৪৩ | চাপাইনবানগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৩৮.৮৩ | | ০১-১১-২০২৫ | ০১-০১-২০২৬ | ০১-০১-২০২৭ |
| W/D-৪৪ | গোমস্তাপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯২৫.১৬ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৪৫ | নিয়ামতপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০২০.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৪৬ | পোরশা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৮৬.৮২<br>সং-৫৫৬.৯৩ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৪৭ | সাপাহার উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৮৫.৮২<br>সং-৫৮৭.৩৮ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৪৮ | মান্দা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৮৬৪.৭৮ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-৪৯ | নওগাঁ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৮৮৩.৬৩ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৫০ | আত্রাই উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৪৪.০২ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৫১ | গোদাগাড়ী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৪৭.১১ | | ০১-১১-২০২৫ | ০১-০১-২০২৬ | ০১-০১-২০২৭ |
| W/D-৫২ | দূর্গাপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৮০.৬৩ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৫৩ | বাগমারা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৫৭.৭৯ | | ০১-১১-২০২৫ | ০১-০১-২০২৬ | ০১-০১-২০২৭ |
| W/D-৫৪ | রাজশাহী জেলার পুটিয়া উপজেলা, নাটর জেলার সদর ও গরুদাসপুর উপজেলা পাবনার আটঘরিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-২৫২৭.৩৪<br>সং-২৫৩০.৩৩ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৫৫ | বাঘা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০১৪.৯৫ | | ০১-১১-২০২৫ | ০১-০১-২০২৬ | ০১-০১-২০২৭ |
| W/D-৫৬ | বাঘাতিপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৬০.৮৯ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৫৭ | নলডাঙ্গা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৮২.৫৮ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৫৮ | সিংগা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ১৪৬৬.৩৩ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৫৯ | বড়াইগ্রাম উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২২৮.১৪ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৬০ | কামারখন্দ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০১৬.২৫ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৬১ | বেলকুচি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৭৯.১৬ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৬২ | চৌহালি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৪৫.৬৩ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৬৩ | শাহজাদপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৯৪.৫৯ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৬৪ | সুজানগর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০১০.৯৭ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৬৫ | মুজিবনগর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০১৯.০১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৬৬ | মেহেরপুর সদর উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড উপজেলা, যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-২০০৯.৯২<br>সং-২৫০৮.৫৪ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-৬৭ | গাংনী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৫২.২৩<br>সং-৫৮১.৯৮ | | হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে | | ৩১-০১-২০২৫ |
| W/D-৬৮ | ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৭৫.১৫ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৬৯ | কচুয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০০২.২৬ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৭০ | রামপাল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৬৫.৬৩ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৭১ | মোড়োলগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১১২.১২ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৭২ | কয়রা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৯৯.৩৯ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৭৩ | দাকোপ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৪৪.১৮<br>সং-৬৮৫.৫৬ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৭৪ | দিঘালিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৭৬.৮০<br>সং-৭২০.১৯ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০-০৬-২০২৫ |
| W/D-৭৫ | তেরখাদা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৭২.৯৯<br>সং-৭১৫.৩৬ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৭৬ | রুপসা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৬৫.২১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৭৭ | তালা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৪৮৬.৫৩ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| W/D-৭৯ | কালীগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৯৫.৫৪<br>সং-৬৭৭৩৪৫ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-৮০ | শ্যামনগর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫১৬.৭৭<br>সং-৬৯২.৫১ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০-০৬-২০২৫ |
| W/D-৮১ | কলারোয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৬৫.২১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৮২ | দেবহাটা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৬৭.৫৬ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৮৩ | মিরপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৭৮.৭৫ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৮৪ | বেতাগী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৮৫.৭১<br>সং-১৩৫৬.৬২ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৬ |
| W/D-৮৫ | আমতলী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৪৩১.১৫ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-৮৬ | মির্জাগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৬৮.৯১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৮৭ | দুমকি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৪৫.২১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৮৮ | পটুয়াখালি সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫২৬.৬৮<br>সং-৭৩১.৭২ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০-০৬-২০২৬ |
| W/D-৮৯ | দশমিনা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৬৭.২০ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৯০ | উজিরপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২১২.৯৭ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৯১ | বানারীপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৮৭.৬৬ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৯২ | আগৈলঝড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৮১.৯৫ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| W/D-৯৩ | গৌরনদী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২১৫.৫২ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| W/D-৯৪ | বাবুগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৮৫.৫৯<br>সং-৭২২.৪২ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৬ |
| W/D-৯৫ | মুলাদী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৯৫.৩০ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৯৬ | হিজলা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৭১.৬০<br>সং-৮৩৪.০৩ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৬ |
| W/D-৯৭ | মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৫৩.৫৯<br>সং-৮১৫.১৫ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৬ |
| W/D-৯৮ | বরিশাল সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২০৫.২২ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-৯৯ | বাকেরগহজ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৩৪.৯৫<br>সং-৭৯০.২৮ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১০১ | নেছাড়াবাদ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৮৪.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১০২ | পিরোজপুর সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩০৭.৬৭ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১০৩ | ইন্দুরকানী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩০১.২৩ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/১০৪D- | মঠবাড়িয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩০৮.৪৯ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-১০৫ | দৌলতখান উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৯৫.৪৮<br>সং-৬৭৬.৫৮ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১০৬ | তাজুমুদ্দিন উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৭৭.৬৪ | | ০১-১১-২০২৫ | ০১-০১-২০২৬ | ০১-০১-২০২৭ |
| W/D১০৭- | ইসলামপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫২৯.২৩<br>সং-৬৪০.৮০ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১০৮ | জামালপুর সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৭৩.১১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১০৯ | ফুলপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬৮৮.৭৮<br>সং-৮১৩.৬৯ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১১০ | ধোবাউড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৯৭.৯৪<br>সং-৯৮২.৩৭ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০-০৬-২০২৬ |
| W/D-১১১ | মুক্তাগাছা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৮১.৮৮<br>সং-৫৭৪.১৯ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১১২ | ফুলবাড়িয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৪৪.৯৫<br>সং-৯৬১.৬৪ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০-০৬-২০২৬ |
| W/D-১১৩ | গফরগাঁও উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৮৩.০৫<br>সং-৫৭২.৮৫ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১১৪ | ত্রিশাল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১০৮.৯৮ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১১৫ | হালুয়াঘাট উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৯৯.২৬ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১১৬ | তারাকান্দা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৩৫.৯৪ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১১৭ | ধামরাই উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৯১.০৮ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১১৮ | কালিয়াকৈর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৯৯.৪২ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১১৯ | কালীগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১০৪.৬০ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১২০ | সখিপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫২৯.৭৪<br>সং-৬০৭.১৫ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০-০৬-২০২৫ |
| W/D-১২১ | টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৮৪.৬১<br>সং-৬৫৪.৭৮ | | হস্তান্তরিত প্রক্রিয়া চলমান | | |
| W/D-১২২ | কালিহাতি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০২৬.০৪ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-১২৩ | বাসাইল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০২৬.০৪ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১২৪ | হোসেনপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৯৮.৪২<br>সং-৮৮৩.৯৫ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১২৫ | পাকুন্দিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৯০.৪০ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১২৬ | ইটনা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬৭৩.৫৬<br>সং-১০১৯.০৫ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-১২৭ | অষ্টগ্রাম উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৮০১.৩৪<br>সং-১০৮৩.৮২ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-১২৮ | কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬০২.৫৭<br>সং-৬৮৪.৪৫ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১২৯ | কুলিয়ারচর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২২৫.৩৫ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৩০ | দৌলতপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২২৫.৪৫ | | ০১-১১-২০২৫ | ০১-০১-২০২৬ | ০১-০১-২০২৭ |
| W/D-১৩১ | সিরজদীখান উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৮৪.১২ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৩২ | লৌহজং উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩৩৬.৮৬ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৩৩ | টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৭৪.১১ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৩৪ | মুন্সিগঞ্জ উপজেলায়  মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৭২.৭২<br>সং-৬৪৮.৭৬ | | হস্তান্তরিত প্রক্রিয়া চলমান | | ৩১-১২-২০২৪ |
| W/D-১৩৫ | শিবপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | | জিওবি | ১৪৬০.৭৭ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৩৬ | রূপগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ১২১৩.৬৬ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৬ |
| W/D-১৩৭ | আড়াইহাজার উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৫৮.৫৮<br>সং-৬১৬.১৫ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-১৩৮ | মোনারগাঁও উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩৬৯.৪৫ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৩৯ | কালুখালী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৮৩.৪৬ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৪০ | পাংশা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৫৬.৮১ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-১৪১ | সালথা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১১৩.১৩ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৪২ | বোয়ালমারী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৭৭.৮৯ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৪৩ | আলফাডাঙ্গা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১১৬.৫৫ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৪৪ | সদরপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৫১.৮৬ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৪৫ | চরভদ্রাসন উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৮১.২২ | | ১৫-০৮-২০২৬ | ০১-১১-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৪৬ | কোটালীপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬৮৬.৪৩<br>সং-১৩০০.০৮ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৬ |
| W/D-১৪৭ | ভেদরগঞ্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল- ১১৪১.৯২<br>সং-১৫৫১.৭৮ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৫ |
| W/D-১৪৮ | ডাসুড্যা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩৮৩.৪৬ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৪৯ | শরীয়তপুর সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩৯৭.১০ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৫০ | নড়িয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ **সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ)** | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩৬৫.৪৬ | | ১৫-০৪-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৫১ | দিরাই উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৯৩.৪৯<br>সং-৬১৮.৮৮ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১৫২ | জগন্নাথপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫২০.৮৪<br>সং-৫৫৮.০৯ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১৫৩ | বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৭০৬.৫৮<br>সং-৭৪৫.২৫ | | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১৫৪ | দোয়ারাবাজার উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৯১৯.৭০<br>সং-১৪৬৮.০৩ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৬ |
| W/D-১৫৫ | সিলেট জেলার ওসমানীনগর, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ জৈন্তাপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-২৫২৭.৩৪<br>সং-৩৩৭৬.০৭ | - | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০.০৬.২০২৬ |
| W/D-১৫৬ | ফেঞ্চুগন্জ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৭৯.০০ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৫৭ | গোয়াইনঘাট উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৪৪৮.৮০ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৫৮ | শ্রীমঙ্গাল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৫৯.২৪<br>সং-৯৪৪.৮৭ | - | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১-১২-২০২৬ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-১৫৯ | জুড়ী উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬২৫.৯৮<br>সং-৯৩৬.২৩ | - | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০.০৬.২০২৬ |
| W/D-১৬০ | কমলগন্জ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৮৮.৩৭ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৬১ | কুলাউড়া উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৮৮.৩৭ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৬২ | মাধবপুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৮০.৩৭<br>সং-৬১৫.৭১ | - | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-১৬৩ | বাঞ্চারামপুর উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৫৮৫.৪৮ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৬৪ | **ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর** স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৪৪৫.২৮ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৬৫ | তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৭৩.৭৮ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৬৬ | তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৫৪.৪৬ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৬৭ | দেবিদ্বার উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৯৩.০২ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৬৮ | কচুয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৯৫.৬৬<br>সং-১০০৪.৭৫ | - | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০.০৬.২০২৬ |
| W/D-১৬৯ | মতলব উত্তর উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৮৫.৯৭ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৭০ | মতলব দক্ষিণ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৯৪৫.২৪ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১.১২.২০২৬ |
| W/D-১৭১ | ফরিদগন্জ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১১২.১৩ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৭২ | শাহরাস্তি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৮৪.২০ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৭৩ | হাজীগন্জ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৮৪.৬৪ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৭৪ | হাইমচর উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩০৮.৭৬ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৭৫ | পরশুরাম উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২০২.৯৮ | - | ১৫.০৪.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৭৬ | সোনাগাজী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০২২.৩২ | - | ১৫.০৪.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-১৭৭ | সোনাইমুড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৮২৬.৯৮ | | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০.০৬.২০২৬ |
| W/D-১৭৮ | সুবর্ণচর উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৭৭.১১ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৭৯ | কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৬০.০৭ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৮০ | কবিরহাট উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৯৭.৪১ | - | ০১.১১.২০২৫ | ০১.০১.২০২৬ | ০১.০১.২০২৭ |
| W/D-১৮১ | হাতিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৬১.৮১<br>সং-৮২৭.১১ | - | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১.১২.২০২৫ |
| W/D-১৮২ | কমলনগর উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১০৪.২৬ | - | ১৫.০৮.২৬ | ০১.১১.২৬ | ৩০-০৬-২০২৭ |
| W/D-১৮৩ | রামগতি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১১৫.৬৯ | - | ১৫.০৪.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৮৪ | রামগন্জ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৬৩.২৭ | - | ০১.১১.২০২৫ | ০১.০১.২০২৬ | ০১.০১.২০২৭ |
| W/D-১৮৫ | রায়পুর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬০১.৫১<br>সং-৯৬৬.৮৫ | - | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩০.০৬.২০২৬ |
| W/D-১৮৬ | মীরসরাই উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫১৯.০০<br>সং-৬৩০.১৭ | - | Notification Award প্রদান করা হয়েছে | | ৩১.১২.২০২৫ |
| W/D-১৮৭ | সন্দীপ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৩৭.১৯ | - | ১৫.০৪.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৮৮ | ফটিকছড়ি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৫৩.২৬ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৮৯ | বাঁশখালী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২৩৫ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৯০ | পটিয়া উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৭৭.৭৬ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ১৫.১০.২০২৫ | ৩০.০৬.২০২৬ |
| W/D-১৯১ | আনোয়ারা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৪১৫.৪৯ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৯২ | লোহাগড়া উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০৪৭.৮ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৯৩ | কুতুবদিয়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬৬৮.১২<br>সং-৭৫৫.৩১ | - | Notification Award প্রদান করা হয়ে | | ৩১.১২.২০২৫ |
| W/D-১৯৪ | মহেশখালী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৭৬.৭৯ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-১৯৫ | টেকনাফ উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১০২.৯৪ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৯৬ | কক্সবাজার উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১০২.৯৪ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৯৭ | উখিয়া উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৪১৬.২৩ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-১৯৮ | খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬০৪.২৯ সং-৮৬৩.৭৯ | - | Notification Award প্রদান করা হয়ে | | ৩১.১২.২০২৬ |
| W/D-১৯৯ | দীঘিনালা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬২৩.৯৭ সং-৯৮৬.৩৬ | - | Notification Award প্রদান করা হয়ে | | ৩১.১২.২০২৬ |
| W/D-২০০ | রামগড় উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৭৩.৩১ | - | ০১.১১.২০২৫ | ০১.০১.২০২৬ | ০১.০১.২০২৭ |
| W/D-২০১ | মাটিরাঙ্গা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৬৩.০০ সং-৪৯৮.৫৪ | - | Notification Award প্রদান করা হয়ে | | ৩০.০৬.২০২৫ |
| W/D-২০২ | মহালছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫৩০.১৮ সং-৫৮০.১৪ | - | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |
| W/D-২০৩ | পানছড়ি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ নির্মাণ সং- (সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ) | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৩৩.৮৯ | - | ১৫.০৮.২০২৬ | ০১.১১.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৭ |
| W/D-২০৪ | বিলাইছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৭৮.৭১ সং-৫৯৫.১৭ | - | Notification Award প্রদান করা হয়ে | | ৩১.১২.২০২৫ |
| W/D-২০৫ | বাঘাইছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৪৯৩.০০ সং-৫৮৩.৬০ | - | Notification Award প্রদান করা হয়ে | | ৩০.০৬.২০২৫ |
| W/D-২০৬ | জুরাছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৫১৬.৮৯ সং-৫৯৫.৫০ | - | Notification Award প্রদান করা হয়ে | | ৩১.১২.২০২৫ |
| W/D-২০৭ | থানচি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ | ব: মি: | ৫৪১ | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | মূল-৬২৪.৭৪ সং-৮৯৭.৩৪ | - | Notification Award প্রদান করা হয়ে | | ৩১.১২.২০২৫ |
| W/D-২০৮ | বাবুগন্জ উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের আওতায় ভূমি উন্নয়নসহ খেলার মাঠ উন্নয়ন কাজ | ঘ: মি: | ৪৬০৪৬.৩৬ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৩৯.০৬ | - | ১৫.০৮.২০২৫ | ১৫.১০.২০২৫ | ৩০.০৬.২০২৬ |
| W/D-২০৯ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (রংপুর বিভাগের ০২টি উপজেলা) | সংখ্যা | ২টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২৯৭.৮৮ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২১০ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ রাজশাহী বিভাগের ০৫টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৫টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৭৪৪.৭০ | - | ২০.০৩.২০২৬ | ২০.৬.২০২৬ | ২০.০৬.২০২৭ |
| W/D-২১১ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ রাজশাহী বিভাগের ০৪টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৪টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫৯৫.৭৬ | - | ২০.০৩.২০২৬ | ২০.৬.২০২৬ | ২০.০৬.২০২৭ |
| W/D-২১২ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খুলনা বিভাগের ০৪টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৪টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫৯৭.০৪ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২১৩ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খুলনা বিভাগের ০৪টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৪টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫৯৭.০৪ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২১৪ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বরিশাল বিভাগের ০৫টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৫টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৭৪৬.৩০ | - | ২০.০৩.২০২৬ | ২০.৬.২০২৬ | ২০.০৬.২০২৭ |
| W/D-২১৫ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ময়মনসিংহ বিভাগের ০২টি উপজেলা) | সংখ্যা | ২টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩০৭.১৪ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২১৬ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ঢাকা বিভাগের ০৫টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৫টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৭৬৭.৮৫ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| W/D-২১৭ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ঢাকা বিভাগের ০৫টি উপজেলা) কোটালিপাড়া উপজেলা | সংখ্যা | ৪টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬০৯.৯৭ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২১৮ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সিলেট বিভাগের ০৪টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৪টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬১৩.৪৪ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২১৯ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সিলেট বিভাগের ০৩টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৩টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪৬০.০৮ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২২০ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ চট্রগ্রাম বিভাগের ০৫টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৩টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৭৬৬.৮০ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২২১ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ চট্রগ্রাম বিভাগের ০৪টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৩টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬১৩.৪৪ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২২২ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ চট্রগ্রাম বিভাগের ০৪টি উপজেলা) | সংখ্যা | ৩টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬১৩.৪৪ | - | ১৫.০৩.২০২৬ | ১৫.০৫.২০২৬ | ১৫.০১.২০২৭ |
| W/D-২২৩ | ২৫টি উপজেলায় মুর‌্যাল স্থাপন | সংখ্যা | ২৫টি | ওটিএম | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ১৪১.২৫ | - | কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত | | |

উৎসঃ ডিপিপি

## সেবা ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যঃ

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **পার্ট টাইম সুপার ভিশন** | | | | | | | | | | |
| S/D-১ | ৩২টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-১) | সংখ্যা | ৩২ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৪৮.৫৬ | | ১৯-০৪-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| S/D-২ | ৩২টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-১) অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ৩২ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৬.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| S/D-৩ | ২৩টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-২) | সংখ্যা | ২৩ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৪৮.৫৬ | | ১৯-০৩-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| S/D-৪ | ২৩টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-২) অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ২৩ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৬.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| S/D-৫ | ২৭টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৩) | সংখ্যা | ২৭ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৪৮.৫৬ | | ১৯-০৩-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| S/D-৬ | ২৭টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৩) অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ২৭ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৬.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| S/D-৭ | ২৯টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৪) | সংখ্যা | ২৯ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৪৮.৫৬ | | ১৯-০৩-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| S/D-৮ | ২৯টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৪) অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ২৯ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৬.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| S/D-৯ | ২৫টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৫) | সংখ্যা | ২৫ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৪৮.৫৬ | | ১৯-০৩-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| S/D-১০ | ২৫টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৫) অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ২৫ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৬.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| S/D-১১ | ৩০টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৬) | সংখ্যা | ৩০ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৪৮.৫৬ | | ১৯-০৩-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা কাজ) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| S/D-১২ | ৩০টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৬) অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ৩০ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৬.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| S/D-১৩ | ৩৫টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৭) | সংখ্যা | ৩৫ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৪৮.৫৬ | | ১৯-০৩-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| S/D-১৪ | ৩৫টি উপজেলায় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ তদারকি (অঞ্চল-৭) অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ৩৫ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৬.৪৪ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| S/D-১৫ | অবকাঠামোগত ড্রয়িং ডিজাইন | সংখ্যা | ১৮৬ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ২২.৭৩ | | ১৭-০৪-২০২২ | ২৪-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| S/D-১৬ | অবকাঠামোগত ড্রয়িং ডিজাইন অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ২০১ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪৬.০০ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| S/D-১৭ | স্থাপত্য নকশা (১৮৬টি উপজেলায়) | সংখ্যা | ১৮৬ | এফবিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৯৬.২৪ | | ১৭-০৪-২০২২ | ২৪-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ |
| S/D-১৮ | স্থাপত্র নকশা অবশিষ্ট কাজ | সংখ্যা | ২০১ | এফবিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪৮.১২ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| | **সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন** | | | | | | | | | | |
| NCS-১৯ | ২৩টি উপজেলায় স্টেডিয়ামে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন (অঞ্চল-১) | সংখ্যা | ২৩ | এনসিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৫.২৫ | | ১৯-১২-২০২১ | ২০-০৪-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| NCS-২০ | ৩০টি উপজেলায় স্টেডিয়ামে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন (অঞ্চল-২) | সংখ্যা | ৩০ | এনসিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৬.২৩ | | ১৯-১২-২০২১ | ২১-০৪-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| NCS-২১ | ২৮টি উপজেলায় স্টেডিয়ামে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন (অঞ্চল-৩) | সংখ্যা | ২৮ | এনসিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ১১.৬০ | | ১৯-১২-২০২১ | | ৩০-০৬-২০২৬ |
| NCS-২২ | ২৯টি উপজেলায় স্টেডিয়ামে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন (অঞ্চল-৪) | সংখ্যা | ২৯ | এনসিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ১১.৪৮ | | ১৯-১২-২০২১ | ২১-০৪-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| NCS-২৩ | ২১টি উপজেলায় স্টেডিয়ামে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন (অঞ্চল-৫) | সংখ্যা | ২১ | এনসিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৫.১২ | | ১৯-১২-২০২১ | | ৩০-০৬-২০২৬ |
| NCS-২৪ | ২১টি উপজেলায় স্টেডিয়ামে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন (অঞ্চল-৬) | সংখ্যা | ২১ | এনসিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৯.১২ | | ১৯-১২-২০২১ | ২০-০৪-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| NCS-২৫ | ২৭টি উপজেলায় স্টেডিয়ামে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন (অঞ্চল-৭) | সংখ্যা | ২৭ | এনসিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ৪.৯ | | ১৯-১২-২০২১ | ২১-০৪-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| NCS-২৬ | ২২টি উপজেলায় স্টেডিয়ামে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন (অঞ্চল-৮) | সংখ্যা | ২২ | এনসিএস | চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | জিওবি | ১০.৭৫ | | ১৯-১২-২০২১ | ১৭-০৫-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| NCS-২৭ | অবশিষ্ট সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন কাজের জন্য | সংখ্যা | ১১৩ | এনসিএস | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১০২.৫৫ | | ১৫-০৮-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | ৩০-০৬-২০২৬ |
| | সেবার মোট ক্রয় মূল্য | | | | | | | | | | |

**সংযুক্তি -৩**

## আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা

| ইকনমিক সাব কোড | ইকনমিক সাব কোড বর্ণনা | মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা | | | | বছর-১ (২০২১-২২) | | | বছর-২ (২০২২-২২৩) | | | বছর-৩ (২০২৩-২৪) | | | বছর-৪ (২০২৪-২৫) | | | বছর-৫ (২০২৫-২৬) | | | বছর-৬ (২০২৬-২৭) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | একক | একক দর | পরিমাণ | মোট ব্যয় | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমান | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | |
| | | | | | | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার(% ) | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংগের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংগের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংগের শতকরা হার (%) | প্রকল্পে র শতকরা হার (%) |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| | **ক) আবর্তক ব্যয়** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩২৫৭১০১ | ক) (১) সাব-সয়েল টেস্ট, (ii) স্থাপত্য নকশা (iii) অবকাঠামোগত ডিজাইন ইত্যাদি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২/১ হতে ২/৩ পর্যন্ত) | সংখ্যা | | ২০১ | ৪০৫.০০ | | ০ | ০.০০ | ১৫০.০০ | ৩৭ | ০.০৫ | ৯৬.০৬ | ২৪ | ০.০৩ | ৬৯.০০ | ১৭ | ০.০২ | ৪৪.৯৭ | ১১ | ০.০২ | ৪৪.৯৭ | ১১ | ০.০২ |
| ৩২৫৭১০১ | নির্মাণ কাজ তদারকিকরণ পরামর্শক (১৬ অন০৪৮ মাস)সং (২১জন * ৫৬মাস) (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ন/৪) | জনমাস | | ১১৭৬ | ৬০০.০০ | | ০ | ০.০০ | ৬৯.০০ | ১২ | ০.০২ | ১০.২৫ | ২ | ০.০০ | ৩৯.০০ | ৭ | ০.০১ | ২৪০.৮৮ | ৪০ | ০.০৮ | ২৪০.৮৭ | ৪০ | ০.০৮ |
| ৩২৫৫১০৫ | অন্যান্য মনিহারী | থোক | - | থোক | ২০.০০ | ৩.৪১ | ১৭ | ০.০০ | ০.৭৫ | ৪ | ০.০০ | ৫.০০ | ২৫ | ০.০০ | ৩.৪৫ | ১৭ | ০.০০ | ৩.৭০ | ১৯ | ০.০০ | ৩.৬৯ | ১৮ | ০.০০ |
| ৩২১১১২৫ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় | থোক | - | থোক | ৪০.০০ | ৪.০০ | ১০ | ০.০০ | ৪.৬৫ | ১২ | ০.০০ | ১.৪৫ | ৪ | ০.০০ | ২.২৫ | ৬ | ০.০০ | ১৩.৮৩ | ৩৫ | ০.০০ | ১৩.৮২ | ৩৫ | ০.০০ |
| ৩১১১৩৩২ | সম্মানী | থোক | - | থোক | ১০.৭৪ | ৪.২৪ | ৩০ | ০.০০ | - | ০ | ০.০০ | ১.২৫ | ১০ | ০.০০ | ৫.২৫ | ৩০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ |
| ৩২৫৭২০৬ | সম্মানী | - | | থোক | ৯.২৩ | - | - | ০.০০ | - | - | ০.০০ | - | - | ০.০০ | - | - | ০.০০ | ৪.৬৩ | ১৫ | ০.০০ | ৪.৬৩ | ১৫ | ০.০০ |
| ৩১১১৩২৬ | ভ্রমণ ব্যয় | থোক | - | থোক | ১৯.৯০ | ৫.০০ | ২০ | ০.০০ | ৩.২৫ | ১০ | ০.০০ | ২.৩৫ | ৫ | ০.০০ | ৯.০০ | ৩৫ | ০.০০ | ২.৫৫ | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ |
| ৩২৪৪১০১ | ভ্রমণ ব্যয় | | - | থোক | ৫.১০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | ১৫ | ০.০০ | ২.৫৫ | ১৫ | ০.০০ |
| ৩২২১১০৬ | জ্বালানীসহ মাইক্রোবাস ভাড়া | | | | | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ২৪.৬৯ | | ০.০০ | | | ০.০০ |
| | (ক) প্রকল্প পরিচালকের জন্য জ্বালানীসহ মাইক্রোবাস ভাড়া-১টি | থোক | ১৬০০০০ | ৬২ | ৯৯.২০ | ৬.০০ | ৬ | ০.০০ | ১৮.০০ | ১৮ | ০.০১ | ৭.৩৪ | ৭ | ০.০০ | ১৮.৪৯ | ১৯ | ০.০১ | ২৪.৬৯ | ২৫ | ০.০০ | ২৪.৬৮ | ২৫ | ০.০০ |
| | **মোট(৬)=** | | | | ৯৯.২০ | ৬.০০ | | ০.০০ | ১৮.০০ | | ০.০০ | ৭.৩৪ | | ০.০০ | ১৮.৪৯ | | | ৩৬.৯৩ | | ০.০০ | ২৪.৬৮ | | ০.০০ |
| ৩১১১১০১ | জনবলের বেতন ভাতাদি মূল-(প্রকল্পে নিয়োজিত ১জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ১জন অফিস সহায়ক) সং-(প্রকল্প পরিচালকের বেতন ভাতাদি এবং প্রকল্পে আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত ১জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ১জন অফিস সহায়ক এর বেতন ভাতাদি) বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ক্র | বছর | | ৬ | ১০৫.০০ | ৫.৫৯ | ৫ | ০.০০ | ৩.০০ | ৩ | ০.০০ | ১.৯৯ | ২ | ০.০০ | ২০.৫৬ | ২০ | ০.০১ | | ৩৫ | ০.০১ | ৩৬.৯৩ | ৩৫ | ০.০১ |

| ইকনমিক সাব কোড | ইকনমিক সাব কোড বর্ণনা | মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা | | | | বছর-১ (২০২১-২২) | | | বছর-২ (২০২২-২২৩) | | | বছর-৩ (২০২৩-২৪) | | | বছর-৪ (২০২৪-২৫) | | | বছর-৫ (২০২৫-২৬) | | | বছর-৬ (২০২৬-২৭) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | একক | একক দর | পরিমাণ | মোট ব্যয় | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমান | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | |
| | | | | | | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকারা হার (%) | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার(% ) | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংশের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংশের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংশের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| | **ক) আবর্তক ব্যয়** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩২২১১০৯ | ব্যবস্থাপনা ব্যয় | বিভাগ | | ৮ | ৩৮.৪৫ | | ০ | ০.০০ | ২০.০০ | ৫২ | ০.০১ | ৮.৪৫ | ২২ | ০.০০ | ১০.০০ | ২৬ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | | | ০.০০ |
| | মোট (আবর্তক ব্যয়) ক- | | | | ১৩৫২.৬৫ | ২৮.২৪ | | ০.০১ | ২৬৮.৬৫ | | ০.০৯ | ১৩৪.৪৪ | | ০.০৫ | | | ০.০৬ | ৩৭২.১৮ | | ০.১৩ | ৩৭২.১৪ | | ০.১৩ |
| | খ) মূলধন ব্যয় | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪১৪১১০১ | ক) ভূমি অধিগ্রহণ( বিস্তারিত পরিশিষ্ট-গ) | একর | | ৬২২.৫৫ | ৬৭৩৭০.৪৮ | ১৮১৭৬.০০ | ২৭ | ৬.৩৭ | ১৭৩৮৬.৬১ | ২৬ | ৬.০৯ | ২৯৪৮.৮৬ | ৪ | ১.০৩ | | | ০.০০ | ১৪৪২৯.৫১ | ২১ | ৫.০৫ | ১৪৪২৯.৫০ | ২১ | ৫.০৫ |
| ৪১৪১১০১ | খ) রেজিস্ট্রেশন বাবদ ব্যয় | সংখ্যা | - | | | | ০ | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০১ | | | ০.০০ |
| ৪১৪১১০১ | গ) বন্দোবস্তু বাবদ ব্যয় (উপজেলার সংখ্যা ৫টি) | একর | - | ১৫.৬৮ | ৫৯০.৪২ | | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ২৯৫.২১ | ৫০ | ০.০১ | ২৯৫.২১ | ৫০ | ০.১০ |
| | উপমোট= | | - | | ৬৭৯৬০.৯০ | ১৮১৭৬.০০ | ০ | ০.০০ | ১৭৩৮৬.৬১ | | ০.০০ | ২৯৪৮.৮৬ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ১৪৭২৪.৭২ | | ০.০০ | ১৪৭২৪.৭২ | | ০.০০ |
| ৪১১১৩১৭ | ক) ভূমি উন্নয়ন | ঘ:মি: | - | ৫৮৯৪২৫৮.২২ | ৩৮৪৪১.৪৭ | | ০ | ০.০০ | ৫২২২.৭৪ | ১৪ | ১.৮৩ | ১০৫০.০০ | ৩ | ০.৩৭ | ২০৮১.৯৮ | ৫ | ০.৭৩ | ১৫০৪৩.৩৮ | ৩৯ | ৫.২৭ | ১৫০৪৩.৩৮ | ৩৯ | ৫.২৭ |
| ৪১৩৭৩১৭ | খ) প্যালাসাইডিং (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ন/৫ প্রতি ব.মি.এর জন্য) | ব: মি: | - | ১৩৮৩২১.৭ | ৩৯২৪.০৪ | | ০ | ০.০০ | ১০০০.০০ | ২৫ | ০.৩৫ | ১০০.০০ | | | ২০৪.২৭ | ৫ | ০.০৭ | ১৩০৯.৯০ | ৩৩ | ০.৪৬ | ১৩০৯.৯০ | ৩৩ | ০.৪৬ |
| | উপ-মোট | | - | | ৪২৩৬৫.৫৩ | | ০ | ০.০০ | ৬২২২.৭৪ | | ০.০০ | ১১৫০.০০ | | ০.০০ | ২২৬.২৫ | | ০.০০ | ১৬৩৫৩.২৮ | | ০.০০ | ১৬৩৫৩.২৮ | | ০.০০ |
| ৪১১১৩.২০ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | | - | | | | ০ | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ |
| | ক) দোয়াশ  মাটি ছড়ানোসহ | ঘ:মি: | - | ৭০৬২৪৯ | ৭৬৯৭.৩৪ | ০.০০ | | ০.০০ | ২২৬৫.৮৫ | ২৯ | ০.৭৯ | ১০১৫.০০ | ১৩ | ০.০০ | ১৪০৫.০০ | ১৮ | ০.৪৯ | ১৫০৫.৭ | ২০ | ০.৫৩ | ১৫০৫.৭৪ | ২০ | ০.৫৩ |
| | খ) ঘাস লাগানো | ব: মি: | - | ১৯৮২২৮৭.৫৯ | ২২৫৮.৫৩ | | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ৭৫.০০ | ৬ | ০.০৩ | ৫৯১.৭৬ | ৪৭ | ০.২১ | ৫৯১.৭৬ | ৪৭ | ০.২১ |
| | গ) নেটসহ গোলপোস্ট স্থাপন প্রতিটি স্টেডিয়ামে (২টি) দের বিশিষ্ট পরিশিষ্ঠ –ন/৬ একটি উপজেলার জন্য | সংখ্যা | - | ৪০২ | ২৪২.৭৬ | | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | ১০.০০ | ৪ | ০.০০ | ২০.০০ | | ০.০১ | ১০৬.৩৮ | ৪৪ | ০.০৪ | ১০৬.৩৮ | ৪৪ | ০.০৪ |
| | উপ-মোট= | | - | | ৯১৯৮.৬৩ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২২৬৫.৮৫ | | ০.০০ | ১০২৫.০০ | | ০.০০ | ১৫০০.০০ | | ০.০০ | ২২০৩.৯০ | | ০.০০ | ২২০৩.৯০ | | ০.০০ |
| | ২তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ (৭০ফুট X ৪০ ফুট) (সংশোধিত ৩য় তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ) | | - | | | | ০ | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | | | | ০.০০ |
| ৪১১১৩১৭ | ক) পাইল ফাউন্ডেশন (সংশোধিত ১৬৬টি উপজেলায়) | ব:মি: | - | ৪৩৩৬০ | ১১১৪৭.৫৩ | | ০ | ০.০০ | ১৭৫০.০০ | ১৬ | ০.৬১ | ৩২৫.৮১ | ৩ | ০.১১ | | ০ | ০.০০ | ৪৪৩৫.৮৬ | ৪১ | ১.৫৯ | ৪৪৩৫.৮৬ | ৪১ | ১.৫৯ |
| ৪১১১৩১৭ | খ) ফাউন্ডেশন (সংশোধিত ৩৫টি উপজেলায়) | ব:মি: | | ৯৭৫৬ | ১০২৮.৫৯ | | ০ | ০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৯ | ০.১৮ | ৪০০.০০ | ৩৯ | ০.১৪ | ১০২.৭৩ | ১০ | ০.০৪ | ১২.৯৩ | ১ | ০.০০ | ১২.৯৩ | ১ | ০.০০ |

| ইকনমিক সাব কোড | ইকনমিক সাব কোড বর্ণনা | মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা | | | | বছর-১ (২০২১-২২) | | | বছর-২ (২০২২-২২৩) | | | বছর-৩ (২০২৩-২৪) | | | বছর-৪ (২০২৪-২৫) | | | বছর-৫ (২০২৫-২৬) | | | বছর-৬ (২০২৬-২৭) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | একক | একক দর | পরিমাণ | মোট ব্যয় | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমান | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | | আর্থিক পরিমাণ | বাস্তব | |
| | | | | | | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকারা হার (%) | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার(%) | | অংকের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংগের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংগের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) | | অংগের শতকরা হার (%) | প্রকল্পের শতকরা হার (%) |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| | **ক) আবর্তক ব্যয়** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪১১১৩১৭ | গ) নীচ তলা | ব:মি: | | ১২৭৩৭ | ১৪৫৩৯.৭০ | | ০ | ০.০০ | ১৭০০.০০ | ১২ | ০.৬০ | ৩৩৯.১৯ | ২.৩৩ | ০ ১২ | ৪৫০.০০ | ৩ | ০.১৬ | ৬০২৫.২৬ | ৪১ | ২.১১ | ৬০২৫.২৬ | ৪১ | ২.১১ |
| ৪১১৩১৭ | ঘ) ২য় তলা | ব:মি: | | ৫১২৬১ | ১৩২৮৭.৯৭ | | ০ | ০.০০ | ১৭০০.০০ | ১৩ | ০.০০ | ৩১৫.১৯ | ২.৩৭ | ০১১ | ৩৫০.০০ | ৩ | ০.১২ | ৫৪.৬১.৩৯ | ৪১ | ১.৯১ | ৫৪.৬১.৩৯ | ৪১ | ১.৯১ |
| ৪১১৩১৭ | ১) ৩য় তলা (অফিস,। টয়লেট ব্লক ও সেডা | ব:মি: | | ২৫০০৭১০৬৭০ | ৬৬৮৬.৩৪ | | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | | ৩ | ০.০০ | ৩৩৪৩.১৭ | ৫০ | ১.১৭ | ৩৩৪৩.১৭ | ৫০ | ১.১৭ |
| ৪১১৩১৭ | চ) ভবনের সামনে ১০। মি.মি পূরুত্তের টেম্পার্ড গ্লাস | ব:মি: | | ১০৬৭০ | ১৪২৬.৫৪ | | ০ | ০.০০ | | ০ | ০.০৪ | ১০.০০ | ০.৭০ | ০.০০ | ১২৫.০০ | ৯ | ০.০৪ | ৬৪৫.৭৭ | ৪৫ | ০.২৩ | ৬৪৫.৭৭ | ৪৫ | ০.২৩ |
| ৪১১১৩০৯ | ছ) স্যানিটারি কাজ | ব:মি: | | ১২৮৩০৫ | ২৬৬৬১.০৯ | | ০ | ০.০০ | ১০০. | ৪ | ০.০৪ | ১০.০০ | ০.৩৮ | ০.০০ | ৩০৫.০০ | ১১ | ০.১১ | ১১২৩.০ | ৪২ | ০.৩৯ | ১১২৩.০ | ৪২ | ০.৩৯ |
| ৪১১২৩০৩ | ১) বৈদ্যুতিক কাজ | ব:মি: | | ১৬১৫০১ | ৩৩৭১.৬৫ | | ০ | ০.০০ | ১০০ | ৩ | ০.০২ | ১৫.০০ | ০.৪৪ | ০.০১ | ২৩০.০০ | ৭ | ০.০৮ | ১৫১৩.৩৩ | ৪৫ | ০.৫৩ | ১৫১৩.৩৩ | ৪৫ | ০.৫৩ |
| ৪১১২৩১৪ | ফার্নিচার সরবারহ(বনশিল্প কর্পোরেশন এর প্রাক্কলন পরিশিষ্ট-২/৭) | সংখ্যা | | ২০১ | ৯০২.৪৯ | | ০ | ০.০০ | ৫০.০০ | ৬ | ০.০০ | ৫.০০ | ১ | ০.০০ | | ০ | ০.০০ | ৪২৩.৭৫ | ৪৭ | ০.১৫ | ৪২৩.৭৫ | ৪৭ | ০.১৫ |
| | উপ-মোট- | ব:মি: | | | ৫৫০৫০.৯০ | | ০ | ০.০০ | ৫১০০.০০ | | ০.০০ | ১৪২০.০০ | | ০.০০ | ১৫৬২.৭৩ | | ০.০০ | ২৩০৮৪.৫১ | | ০.০০ | ২৩০৮৪.৫১ | | |
| ৪১১১৩১৯ | প্যাভিলিয়ন ভবনের উপরে স্টীলের ছাদ নির্মান | ব:মি: | | | | | ০ | ০.০০ | | | | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | |
| | ক) এম এস পাইপ ও প্রোফাইল সিট দ্বারা স্টীলের সেড নির্মাণ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ন/৮ প্রতি ব:মি: এর জন্য) | ব:মি: | | ৩২৭৮০ | ৪১৮০ | | ০ | ০.০০ | ২০০ | ৫ | ০.০৭ | ১২৮.১৪ | ৩ | ০.০৪ | ৬২০.০০ | ১৫ | ০.২২ | ১৬১৫.৯৩ | ৩৯ | ০.৫৭ | ১৬১৫.৯৩ | ৩৯ু | ০.৫৭ |
| | খ) স্টীলের নিচে এবং ভবনের পার্শ্বে এ্যালুকোবন্ড প্যানেলিং দ্বারা সৌন্দর্য্য বর্ধন কাজ | ব:মি: | | | | | ০ | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | |
| | গ) বক্স বেলিং এর কাজ | ব:মি: | | | | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | |
| | উপ- মোট= | | | | ৪১৮০.০০ | | ০ | ০.০০ | ২০০.০০ | | ০.০০ | ১২৮.১৪ | | ০.০০ | ৬২০.০০ | | ০.০০ | ১৬১৫.৯৩ | | ০.০০ | ১৬১৫.৯৩ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

সংযুক্তি ৪

## ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের তালিকা

**উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের ৭৮টি খাস জমিভূক্ত উপজেলার (সংশোধিত) তালিকা নিম্নরুপ:**

| ক্র. নং. | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম | মৌজার নাম | জমির পরিমান (একরে) | জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত মূল (লক্ষ টাকায়) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **অনুমোদিত ডিডিপি** | | | | | | | |
| ১ | **রংপুর** | পঞ্চগড় | তেঁতুলিয়া | তেঁতুলিয়া | ৪.৭১ | ০.০০ | |
| ২ | | | পঞ্চগড় সদর | ওমরপুর | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৩ | | ঠাকুরগাঁও | হরিপুর | ৪০ নং হরিপুর | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৪ | | | পীরগঞ্জ | ৮৩ নং জগথা | ৩.১১ | ০.০০ | |
| ৫ | | দিনাজপুর | নবাবগঞ্জ | ০১ নং হরিল্লাখুর | ৪.০০ | ০.০০ | |
| ৬ | | নীলফামারী | কিশোরগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ | ২.৯০ | ০.০০ | |
| ৭ | | | ডিমলা | ১৭ নং বন্দর খড়িবাড়ী | ৩.০৩ | ০.০০ | |
| | | | | **রংপুর বিভাগ- মোট** | **২৩.৭৫** | **০.০০** | |
| ৮ | **রাজশাহী** | নওগাঁ | পোরশা | গোপিনাথপুর | ৩.৩১ | ০.০০ | |
| ৯ | | | সাপাহার | রামরামপুর | ৩.১১ | ০.০০ | |
| ১০ | | রাজশাহী | পুঠিয়া | ৩৪ নং কাঠালবাড়ীয়া | ৩.২৮ | ০.০০ | |
| ১১ | | নাটোর | নাটোর সদর | নাটোর | ২.৯২৮১ | ০.০০ | |
| ১২ | | | গুরুদাসপুর | চাঁচকৈর | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ১৩ | | **পাবনা** | আটঘরিয়া | ২/১ দেবোত্তর | ২.৫০ | ০.০০ | |
| | | | | **রাজশাহী বিভাগ-মোট** | **১৮.১৩** | **০.০০** | |
| ১৪ | **খুলনা-বিভাগ** | মেহেরপুর জেলা | মেহেরপুর সদর | ৭৯নং আমঝুপি | ২.৭০ | ০.০০ | |
| ১৫ | | | গাংনী | ২৩ নং কাজীপুর | ২.৭৪ | ০.০০ | |
| ১৬ | | চুয়াডাঙ্গা | আলমডাঙ্গা | গোবিন্দপুর | ৪.১০০ | ০.০০ | |
| ১৭ | | ঝিনাইদহ | হরিণাকুন্ডু | ২৮ নং হরিণাকুন্ডু | ৩.৫১৭৫ | ০.০০ | |
| ১৮ | | যশোর | মনিরামপুর | দূর্গাপুর | ১.৮৫ | ০.০০ | |
| ১৯ | | বাগেরহাট | রামপাল | ৯৭নং কামরাঙ্গা ও ছোট কাঠালী | ৩.০০ | ৯০.০০ | বন্দোবস্তকৃত জমি। |
| ২০ | | খুলনা | দাকোপ | ২৩নং হরিণটানা | ৩.০৩ | ০.০০ | |
| ২১ | | | দিঘলিয়া | বামনডাঙ্গা | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ২২ | | | তেরখাদা | হাড়িখালী | ৩.০১ | ০.০০ | |
| ২৩ | | সাতক্ষীরা | কালীগঞ্জ | ভদ্রখালী | ২.২৩ | ০.০০ | |
| ২৪ | | | শ্যামনগর | ইসমাইলপুর | ২.৬৪ | ০.০০ | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **খুলনা বিভাগ-মোট** | **৩১.৮২** | **৯০.০০** | |
| ২৫ | **বরিশাল-বিভাগ** | **বরগুনা** | বেতাগী | ২৩নং উত্তর ছোট মোকামিয়া | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ২৬ | | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী সদর | ৮৪নং বহালগাছিয়া | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ২৭ | | বরিশাল | বাবুগঞ্জ | ৫৩নং খানপুরা | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ২৮ | | | হিজলা | ৭৬নং চর কুশুরিয়া | ২.২০ | ০.০০ | |
| ২৯ | | | মেহেন্দিগঞ্জ | ৩৮নং কোলচরি | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৩০ | | | বাকেরগঞ্জ | ৪৬নং তরপাশা | ৩.৪৪ | ০.০০ | |
| ৩১ | | ভোলা | দৌলতখান | ৩৪নং চর বড় লামছিধলী | ৩.০০ | ০.০০ | |
| | | | | **বরিশাল বিভাগ-মোট** | **২০.৬৪** | **০.০০** | |
| ৩২ | **ময়মনসিংহ** | জামালপুর জেলা | ইসলামপুর | মালমারা | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৩৩ | | ময়ামনসিংহ | ফুলপুর | ৯২ নং কাজিয়াকান্দা | ৬.৩৫ | ০.০০ | |
| ৩৪ | | | মুক্তাগাছা | ০১ নং নন্দীবাড়ী | ৩.৪৫৮১ | ০.০০ | |
| ৩৫ | | | ফুলবাড়িয়া | ধুরধুরী | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৩৬ | | | গফরগাঁও | ষোলহাসিয়া | ৩.২৮৭৫ | ০.০০ | |
| | | | | **ময়মনসিংহ বিভাগ-মোট** | **১৯.১০** | **০.০০** | |
| ৩৭ | **ঢাকা-বিভাগ** | টাঙ্গাইল | সখিপুর | প্রতিমাবংকী | ৪.০০ | ০.০০ | |
| ৩৮ | | | টাঙ্গাইল সদর | বাউসা | ২.৬৪ | ০.০০ | |
| ৩৯ | | কিশোরগঞ্জ | ইটনা | ইটনা | ৫.০০ | ০.০০ | |
| ৪০ | | | অষ্টগ্রাম | অষ্টগ্রাম | ৩.৫ | ০.০০ | |
| ৪১ | | | কিশোরগঞ্জ সদর | মহিন্দ | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৪২ | | মুন্সিগঞ্জ | মুন্সীগঞ্জ সদর | রিকাবী বাজার ও পশ্চিম মুক্তারপুর | ৩.২৬ | ০.০০ | |
| ৪৩ | | নারায়ণগঞ্জ | রূপগঞ্জ | বিরাব | ৪.২৯ | ০.০০ | |
| ৪৪ | | | আড়াইহাজার | আড়াইহাজার ও বাঘানগর | ২.০০ | ০.০০ | |
| ৪৫ | | শরীয়াতপুর | ভেদরগঞ্জ | ৬১নং সিংজালা, ৬২নং সূর্যদিঘল ও ৬৩নং কোড়ালতলী | ৩.০৮ | ০.০০ | |
| ৪৬ | | | গোসাইরহাট | ৬৪নং মিত্রসেনপট্টি | ৩.০০ | ০.০০ | |
| | | | | **ঢাকা বিভাগ-মোট** | **৩৩.৭৭** | **০.০০** | |
| ৪৭ | **সিলেট-বিভাগ** | সুনামগঞ্জ | দিরাই | ৭৯নং মজলিসপুর | ২.৫০ | ০.০০ | |
| ৪৮ | | | জগন্নাথপুর | ৭৩নং ইসাকপুর | ৩.২৪ | ০.০০ | |
| ৪৯ | | | বিশ্বম্ভরপুর | ১৯১ নং বাঘমারা | ৪.৪৫ | ০.০০ | |
| ৫০ | | **সিলেট জেলা** | ওসমানীনগর | ১০নং হিজলশুয়া | ৩.০০ | ০.০০ | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | | | বিশ্বনাথ | ৭৩নং ধীতপুর | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৫২ | | | বালাগঞ্জ | ১৪২নং গড়মোহনী | ২.৭৩০০ | ০.০০ | |
| ৫৩ | | | কোম্পানীগঞ্জ | ৫৭ নং কালাসদক | ৩.২৫০০ | ০.০০ | |
| ৫৪ | | | জৈন্তাপুর | ১৮নং নিজপাট | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৫৫ | | মৌলভীবাজার | শ্রীমঙ্গাল | ৩৬ নং স্থিত | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৫৬ | | হবিগঞ্জ | মাধবপুর | ৮০নং মাধবপুর পশ্চিম | ৪.০৪ | ০.০০ | |
| | | | | **সিলেট বিভাগ-মোট** | **৩২.২১** | **০.০০** | |
| ৫৭ | **চট্টগ্রাম-বিভাগ** | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ি | ১০নং কালুয়াই | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৫৮ | | | হাতিয়া | ৪১নং চরঈশ্বর | ২.০৩ | ০.০০ | |
| ৫৯ | | চট্টগ্রাম | মীরসরাই | ৭৩নং পূর্ব মঘদিয়া | ২.২৫ | ০.০০ | |
| ৬০ | | কক্সবাজার | কুতুবদিয়া | বড়ঘোপ | ৩.৫৩ | ০.০০ | |
| ৬১ | | খাগড়াছড়ি | মাটিরাঙ্গা | ১৯৬ নং মাটিরাঙ্গা | ১.৮০০ | ০.০০ | |
| ৬২ | | | মহালছড়ি | ২৫২নং থলিপাড়া | ২.০০০ | ০.০০ | |
| ৬৩ | | পার্বত্য রাঙ্গামাটি | বিলাইছড়ি উপজেলা | ১২০নং খাগড়াছড়ি | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৬৪ | | | বাঘাইছড়ি উপজেলা | ৩৭৮ নং মারিশ্যা | ২.৩৮ | ০.০০ | |
| ৬৫ | | | জুরাছড়ি উপজেলা | ১৩৩নং জুড়াছড়ি | ২.০০ | ০.০০ | |
| ৬৬ | | পার্বত্য বান্দরবান | থানচি উপজেলা | ৩৬০নং কোয়াইক্ষং | ৩.০০ | ০.০০ | |
| | | | | **চট্টগ্রাম বিভাগ-মোট** | **২৪.৯৯** | **০.০০** | |
| | | | | | **২০৪.৪০** | **৯০.০০** | |
| **নতুন অন্তর্ভূক্ত উপজেলা ১০টি উপজেলা** | | | | | | | |
| ৬৭ | **রাজশাহী** | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | গোমস্তাপুর | ১৬১নং প্রসাদপুর | ৪.০৫ | ০.০০ | |
| ৬৮ | | নওগাঁ | আত্রাই | বিহারীপুর মৌজা | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৬৯ | **খুলনা-বিভাগ** | ঝিনাইদহ | সদর | ২৮ নং হরিণাকুন্ডু | ৩.৫১৭৫ | ০.০০ | |
| ৭০ | **বরিশাল-বিভাগ** | বরগুনা | আমতলী | ৩০নং চাওড়া | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৭১ | **ঢাকা-বিভাগ** | **ঢাকা** | ধামরাই | দেলধা মৌজা | ৪.০৭৫০ | ০.০০ | |
| ৭২ | **সিলেট-বিভাগ** | **সিলেট** | গোয়াইনঘাট | ১০৬নং দক্ষিণ হাতিপাড়া এবং ১০৭নং পুকাশ | ৪.৬৫ | ০.০০ | |
| ৭৩ | **চট্টগ্রাম-বিভাগ** | কক্সবাজার | মহেশখালী | ৫নং গোরকঘাটা | ৩.০০ | ৪৫.৯৫ | বন্দোবস্তকৃত জমি। |
| ৭৪ | | | টেকনাফ | শীলখালী | ৩.৩৪ | ২৯১.০৭ | বন্দোবস্তকৃত জমি। |
| ৭৫ | | | কক্সবাজার সদর | ১৫ ও ১৩ নং তেতৈয়া মৌজা | ৩.০০ | ৯০.৪০ | বন্দোবস্তকৃত জমি। |
| ৭৬ | | | উখিয়া | ১১নং উখিয়া মৌজা | ৩.০০ | ০.০০ | |
| **অনুমোদিত ডিডিপির অধিগ্রহণ উপজেলা হতে ২টি উপজেলা** | | | | | | | |
| ৭৭ | সিলেট-বিভাগ | সুনামগঞ্জ | দোয়ারাবাজার | ৮৮নং নৈনগাঁও | ৩.০০ | ০.০০ | |
| ৭৮ | খুলনা-বিভাগ | বাগেরহাট | কচুয়া | ২২নং মভিয়া | ৩.০০ | ০.০০ | |

**উপজেলা পর্যায়ে  মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১২৩টি অধিগ্রহণযোগ্য উপজেলার তালিকা নিম্নরুপ:**

| ক্র. নং. | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম | মৌজার নাম | জমির পরিমান (একরে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **অনুমোদিত ডিপিপি হতে ৮৮টি উপজেলা** | | | | | | |
| ১ | **রংপুর** | পঞ্চগড় | বোদা | | ৩.০৪৪০ | |
| ২ | | দিনাজপুর | বীরগঞ্জ | ১৫৪ নং চাকাই  ও ৪৮ নং দামাইক্ষেত্র | ৩.০৪০০ | |
| ৩ | | | বিরল | ১৬৫নং ব্রহ্মপুর | ৩.০২০ | |
| ৪ | | | ঘোড়াঘাট | ১০৪ নং শ্যামপুর | ৩.০০ | |
| ৫ | | রংপুর | কাউনিয়া | ৫৬নং সাহাবাজ ও ৫১নং হরিশ্বর | ৩.০০ | |
| ৬ | | | পীরগাছা | ৭৫নং চন্ডিপুর | ৩.০০ | |
| ৭ | | | পীরগঞ্জ উপজেলা | ১৮৫নং সোনাকান্দর ও ১৮৪নং পচাকান্দর | ৩.০০ | |
| ৮ | | কুড়িগ্রাম | চিলমারী | ৭নং থানা | ৪.২৫ | |
| ৯ | | | রৌমারী | ২১ নং রৌমারী | ৩.০৩০০ | |
| ১০ | | গাইবান্ধা | পলাশবাড়ী | ৭২নং জামালপুর | ৩.০০ | |
| ১১ | | | গোবিন্দগঞ্জ | ২৪১নং বোয়ালিয়া | ৩.২১ | |
| ১২ | | লালমনিরহাট | হাতীবান্ধা | ১৮নং সিঙ্গীমারী | ১.৩৭ | |
| ১৩ | | | আদিতমারী | ৩২নং আদিতমারী | ৩.০৫ | |
| ১৪ | **রাজশাহী** | জয়পুরহাট | কালাই | ৭৫নং ডহরা | ৩.১০ | |
| ১৫ | | বগুড়া | সারিয়াকান্দি | ১১৬নং  ফুলবাড়ি | ৩.০০ | |
| ১৬ | | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ৪১নং তাহেরপুর | ৩.১২ | |
| ১৭ | | নওগাঁ | মান্দা | ৮৩নং বিজয়পুর | ৩.০০ | |
| ১৮ | | | নওগাঁ সদর | ১৪৮নং চকপ্রাণ | ৩.১৮ | |
| ১৯ | | রাজশাহী | গোদাগাড়ী | ১৮৭নং সরমঙ্গলা | ২.৯৭ | |
| ২০ | | | বাগমারা | ১৭১নং দেউলা | ৩.০৩ | |
| ২১ | | | বাঘা | ১৩১নং বাউসা | ৩.০৭৬৩ | |
| ২২ | | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৬৭নং মাছিমপুর ও ৫৯নং বারইপাড়া | ৩.০০ | |
| ২৩ | | | নলডাঙ্গা | ৩৯ নং সোনাপাতিল | ৩.০৯৬ | |
| ২৪ | | | সিংড়া | ৩২৯ নং সেরকুল | ৩.২৩ | |
| ২৫ | | | বড়াইগ্রাম | ২৬ নং নিজ গুনিহাটি | ৪.০১৮৮ | |
| ২৬ | | সিরাজগঞ্জ | বেলকুচি | ২৯ নং সোবনসাড়া | ৩.০০ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭ | | | চৌহালি | ৮৯নং চরকোদালিয়া | ৩.০৮০০ | |
| ২৮ | | | শাহজাদপুর | ৫৫ নং পারকোলা | ৩.০০ | |
| ২৯ | **খুলনা-বিভাগ** | খুলনা | কয়রা | | ৩.০০ | |
| ৩০ | | সাতক্ষীরা | তালা | ৯১নং গোপালপুর | ৩.৩৩ | |
| ৩১ | **বরিশাল-বিভাগ** | পটুয়াখালী | মির্জাগঞ্জ | ৪১ নং পশ্চিম সুবিদখালী | ৩.১২২ | |
| ৩২ | | | দুমকি | ৫১ নং দুমকী সাতানী | ৩.০০ | |
| ৩৩ | | | দশমিনা | ৮৩নং লক্ষ্মীপুর | ৩.১১ | |
| ৩৪ | | বরিশাল | উজিরপুর | ৮৬ নং শিকারপুর | ৩.৪৪০০ | |
| ৩৫ | | | বানারীপাড়া | ৭৩ নং নরোত্তমপুর | ৩.০০ | |
| ৩৬ | | | আগৈলঝাড়া | ৮০নং মানসী ফুল্লশ্রী | ৩.০০ | |
| ৩৭ | | | গৌরনদী | ৬৭নং নাঠৈ | ৩.০০ | |
| ৩৮ | | | বরিশাল সদর | | ৪.০০ | |
| ৩৯ | | **পিরোজপুর** | পিরোজপুর সদর | ১৬নং কদমতলা | ৩.০৫ | |
| ৪০ | | | ইন্দুরকানী | ১৫নং চাড়াখালী | ৩.০০ | |
| ৪১ | | | মঠবাড়িয়া | ৬৬নং উত্তর মিঠাখারী | ৩.১০ | |
| ৪২ | | ভোলা | তজুমুদ্দিন | ৪৭নং শশীগঞ্জ | ৩.০০ | |
| ৪৩ | **ময়মনসিংহ** | ময়ামনসিংহ | ধোবাউড়া | ৪৪নং ধোবাউড়া | ২.৯৯ | |
| ৪৪ | **ঢাকা-বিভাগ** | গাজীপুর | কালিয়াকৈর | ১৩৭ নং বরদল | ৩.০০ | |
| ৪৫ | | | কালীগঞ্জ | উত্তর ভাদার্ত্তী ও তুমুলিয়া | ৩.১১৬৭ | |
| ৪৬ | | টাঙ্গাইল | কালিহাতি | ১৬০ নং নিশ্চিন্তপুর | ৩.২৩ | |
| ৪৭ | | কিশোরগঞ্জ | হোসেনপুর | ৩৮নং ধনকুড়া | ৩.৩৭ | |
| ৪৮ | | | পাকুন্দিয়া | পোড়াবাড়ীয়া | ৩.০০ | |
| ৪৯ | | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | ১০০নং বড়নিলুয়া | ৩.০০ | |
| ৫০ | | মুন্সিগঞ্জ | সিরাজদীখান | ৫৯নং তাজপুর | ৩.০০ | |
| ৫১ | | | লৌহজং | ৫৭নং আটিগাঁও | ৩.০০ | |
| ৫২ | | | টঙ্গীবাড়ী | সোনারং | ৩.০০ | |
| ৫৩ | | নরসিংদী | শিবপুর | ৭৯নং লাকুরসিছাপা | ৩.০০ | |
| ৫৪ | | নারায়ণগঞ্জ | সোনারগাঁও | আদমপুর | ৩.৮১ | |
| ৫৫ | | রাজবাড়ী জেলা | কালুখালী | ৩৩৩ নং মহিমশাহী চাঁদপুর এবং ৩৩২ নং সূর্য্যদিয়া | ৩.০০ | |
| ৫৬ | | ফরিদপুর | সালথা | | ২.৮৫ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫৭ | | | বোয়ালমারী | ১০৪নং শিবপুর | ৩.০০ | |
| ৫৮ | | | আলফাডাঙ্গা | ৪৮নং বুড়াইচড় | ৩.০০ | |
| ৫৯ | | | সদরপুর | ৩৫নং পশ্চিম আমিরাবাত | ৩.১৯ | |
| ৬০ | | | চরভদ্রাসন | ১১নংচরভদ্রাসন | ৩.১১ | |
| ৬১ | | গোপালগঞ্জ | কোটালীপাড়া | ৫৬নং কুঞ্জবন | ৪.৫৯ | |
| ৬২ | | শরীয়াতপুর | ডামড্যা | ২৭নং কনেশ্বর | ৩.০০ | |
| ৬৩ | | | শরীয়তপুর সদর | ৮৪নং চরপাতাং | ৩.০৯ | |
| ৬৪ | | | নড়িয়া | ৬৫নং লনসিংহ | ৩.০৯ | |
| ৬৫ | **সিলেট-বিভাগ** | মৌলভীবাজার | জুড়ী | ৫৯নং দক্ষিণভবানীপুর | ৩.০০ | |
| ৬৬ | **চট্টগ্রাম-বিভাগ** | কুমিল্লা | তিতাস | ৮৪ নং বন্দরামপুর | ৩.০০ | |
| ৬৭ | | | লালমাই | ৫নং দত্তপুর | ৩.০০ | |
| ৬৮ | | চাঁদপুর | কচুয়া | ৭৬নং কোয়া | ৩.০০০ | |
| ৬৯ | | | মতলব উত্তর | ১২ নং ব্যসদী | ৩.০০ | |
| ৭০ | | | মতলব দক্ষিণ | ১৭৫নং দূরগাঁও | ২.৫০০ | |
| ৭১ | | | ফরিদগঞ্জ | ১০৯ নং কুমিরা মথুরাচর | ৩.০০ | |
| ৭২ | | | শাহরাস্তি | ১০৩নং চাঁদপুর | ৩.১৫ | |
| ৭৩ | | | হাজীগঞ্জ | ৩৯৬ নং রাঁয়চো | ৩.০০ | |
| ৭৪ | | ফেনী | পরশুরাম | ৫৭নং চিথলীয়া | ৪.১০৭৫ | |
| ৭৫ | | | সোনাগাজী | ৭৯নং ছারাইতকান্দি | ২.৯৬২০ | |
| ৭৬ | | নোয়াখালী | সুবর্ণচর | ২৭০ নং উত্তর কচ্ছপিয়া | ৩.০০ | |
| ৭৭ | | | কোম্পানীগঞ্জ | ০৭ নং চর কাকড়া | ৩.২১০০ | |
| ৭৮ | | | কবিরহাট | ২১১নং ঘোষবাগ | ৩.০০ | |
| ৭৯ | | লক্ষ্মীপুর | কমলনগর | ১৯ নং চর জাঙ্গালিয়া | ৩.২৪ | |
| ৮০ | | | রামগতি | ৩২নং চর আলেকজান্ডার | ৪.০০ | |
| ৮১ | | | রামগঞ্জ | ২নং বিঘা | ৩.৩৪০০ | |
| ৮২ | | | রায়পুর | ২৬ নং চরপাতা | ৩.০২ | |
| ৮৩ | | চট্টগ্রাম | সন্দীপ | ৪০নং মুছাপুর | ৩.০০ | |
| ৮৪ | | | পটিয়া | ১০৪নং কথা | ৩.০০ | |
| ৮৫ | | খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি সদর | ২২৬নং গোলাবাড়ী | ৩.০৬ | |
| ৮৬ | | | দীঘিনালা | ৫২নং পাবলাখালী | ৩.০০ | |
| ৮৭ | | | রামগড় | ২২৯নং রামগড় | ৩.০০ | |
| ৮৮ | | | পানছড়ি উপজেলা | ২৪৬ নং ছোট পানছড়ি | ৩.০০ | |
| **অনুমোদিত ডিপিপির খাস জমি হতে ১৩টি উপজেলা** | | | | | | |
| ৮৯ | **রংপুর** | কুড়িগ্রাম | ভূরুঙ্গামারী | ৩৩ নং বাগভান্ডার | ৩.০০ | |
| ৯০ | **রাজশাহী** | জয়পুরহাট | জয়পুরহাট সদর | ১৬৭ নং হানাইল বাম্বু | ৩.০০ | |
| ৯১ | | নওগাঁ | নিয়ামতপুর | ৮৩ নং তেলিহারী | ৩.০০ | |
| ৯২ | | সিরাজগঞ্জ | কামারখন্দ | ৯ নং মধ্য ভদ্রঘাট | ৩.০০ | |
| ৯৩ | **খুলনা-বিভাগ** | মেহেরপুর জেলা | মুজিবনগর | ২৫ নং গৌরীনগর | ৩.০০ | |
| ৯৪ | | খুলনা | রূপসা | সামন্তসেনা | ৩.০০ | |
| ৯৫ | **বরিশাল-বিভাগ** | বরিশাল | মুলাদী | ৬২নং চর ডিক্রি, ৭৩ নং পশ্চিম চরপত্তনী ভাঙ্গা ও ৯৫নং ইকর খোলা | ৩.০০ | |
| ৯৬ | | পিরোজপুর | নেছারাবাদ | ০৭নং কুনিয়ারী | ৩.০০ | |
| ৯৭ | **ময়মনসিংহ** | জামালপুর জেলা | জামালপুর সদর | ১৩৩ নং পশ্চিমপাড় দিঘিলী | ৩.০০ | |
| ৯৮ | **চট্টগ্রাম-বিভাগ** | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | বাঞ্ছারামপুর | ৩৫ নং জগন্নাথপুর | ৩.০০ | |
| ৯৯ | | চাঁদপুর | হাইমচর | ২৯ নং উত্তর আলগী | ৩.১৯ | |
| ১০০ | | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | ৫৫ নং ছিলোনিয়া | ৩.০০ | |
| ১০১ | | | বাঁশখালী | ৪২ নং চেচুরিয়া সিট নং-০২ | ৩.০০ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **প্রকল্পের ৩য় পর্যায় হতে ১৮টি উপজেলা** | | | | | | |
| ১০২ | **রংপুর** | দিনাজপুর | হাকিমপুর | ৬৬নং আপ্তইর | ৪.২০ | |
| ১০৩ | | রংপুর | বদরগঞ্জ | ১৭নং কিসমত ঘাটাবিল | ৩.০০ | |
| ১০৪ | **রাজশাহী** | জয়পুরহাট | ক্ষেতলাল | ১২৩নং বিনসারা | ৫.২১ | |
| ১০৫ | | রাজশাহী | দুর্গাপুর | ১০৭নং রৈপাড়া | ৩.০০ | |
| ১০৬ | | **পাবনা** | সুজানগর | ২৩নং ভবানীপুর | ৩.০০ | |
| ১০৭ | **খুলনা-বিভাগ** | বাগেরহাট | মোড়োলগঞ্জ | ১১৫নং সরালিয়া | ৩.০১ | |
| ১০৮ | | সাতক্ষীরা | কলারোয়া | ৫৮নং খলসী, ৫৯নং তুলসীডাঙ্গা ও ৭৪নং হেলাতলা মৌজা | ৪.৫৮ | |
| ১০৯ | | | দেবহাটা | ২৩নং পারুলিয়া মৌজা | ৩.৯০৫০ | |
| ১১০ | | **কুষ্টিয়া জেলা** | মিরপুর | ১১নং সুলতানপুর | ৩.৯৭ | |
| ১১১ | **ময়মনসিংহ** | ময়ামনসিংহ | ত্রিশাল | ত্রিশাল মৌজা | ৪.০৩ | |
| ১১২ | | | হালুয়াঘাট | ৯৪নং আকনপাড়া/বালিচান্দা | ৩.০০ | |
| ১১৩ | **ঢাকা-বিভাগ** | টাঙ্গাইল | বাসাইল | ৫৪নং বাসাইল মৌজা | ৩.০০ | |
| ১১৪ | | কিশোরগঞ্জ | কুলিয়ারচর | ৪৩নং ছয়সূতী | ৩.০০ | |
| ১১৫ | | রাজবাড়ী | পাংশা | ১১২নং সত্যজিতপুর | ৩.০০ | |
| ১১৬ | **সিলেট-বিভাগ** | **সিলেট জেলা** | ফেঞ্চুগঞ্জ | ০৩নং কতুবপুর | ৪.০৯ | |
| ১১৭ | **চট্টগ্রাম-বিভাগ** | কুমিল্লা | দেবিদ্বার | ২৪নং ওয়াহেদপুর মৌজা | ৩.৫১ | |
| ১১৮ | | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | ৫২নং বিলপুর | ৪.০৭ | |
| ১১৯ | | | লোহাগাড়া | ১০নং আধুনগর | ৩.০০ | |
| **অন্যান্য হতে ৪টি উপজেলা** | | | | | | |
| ১২০ | **ময়মনসিংহ** | ময়ামনসিংহ | তারাকান্দা | ১২১নং ডেউয়াতলী মৌজা | ৩.০০ | |
| ১২১ | **সিলেট-বিভাগ** | মৌলভীবাজার | কমলগঞ্জ | ৫১নং মৈদাইল/৬৪নং সুরানন্দপুর/৬৫নং বাসুদেবপুর | ৩.০০ | |
| ১২২ | | | কুলাউড়া | ৩৭নং কুলাউড়া মৌজা | ৩.০১১১ | |
| ১২৩ | **চট্টগ্রাম-বিভাগ** | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | সদর | ২৮৪নং সেন্দ মৌজা | ৩.০০ | |

**সংযুক্তি ৫**

## ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

**উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণযোগ্য ১২৩টি উপজেলার মধ্যে জেলা প্রশাসক বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রেরিত ৬১টি উপজেলার তথ্যাদি নিম্নরুপ:**

| ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | জেলা প্রশাসক বরাবর পরিশোধিত জমি অধিগ্রহণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| *** ৬১টি উপজেলার মধ্যে জমি বুঝে পাওয়া গেছে এমন উপজেলার তালিকা:** | | | | |
| ১ | রংপুর | পীরগাছা | ৭০১.৯২ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ২ | | পীরগঞ্জ | ৭৭৯.৩৫ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৩ | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | ৯১০.৬৪ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৪ | জয়াপুরহাট | কালাই | ৬৯৮.২৬ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৫ | নওগাঁ | মান্দা | ৭১২.৭২ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৬ | | সদর | ৫৭৪.৭৯ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৭ | নাটোর | সিংড়া | ১৪৩.৬৭ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৮ | | বাগাতিপাড়া | ৬৯৩.২৫ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৯ | সাতক্ষীরা | তালা | ৪০৭.৫৩ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১০ | বরিশাল | আগৈলঝাড়া | ১১২৯.৩৭ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১১ | | গৌরনদী | ৩৮৫.৩৯ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১২ | ময়ামনসিংহ | ধোবাউড়া | ৭৬২.৪০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১৩ | কিশোরগঞ্জ | হোসেনপুর | ৭৩৫.৮৩ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে |
| ১৪ | গোপালগঞ্জ | কোটালীপাড়া | ৩৫৮.৬৫ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১৫ | পিরোজপুর | ইন্দুরকানী | ৫০৪.৯৯ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১৬ | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | ৩১৭.৮০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১৭ | ফরিদপুর | চরভদ্রাসন | ৯৪৩.৭৯ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১৮ | মৌলভীবাজার | জুড়ী | ৭৪২.১১ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ১৯ | চাঁদপুর | কচুয়া | ৭৮৪.৩৮ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ২০ | | মতলব দক্ষিণ | ৮২৯.৩৫ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ২১ | লক্ষ্মীপুর | রায়াপুর | ৬৫০.৫১ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ২২ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | ৯২০.৫৩ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ২৩ | খাগড়াছড়ি | সদর | ১০২৯.৯৯ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ২৪ | | দীঘিনালা | ৯১৮.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ২৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদর | ১৪০৩.২৯ | দরপত্র আহবান করা যাবে |
| ২৬ | ফরিদপুর | আলফাডাঙ্গা | ৫৯৭.৫৩ | দরপত্র আহবান করা যাবে |
| ২৭ | | সদরপুর | ৬৮৩.৪৩ | |
| ২৮ | লক্ষ্মীপুর | রামগঞ্জ | ৪৫৯.০৯ | দরপত্র আহবান করা যাবে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৯ | ভোলা | তজুমুদ্দিন | ১২৯.৪০ | সয়েল টেস্ট করতে হবে। |
| *** ৬১ টি উপজেলার মধ্যে জমি অধিগ্রহণ মূল্য প্রদান করা হয়েছে কিন্তু জমি বুঝে পাওয়া যায়নি এমন উপজেলার তালিকা:** | | | | |
| ১ | গাইবান্ধা | পলাশবাড়ী | ৫২৪.৫২ | জমি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য গত ২৭-০৭-২০২৫খ্রি: তারিখে ১ম তাগিদ পত্র জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ২ | রাজশাহী | গোদাগাড়ী | ৪১৮.৭৫ | টাকা সমন্বয়ের বিষয়ে ভূমি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে সম্মতিপত্র জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে |
| ৩ | | বাঘা | ৩১১.৭৩ | টাকা সমন্বয়ের বিষয়ে ভূমি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে সম্মতিপত্র জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে |
| ৪ | খাগড়াছড়ি | রামগড় | ৯১৮.০০ | জেলা প্রশাসন হতে জায়গা বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ অধিগ্রহণ মূল্য নেননি বলে জমির দখল বুঝে পাওয়া যায়নি। জমিটি বুঝে দেবার জন্য পুনরায় ২৯-০৭-২০২৫খ্রি: ১ম তাগিদ পত্র দেয়া হয়। |
| ৫ | নোয়াখালী | কবিরহাট | ৪৮২.১৩ | চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে ফাইল উপস্থাপনকরা হয়েছে। (জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরিত টাকা হতে (৬৪৭.৮৫-৪৮২.১৩) ১৬৫.৭২লক্ষ অতিরিক্ত রয়েছে।) |
| *** ৬১টি উপজেলার মধ্যে বর্তমান অর্থ বছরে অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ মূল্য প্রদান করা হয়েছে এমন উপজেলার তালিকা:** | | | | |
| ১ | লালমনিরহাট | আদিতমারী | ১১৮.৫৪ | চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে বর্তমান অর্থ বছরের টাকা দেয়া হবে মর্মে ফাইল অনুমোদিত হয়েছে |
| ২ | পিরোজপুর | সদর | ৮৬.৭৫ | ঐ |
| ৩ | লক্ষ্মীপুর | রামগতি | ২৬৯.৯৩ | ঐ |
| ৪ | কুড়িগ্রাম | চিলমারী | ৫৩১.৪৮ | ঐ |
| ৫ | দিনাজপুর | বিরল | ১১৩.৪০ | ঐ |
| ৬ | সাতক্ষীরা | দেবহাটা | ২৪৪.৩৮ | ঐ |
| | | মোট= | ১৩৬৪.৪৮ | |
| *** ৬১টি উপজেলার মধ্যে অধিগ্রহণ চলমান অবশিষ্ট উপজেলার তালিকা:** | | | | |
| ১ | লালমনিরহাট | হাতীবান্ধা | ১১৯.০০ | জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের পরে জেলা প্রশাসক কর্তৃক কিছু ত্রুটি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে বলেন। সে মোতাবেক ত্রুটিসমূহ সংশোধন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ২ | বগুড়া | সারিয়াকান্দি | ২৩৮.২৩ | যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ৪ ধারা প্রক্রীয়াধীন রয়েছে। (প্রেরিত টাকা উত্তলন করতে পারেনি) |
| ৩ | রাজশাহী | বাগমারা | ৪৩.৫১ | যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক গাছের মূল্য নির্ধারণের জন্য বন বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। |
| ৪ | সিরাজগঞ্জ | চৌহালি | ২৯০.১৬ | যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। |
| ৫ | পটুয়াখালী | দশমিনা | ৪০৬.০৭ | পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিদর্শন করবে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন। |
| ৬ | গাজীপুর | কালীগঞ্জ | ৭২৪.০০ | প্রস্তাবের তফসিলের ত্রুটি সংশোধন করে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৭ | নারায়ণগঞ্জ | সোনারগাঁও | ৪৪৪.০০ | জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের পরে জেলা প্রশাসক কর্তৃক কিছু ত্রুটি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে বলেন। সে মোতাবেক ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৮ | ফরিদপুর | বোয়ালমারী | ৭৯৬.০৭ | যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত করণ প্রক্রীয়া চলমান রয়েছে। |
| ৯ | শরীয়াতপুর | সদর | ৫৫০.০০ | ৭ ধারা নোটিশ এর কার্যক্রম চলমান। |
| ১০ | | ডামড্যা | ২৭৫.৪৯ | স্থানীয় জনগনের বাধার কারণে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। |
| ১১ | | নড়িয়া | ৬০০.০০ | অবকাঠামো ও গাছপালার মূল্য নির্ধাণের জন্য বন বিভাগ PWD এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ১২ | ফেনী | সোনাগাজী | ৩৮৮.২৭ | চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত হয়েছে। |
| ১৩ | | পরশুরাম | ২৫৭.৯৪ | মূল্য নির্ধারণ প্রক্রীয়াধীন রয়েছে। |
| ১৪ | চাঁদপুর | হাইমচর | | ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। |
| ১৫ | চট্টগ্রাম | সন্দ্বীপ | ৮৬.৫৪ | ৪ ধারা নোটিশ হয়েছে। |
| ১৬ | কুড়িগ্রাম | রৌমারী | | তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ১৭ | দিনাজপুর | ঘোড়াঘাট | | ঐ |
| ১৮ | রাজবাড়ী | পাংশা | | ঐ |
| ১৯ | | কালুখালী | | ঐ |
| ২০ | কিশোরগঞ্জ | কুলিয়ারচর | | ঐ |
| ২১ | মৌলভীবাজর | কুলাউড়া | | ঐ |

সংযুক্তি-৬

## ল্যাব রিপোর্ট-১ :

# BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)
## DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

1 of 1

Mobile: 01819557964; PABX: (8802) - 55167100, 55167228-57 Ext. 7226, Info: http://brtc.ce.buet.ac.bd/#/home, Report verification: http://verify.ce.buet.ac.bd

BRTC Bureau of Research Testing & Consultation

## STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

**TEST OF DEFORMED M.S. BARS [ASTM A 615M-16]**

Sent by: মোঃ হেদায়েতুল হক মির্জা, সহকারী প্রকৌশলী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

Project: Construction of Sheikh Russel Mini Stadium at Pirgonj Upazila, Rangpur under the Project of Construction of Sheikh Russel Mini Stadium at Upazila Level Phase-2

BRTC No.: 1103-08270/CE/23-24; Dt. 12/12/2023
Ref.: এনএসসি/৩৪.০৩.০০০০.০০৫.০২.০২০.২০২২(পীরগঞ্জ উপজেলা) ১০৫৩; D
Date of Test: 13/12/2023
Contractor/supplier: মেসার্স আসাদ এন্টারপ্রাইজ
**Samples were received in UNSEALED condition.**

BUETCE04

| Sl. No. | Frog Mark / Identification | Bar Desig./ Nominal dia. (mm) | Actual bar dia. (mm) | Unit Weight (kg/m) | Average Unit Weight (kg/m) | Yield or Proof Load (kN) | Yield or Proof Strength (MPa) | Average Yield or Proof Strength (YS) (MPa) | Tensile Load (kN) | Tensile Strength (MPa) | Average Tensile Strength (TS) (MPa) | TS/YS | Elongation (%) (G. length = 200 mm) | Average Elongation (%) | Bend Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSI G60 B420 DWR | 20 | 20.1 | 2.499 | | 145 | 462 | 466 (67500 psi) | 215 | 685 | 685 (99000 psi) | | 17 | | - |
| 2 | BSI G60 B420 DWR | 20 | 20.1 | 2.484 | 2.493 | 145 | 462 | | 213 | 680 | | 1.47 | 17 | 17 | - |
| 3 | BSI G60 B420 DWR | 20 | 20.1 | 2.497 | | 149 | 475 | | 216 | 690 | | | 17 | | - |
| 4 | BSI G60 B420 DWR | 16 | 16.1 | 1.605 | | 89 | 443 | 449 (65000 psi) | 133 | 660 | 665 (96000 psi) | | 18 | | - |
| 5 | BSI G60 B420 DWR | 16 | 16.2 | 1.610 | 1.605 | 93 | 463 | | 135 | 670 | | 1.48 | 17 | 18 | - |
| 6 | BSI G60 B420 DWR | 16 | 16.1 | 1.600 | | 89 | 443 | | 132 | 655 | | | 18 | | - |
| 7 | BSI G60 B420 DWR | 12 | 12.0 | 0.890 | | 51.8 | 458 | 465 (67500 psi) | 74.3 | 660 | 665 (96500 psi) | | 17 | | - |
| 8 | BSI G60 B420 DWR | 12 | 12.0 | 0.890 | 0.898 | 51.8 | 458 | | 74.3 | 660 | | 1.43 | 17 | 16 | - |
| 9 | BSI G60 B420 DWR | 12 | 12.2 | 0.913 | | 54 | 478 | | 77.4 | 685 | | | 15 | | - |
| 10 | BSI G60 B420 DWR | 10 | 9.9 | 0.608 | | 34.5 | 437 | 437 (63500 psi) | 49.1 | 620 | 620 (90000 psi) | | 17 | | - |
| 11 | BSI G60 B420 DWR | 10 | 10.0 | 0.615 | 0.612 | 34.5 | 437 | | 49.1 | 620 | | 1.42 | 17 | 17 | - |
| 12 | BSI G60 B420 DWR | 10 | 10.0 | 0.612 | | 34.5 | 437 | | 49.1 | 620 | | | 17 | | - |
| - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | | - |

Conversion factor: 1.0 MPa = 1.0 N/mm² = 145 psi. Strengths are based on nominal area.

**ASTM A615M-16 Weight Requirements and Nominal Area of bars (Table A1.1)**

| Bar desig./Nominal dia., mm | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal area, sq.mm | 50.3 | 79 | 113 | 201 | 314 | 380 | 491 | 616 | 804 | 1018 | 1257 | 1963 | 2827 |
| Nominal weight, kg/m | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.578 | 2.466 | 2.98 | 3.853 | 4.834 | 6.313 | 7.99 | 9.865 | 15.41 | 22.2 |

Measured unit weight shall not be less than 94% of the nominal weight. 8mm bar size is not covered in ASTM A615M-16.
Area and weight of 8mm and 22m dia. bars are derived based on principle follwed for other sizes in Table A1.1
Actual dia. and TS/YS ratio are provided for informative purpose only. These are not requirements of ASTM A615M-16.
Actual diameter is the diameter of a perfectly round plain bar having same mass per unit length.

**ASTM A615M-16 Tensile Requirements for Common Steel Grades**

| | Grade 60 [420] | Grade 75 [520] | Grade 80 [550] |
|---|---|---|---|
| Tensile strength, min. psi [MPa] | 90 000 [620] | 100 000 [690] | 105 000 [725] |
| Yield strength, min, psi [MPa] | 60 000 [420] | 75 000 [520] | 80 000 [550] |
| Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | | | |
| Bar Designation No. | | | |
| 10, 12, 16, 20 | 9 | 7 | 7 |
| 25, 22 | 8 | 7 | 7 |
| 28, 32, 36, 40, 50, 60 | 7 | 6 | 6 |

23 7BTM26rC9

18 December 2023

**Countersigned by:**
Prof. Dr. Hasib Mohammed Ahsan, Test-in-Charge
Dept. of Civil Engg., BUET, Dhaka-1000, Bangladesh

**Test performed by:**
Dr. Munaz Ahmed Noor
Professor, Dept. of Civil Engg., BUET

*Important Note: Samples as supplied to us have been tested. BRTC does not have any responsibility as to the representative character of the samples required to be tested. It is recommended that the samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under the signature of a competent authority. In order to avoid fradulent fabrication of test results, this report has been printed on a security paper. It is also recommended that the test results be collected by a duly authorized person.*

Department of Civil Engineering ★ BUET, Dhaka-1000, Bangladesh ★

## ল্যাব রিপোর্ট-২ :

BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)

**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**

Mobile: 01819557964; PABX: 55167100 Ext. 7226
http://brtctest.ce.buet.ac.bd

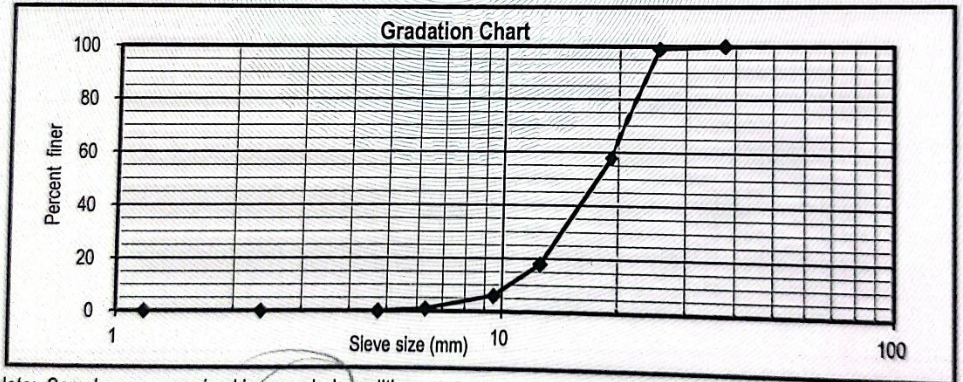
BRTC
Bureau of Research, Testing & Consultation

### TRANSPORTATION ENGINEERING LABORATORY

BRTC No. : **1103-08270 /CE /23-24 ; Dt: 12/12/2023**
Sent by : মো: হেদায়েতুল হক মির্জা, সহকারী প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
Ref. No. : এনএসসি/৩৪.০৩.০০০০.০০৫.০২.০২০.২০২২(পীরগঞ্জ উপজেলা) ১০৮৩; Dt: 6/12/2023
Project : Construction of Sheikh Russel Mini Stadium at Pirgonj Upazila, Rangpur District under the project of "Construction of Sheikh Russel Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)".
Sample : **Stone Chips** Sample ID: ---
Test : **Gradation of Aggregates [ASTM C136]**
Date of Test : 17/12/2023

**TEST REPORT**

| Sieve Size | Material Retained | Percent of Material Retained | Cumulative % Retained | Percent Finer | Fineness Modulus |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | gm | % | % | % | |
| 37.5 | 0.0 | 0 | 0 | 100 | **7.36 (Seven point three six)** |
| 25.4 | 137.0 | 1 | 1 | 99 | |
| 19.05 | 4107.0 | 41 | 42 | 58 | |
| 12.5 | 4013.0 | 40 | 82 | 18 | |
| 9.5 | 1178.0 | 12 | 94 | 6 | |
| 6.3 | 475.0 | 5 | 99 | 1 | |
| 4.75 | 50.0 | 1 | 100 | 0 | |
| 2.36 | 20.0 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.18 | 0.0 | 0 | 100 | 0 | |
| Pan | 17.0 | 0 | | | |
| Total | 9997 | | | | |




Note: Samples were received in unsealed condition.

Countersigned by:

**Prof. Dr. Hasib Mohammed Ahsan**
Test-In-Charge
Department of Civil Engineering
BUET, Dhaka-1000, Bangladesh

19
d5rA7Nm2e

Test Performed by:

18-Dec-2023
**Dr. M. Neaz Murshed**
Associate Professor
Department of Civil Engineering
BUET, Dhaka-1000, Bangladesh

Department of Civil Engineering, BUET, Dhaka-1000, Bangladesh

**Important Notes:** Samples as supplied to us have been tested in our laboratory. BRTC does not have any responsibility as to the representative character of the samples required to be tested. It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority. In order to avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/Supplier.

BUETCE 0445431

## ল্যাব রিপোর্ট-৩ :

*Heaven's Light is Our Guide*


**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**

RAJSHAHI UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAJSHAHI

(Tel.: 8802588866397, E-mail: head@ce.ruet.ac.bd)


# TEST RESULTS OF DEFORMED M.S. BARS

Memo No.: CET / 2022-2023 / 1031 — Date: 14-02-2023

Sample Sent by: জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, প্রকল্প প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

বিষয়ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন **Construction of Sheikh Russel Mini Stadium at Puthia Upazila of Rajshahi District, Atgharia Upazila of Pabna District and Sadar & Gurudashpur Upazila of Natore District under the project of "Construction of Sheikh Russel Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)"** কাজে ব্যবহৃত নির্মান সামগ্রীর টেষ্ট রিপোর্ট প্রেরণ প্রসংগে।

Ref. এনএসসি/৩৪.০৩.০০০০.০০৫.০২.০২০-২০২১-৫৪ — Date: 24-01-2023

Test Standard: ASTM — Sample Condition: Sealed

## ল্যাব রিপোর্ট-৪:

| SL No. | Brand Name | Nominal Diameter (mm) | Actual Bar Diameter (mm) | Unit Weight (Kg/m) | Average Unit Weight (Kg/m) | Yield Strength (MPa) | Average Yield Strength (MPa) | Ultimate Strength (MPa) | Average Ultimate Strength (MPa) | US/YS | Elongation, (%) (Guage Length = 200 mm) | Average Elongation (%) | Bend Test | Rebend Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS TIGER B400 DWR 60G | 10 | 9.8 | 0.587 | | 465 | | 629 | | | 16 | | OK | OK |
| 2 | SS TIGER B400 DWR 60G | 10 | 9.7 | 0.582 | 0.584 | 456 | **463** | 622 | **629** | **1.36** | 17 | **16** | OK | OK |
| 3 | SS TIGER B400 DWR 60G | 10 | 9.7 | 0.582 | | 469 | | 635 | | | 16 | | OK | OK |
| 1 | SS TIGER B400 DWR 60G | 12 | 11.6 | 0.837 | | 413 | | 547 | | | 16 | | OK | OK |
| 2 | SS TIGER B400 DWR 60G | 12 | 11.6 | 0.833 | 0.834 | 424 | **421** | 559 | **552** | **1.31** | 17 | **16** | OK | OK |
| 3 | SS TIGER B400 DWR 60G | 12 | 11.6 | 0.832 | | 425 | | 550 | | | 16 | | OK | OK |
| 1 | SS TIGER B400 DWR 60G | 16 | 15.8 | 1.532 | | 456 | | 572 | | | 17 | | OK | OK |
| 2 | SS TIGER B400 DWR 60G | 16 | 15.7 | 1.530 | 1.528 | 457 | **457** | 573 | **573** | **1.25** | 18 | **17** | OK | OK |
| 3 | SS TIGER B400 DWR 60G | 16 | 15.7 | 1.522 | | 459 | | 575 | | | 17 | | OK | OK |
| 1 | SS TIGER B400 DWR 60G | 20 | 19.8 | 2.416 | | 462 | | 589 | | | 17 | | OK | OK |
| 2 | SS TIGER B400 DWR 60G | 20 | 19.8 | 2.423 | 2.422 | 461 | **460** | 594 | **589** | **1.28** | 18 | **18** | OK | OK |
| 3 | SS TIGER B400 DWR 60G | 20 | 19.8 | 2.427 | | 457 | | 586 | | | 18 | | OK | OK |

ASTM A615M-16 Requirement of Nominal Area of Bars and Unit Weight

| Bar Diameter, mm | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Area, sq. mm | 79 | 113 | 201 | 314 | 380 | 491 | 616 | 804 | 1018 | 1257 |
| Nominal Weight, Kg/m | 0.617 | 0.888 | 1.578 | 2.466 | 2.984 | 3.853 | 4.834 | 6.313 | 7.99 | 9.865 |

**Countersigned by**

(Dr. Syed Abdul Mfozi)
Professor, Department of Civil Engineering, RUET

**Testing Officer**

(Atika Hossain Akhi)
Lecturer, Department of Civil Engineering, RUET

**Warning:**

It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority.
To avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/ Supplier.

209

Heaven's Light is Our Guide
**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**
**RAJSHAHI UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAJSHAHI**
(Tel.: **8802588866397**, E-mail: head@ce.ruet.ac.bd)

# GRADATION OF STONE CHIPS

Memo No.: CET/2022-2023/ 1031 Date: 14-02-2023

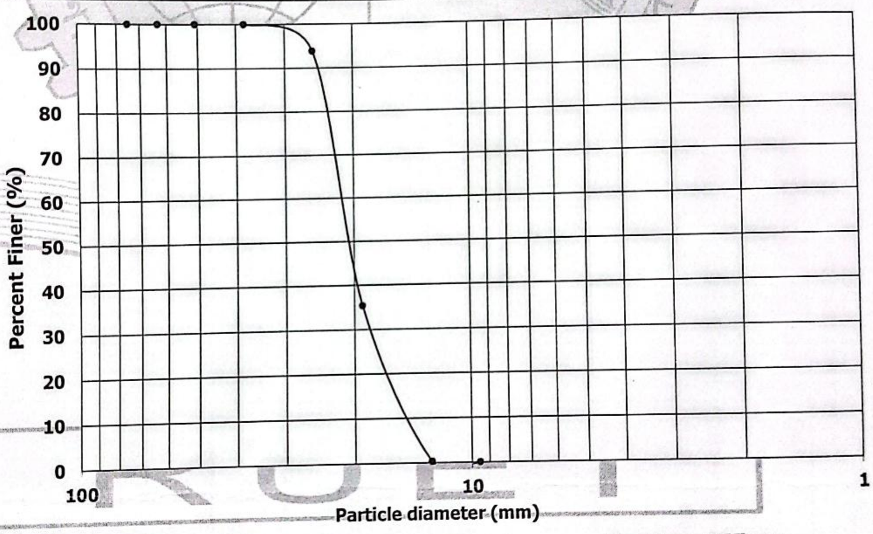
Sample Sent by: জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, প্রকল্প প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

বিষয় ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন **Construction of Sheikh Russel Mini Stadium at Puthia Upazila of Rajshahi District, Atgharia Upazila of Pabna District and Sadar & Gurudashpur Upazila of Natore District under the project of "Construction of Sheikh Russel Mini Stadium at Upazila level (Phase 2)"** কাজে ব্যবহৃত নির্মান সামগ্রীর টেষ্ট রিপোর্ট প্রেরণ প্রসংগে।

Ref. এনএসসি/৩৪.০৩.০০০০.০০৫.০২.০২০-২০২১-৫৪ Date: 24-01-2023

Test Standard: ASTM Sample Condition: Sealed

| Sieve Size, mm | 75.00 | 63.00 | 50.8 | 38.1 | 25.4 | 19.05 | 12.7 | 9.53 | 6.35 | 4.75 | 2.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Passing | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.84 | 35.40 | 0.32 | 0.08 | --- | --- | --- |




**Countersigned by**

(Dr. Syed Abdul Mofiz)
Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

10246cd8

**Testing Officer**

(Atika Hossain Akhi)
Lecturer
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

Warning:

- It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority.
- To avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/ Supplier.

## পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ল্যাব-টেষ্টের রিপোর্ট

*Heaven's Light is Our Guide*

**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**
RAJSHAHI UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAJSHAHI
(Tel.: 8802588866397, E-mail: head@ce.ruet.ac.bd)

### TEST RESULTS OF DEFORMED M.S. BARS

Memo No.: CET / 2025-2026 / 1519 — Date: 12-04-2026

Sample Sent by: জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

বিষয়ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলাস্থ বাগাতিপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর টেষ্ট রিপোর্ট প্রেরণ প্রসংগে।

Ref. ৩৪.০৩.০০০০.০০৫.০২.০৪৪-২৫ (বাগাতিপাড়া উপজেলা)-২৮ — Date: 18-01-2026

Test Standard: ASTM/ISO — Sample Condition:

| SL No. | Brand Name | Nominal Diameter (mm) | Actual Bar Diameter (mm) | Unit Weight (Kg/m) | Average Unit Weight (Kg/m) | Yield Strength (MPa) | Average Yield Strength (MPa) | Ultimate Strength (MPa) | Average Ultimate Strength (MPa) | US/YS | Elongation, (%) (Gauge Length = 200 mm) | Average Elongation (%) | Bend Test | Rebend Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSM B420 DWR | 10 | 10.2 | 0.636 | 0.636 | 467 | **467** | 632 | **636** | **1.36** | 16 | **16** | OK | --- |
| 2 | RSM B420 DWR | 10 | 10.2 | 0.638 | | 466 | | 642 | | | 16 | | OK | --- |
| 3 | RSM B420 DWR | 10 | 10.1 | 0.634 | | 468 | | 633 | | | 16 | | OK | --- |
| 1 | RSM B420 DWR | 12 | 12.1 | 0.905 | 0.905 | 470 | **470** | 657 | **657** | **1.40** | 16 | **16** | OK | --- |
| 2 | RSM B420 DWR | 12 | 12.1 | 0.906 | | 470 | | 656 | | | 16 | | OK | --- |
| 3 | RSM B420 DWR | 12 | 12.1 | 0.903 | | 471 | | 658 | | | 17 | | OK | --- |
| 1 | RSM B420 DWR | 16 | 16.2 | 1.622 | 1.624 | 500 | **495** | 659 | **655** | **1.32** | 17 | **17** | OK | --- |
| 2 | RSM B420 DWR | 16 | 16.2 | 1.624 | | 500 | | 658 | | | 17 | | OK | --- |
| 3 | RSM B420 DWR | 16 | 16.2 | 1.625 | | 485 | | 648 | | | 16 | | OK | --- |
| 1 | RSM B420 DWR | 20 | 20.1 | 2.495 | 2.499 | 483 | **484** | 676 | **676** | **1.40** | 17 | **16** | OK | --- |
| 2 | RSM B420 DWR | 20 | 20.1 | 2.500 | | 485 | | 678 | | | 16 | | OK | --- |
| 3 | RSM B420 DWR | 20 | 20.1 | 2.502 | | 485 | | 674 | | | 16 | | OK | --- |

**ISO 6935-2:2019 Requirement of Nominal Cross-sectional Area of Bars and Unit Weight**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Bar Diameter, mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
| Nominal Cross-sectional Area, $mm^2$ | 28.3 | 50.3 | 78.5 | 113 | 154 | 201 | 314 | 491 | 616 | 804 | 1257 | 1964 |
| Unit Weight: Nominal Weight, Kg/m | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2.47 | 3.85 | 4.84 | 6.31 | 9.86 | 15.42 |
| Unit Weight: Permissible Deviation (%) | ±8 | ±8 | ±6 | ±6 | ±5 | ±5 | ±5 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |

**The actual bar diameter refers to the diameter of perfectly round plain bars with uniform mass per unit length. These values are provided for informational purposes only and are not a requirement of ISO 6935-2:2019.*

**Countersigned by**
(Sumaya Tabassum)
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, RUET

adc6b62e

**Testing Officer**
(Dr. Md. Robiul Awall)
Professor, Department of Civil Engineering, RUET

**Warning:**
It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority.
To avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/ Supplier.

Heaven's Light is Our Guide

## DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

### RAJSHAHI UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAJSHAHI

(Tel.: 8802588866397, E-mail: head@ce.ruet.ac.bd)

RUET

# GRADATION OF STONE CHIPS

Memo No.: CET/2025-2026/ 1519 Date: 12-04-2026

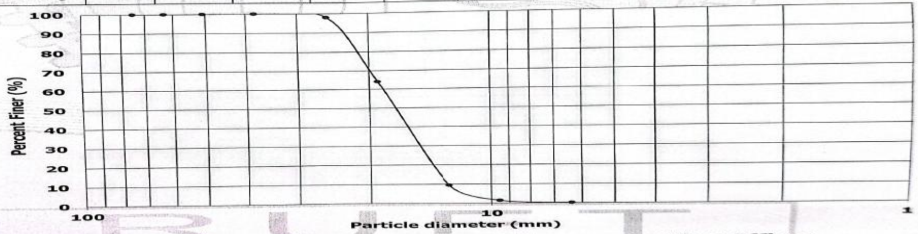
Sample Sent by: জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

বিষয় ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলাস্থ বাগাতিপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মান সামগ্রীর টেষ্ট রিপোর্ট প্রেরণ প্রসংগে।

Ref. ৩৪.০৩.০০০০.০০৫.০২.০৪৪-২৫ (বাগাতিপাড়া উপজেলা)-২৮ Date: 18-01-2026

Test Standard: ASTM Sample Condition:

| Sieve Size, mm | 75.00 | 63.00 | 50.8 | 38.1 | 25.4 | 19.05 | 12.7 | 9.53 | 6.35 | 4.75 | 2.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Passing | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.06 | 64.18 | 9.46 | 1.44 | 0.16 | --- | --- |




**Countersigned by**

(Sumaya Tabassum)
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

adc6b62e

**Testing Officer**

(Dr. Md. Robiul Awall)
Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

Warning:

- It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority.
- To avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/ Supplier.

Heaven's Light is Our Guide

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

RAJSHAHI UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAJSHAHI

(Tel.: 8802588866397, E-mail: head@ce.ruet.ac.bd)

RUET

# TEST RESULTS OF STONE CHIPS

Memo No.: CET/2025-2026/ 1519 Date: 12-04-2026

Sample Sent by: জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

বিষয় ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলাস্থ বাগাতিপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মান সামগ্রীর টেষ্ট রিপোর্ট প্রেরণ প্রসংগে।

Ref. ৩৪.০৩.০০০০.০০৫.০২.০৪৪-২৫ (বাগাতিপাড়া উপজেলা)-২৮ Date: 18-01-2026

Test Standard: ASTM Sample Condition:

| Sl. No. | Sample Designation | Bulk Sp. Gr. | Unit wt $Kg/m^3$ | TFV (kN) | Aggregate Crushing Value (%) | Abrasion Value (%) | Water absorption (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Stone Chips** | --- | --- | --- | --- | **26.48** | --- |

**Countersigned by**

(Sumaya Tabassum)
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

adc6b62e

**Testing Officer**

(Dr. Md. Robiul Awall)
Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

Warning:

- It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority.
- To avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/ Supplier.

Heaven's Light is Our Guide
**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**
**RAJSHAHI UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAJSHAHI**
(Tel.: 8802588866397, E-mail: head@ce.ruet.ac.bd)

## TEST RESULTS OF SAND

Memo No.: CET/2025-2026/ 1519 Date: 12-04-2026
Sample Sent by: জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

বিষয় ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলাস্থ বাগাতিপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মান সামগ্রীর টেষ্ট রিপোর্ট প্রেরণ প্রসংগে।

*Ref.* ৩৮.০৩.০০০০.০০৫.০২.০৮৮-২৫ (বাগাতিপাড়া উপজেলা)-২৮ Date: 18-01-2026
*Test Standard:* ASTM Sample Condition:

| SL. No. | Specimen Designation | Percentage finer through respective sieve | | | | | | | | F.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.75 mm | 2.3 mm | 1.19 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.15 mm | ... | ... | |
| 1 | **Coarse Sand** | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | **2.83** |

**Countersigned by**
(Sumaya Tabassum)
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

adc6b62e

**Testing Officer**
(Dr. Md. Robiul Awall)
Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

Warning:
- It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority.
- To avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/ Supplier.

Heaven's Light is Our Guide
**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**
**RAJSHAHI UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAJSHAHI**
(Tel.: 8802588866397, E-mail: head@ce.ruet.ac.bd)

## TEST RESULTS OF BRICK CHIPS

Memo No.: CET/2025-2026/ 1519 Date: 12-04-2026
Sample Sent by: জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

বিষয় ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলাস্থ বাগাতিপাড়া উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মান সামগ্রীর টেষ্ট রিপোর্ট প্রেরণ প্রসংগে।

*Ref.* ৩৮.০৩.০০০০.০০৫.০২.০৮৮-২৫ (বাগাতিপাড়া উপজেলা)-২৮ Date: 18-01-2026
*Test Standard:* ASTM Sample Condition:

| Sl. No. | Sample Designation | Bulk Sp. Gr. | Unit wt Kg/m$^3$ | TFV (kN) | Aggregate Crushing Value (%) | Abrasion Value (%) | Water absorption (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Brick Chips** | --- | -- | --- | **34.68** | --- | --- |

**Countersigned by**
(Sumaya Tabassum)
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

adc6b62e

**Testing Officer**
(Dr. Md. Robiul Awall)
Professor
Department of Civil Engineering
RUET, Rajshahi.

Warning:
- It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority.
- To avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/ Supplier.

**নমুনা সংগ্রহের বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস**

| ক্র.নং | নমুনা জেলার নাম | নমুনা উপজেলা নাম | নমুনা উপকারভোগীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| **ক) সমাপ্ত ও হস্তান্তর সম্পন্ন (২০ টি)** | | | |
| ১ | পঞ্চগড় জেলা | তেঁতুলিয়া | ২০ |
| ২ | পঞ্চগড় জেলা | সদর | ২০ |
| ৩ | ঠাকুরগাঁও জেলা | হরিপুর | ২০ |
| ৪ | ঠাকুরগাঁও জেলা | পীরগঞ্জ | ২০ |
| ৫ | নীলফামারী জেলা | কিশোরগঞ্জ | ২০ |
| ৬ | নীলফামারী জেলা | ডিমলা | ২০ |
| ৭ | ময়মনসিংহ জেলা | ফুলপুর | ২০ |
| ৮ | ময়মনসিংহ জেলা | মুক্তাগাছা | ২০ |
| ৯ | ময়মনসিংহ জেলা | গফরগাঁও | ২০ |
| ১০ | ময়মনসিংহ জেলা | ফুলবাড়ীয়া | ২০ |
| ১১ | কিশোরগঞ্জ জেলা | সদর | ২০ |
| ১২ | কিশোরগঞ্জ জেলা | হোসেনপুর | ২০ |
| ১৩ | কিশোরগঞ্জ জেলা | অষ্টগ্রাম | ২০ |
| ১৪ | কিশোরগঞ্জ জেলা | ইটনা | ২০ |
| ১৫ | মুন্সিগঞ্জ জেলা | মুন্সিগঞ্জ সদর | ২০ |
| ১৬ | পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলা | বাঘাইছড়ি | ২০ |
| ১৭ | পার্বত্য বান্দরবান জেলা | থানচি | ২০ |
| ১৮ | সিলেট জেলা | জৈন্তাপুর | ২০ |
| ১৯ | মেহেরপুর | মেহেরপুর সদর | ২০ |
| ২০ | মৌলভীবাজার | জুড়ী | ২০ |
| **খ) নির্মাণ কাজ চলমান ৪০টি উপজেলা থেকে (৩০টি)** | | | |
| ২১ | নওগাঁ | নওগাঁ সদর | ২০ |
| ২২ | টাঙ্গাইল | সখিপুর | ২০ |
| ২৩ | নারায়ণগঞ্জ | আড়াইহাজার | ২০ |
| ২৪ | সিলেট | কোম্পানীগঞ্জ | ২০ |
| ২৫ | চাঁদপুর | কচুয়া | ২০ |
| ২৬ | চট্টগ্রাম | মীরসরাই | ২০ |
| ২৭ | নওগাঁ | পোরশা | ২০ |
| ২৮ | নওগাঁ | সাপাহার | ২০ |
| ২৯ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | ২০ |
| ৩০ | যশোর | মনিরামপুর | ২০ |
| ৩১ | খুলনা | দিঘলিয়া | ২০ |
| ৩২ | বরিশাল | হিজলা | ২০ |
| ৩৩ | বরিশাল | বাবুগঞ্জ | ২০ |
| ৩৪ | চুয়াডাঙ্গা | আলামডাঙ্গা | ২০ |
| ৩৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২০ |
| ৩৬ | সিলেট | বিশ্বনাথ | ২০ |
| ৩৭ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ২০ |

| ক্র.নং | নমুনা জেলার নাম | নমুনা উপজেলা নাম | নমুনা উপকারভোগীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৩৮ | বরগুনা | বেতাগী | ২০ |
| ৩৯ | রাঙ্গামাটি | বিলাইছড়ি | ২০ |
| ৪০ | রাঙ্গামাটি | জুরাছড়ি | ২০ |
| ৪১ | নওগাঁ | মান্দা | ২০ |
| ৪২ | নাটোর | সিংড়া | ২০ |
| ৪৩ | চাঁদপুর | মতলব দক্ষিণ | ২০ |
| ৪৪ | রংপুর | পীরগাছা | ২০ |
| ৪৫ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ২০ |
| ৪৬ | ফরিদপুর | চরভদ্রাসন | ২০ |
| ৪৭ | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | ২০ |
| ৪৮ | পিরোজপুর | ইন্দুরকানী | ২০ |
| ৪৯ | জয়পুরহাট | কালাই | ২০ |
| ৫০ | সাতক্ষীরা | তালা | ২০ |
| **গ) অধিগ্রহণ মূল্য প্রদান করা হয়েছে কিন্তু ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন (৫টি)** | | | |
| ৫১ | গাইবান্ধা | পলশবাড়ী | ২০ |
| ৫২ | রাজশাহী | গোদাগাড়ী | ২০ |
| ৫৩ | রাজশাহী | বাঘা | ২০ |
| ৫৪ | খাগড়াছাড়ি | রামগড় | ২০ |
| ৫৫ | নোয়াখালী | কবিরহাট | ২০ |
| ঘ) অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ মূল্য প্রদানযোগ্য উপজেলা সমূহের (৫টি) | | | |
| ৫৬ | লালমনিরহাট | আদিতমারি | ২০ |
| ৫৭ | লক্ষ্মীপুর | রামগতি | ২০ |
| ৫৮ | কুড়িগ্রাম | চিলমারী | ২০ |
| ৫৯ | দিনাজপুর | বিরল | ২০ |
| ৬০ | সাতক্ষীরা | দেবহাটা | ২০ |
| | | | ১২০০ জন |

**সংযোজনী-১**

# “উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের

## নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

উপকারভোগী জরিপের প্রশ্নমালা

ক্রমিক নং | | | |

| | |
|---|---|
| **A. উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি:** | |
| A১. উত্তরদাতার নাম: | |
| A২.উত্তরদাতার বয়স (বছর): | |
| A৩লিঙ্গা: *১. পুরুষ ২. মহিলা, ৩. অন্যান্য* | |
| A৪ স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম:__________ইউনিয়ন:__________<br>উপজেলা:__________জেলা: __________ | |
| A৫. উত্তরদাতার ফোন নম্বর (যদি থাকে): | |
| A৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১. স্বাক্ষর করতে পারে ২. ১ম- ৫ম ৩. ৬ষ্ঠ -১০ম ৪. এস এস সি, ৫. এইচ এস সি ৬.বিএ সমমান বা তার উপরে। | |
| A৭. পেশা: ১. খেলোয়াড়, ২. শিক্ষার্থী ৩. শিক্ষক ৪. সাধারন জনগণ, ৫. কোচ ৬. ব্যবসায়ী ৭. অন্যান্য | |
| A৮ . খেলাধুলার ধরন: ১. ক্রিকেট, ২. ফুটবল, ৩. বলিবল, ৪. অন্যান্য ------ | |
| A৯. আপনার উপজেলার মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ হচ্ছে এই বিষয়ে আপনি জানেন কি না? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| A১০. আপনার উপজেলার মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? ১. কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ২.কাজ চলমান আছে, ৩. কাজ শুরু হয়নি | |
| A১১. পূর্বে কি আপনাদের উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম ছিল? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| **B: ক্রীড়া অবকাঠামো ও সুবিধা** | |
| B১. আপনি কি মনে করেন এই স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এলাকায় খেলাধুলার হার বৃদ্ধি পাবে? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| B২. আপনি কি মনে করেন এই স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এখানে কি নিয়মিত কোনো টুর্নামেন্ট বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| B৩. আপনি কি মনে করেন এই মাঠটি স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণে ভূমিকা রাখবে? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| B৪. মেয়েদের খেলার জন্য এই স্টেডিয়ামে কি অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বা থাকবে?*১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| B৫. আপনি কি মনে করেন এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণের ফলে এলাকায় তরুণ প্রজন্মকে মাদক বা অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে/করছে? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| B৬. আপনি কি মনে করেন স্টেডিয়ামের নির্মাণের কারণে কি স্থানীয় কোনো অর্থনৈতিক সুযোগ (যেমন- ছোট দোকান বা মেলা) ইত্যাদি সুযোগ তৈরি হবে? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| B৭. আপনি কি মনে করেন এই স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এলাকায় নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরির সুযোগ হবে? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| B৮. স্টেডিয়ামটির বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) আপনার কাছে সন্তোষজনক কি না? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |

| | |
|---|---|
| B৯. এই প্রকল্পের অধীনে স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজের কোনো গুণগত ঘাটতি আপনার চোখে পড়েছে কি?<br>*১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| B১০. নতুন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কী ধরনের সুবিধা হবে বলে আপনি মনে করেন? *১) খেলোয়াড়দের সংখ্যা বৃদ্ধি, ২) নারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা বাড়বে, ৩) বড় প্রতিযোগিতা আয়োজন হবে, ৪) যুবসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে, ৫) অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে, ৬) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, ৬) অন্যান্য------------* | |
| B১১. আপনার মতে মিনি স্টেডিয়ামে কি ধরণের সুযোগ সুবিধা রাখা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?<br>১. মাঠে বিশুদ্ধ পানি ও টয়লেট সুবিধা থাকা, ২. নারী খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা ও নিরাপদ সুবিধা থাকা, ৩. মাঠে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ৪.মাঠে পযাপ্ত আলোর সুবিধা থাক, ৫. সুন্দর ড্রেসিং রুম থাকা | |
| **C: . প্রশিক্ষণ ও কোচিং ব্যবস্থা (Training & Coaching)** | |
| C১. আপনার এলাকায় নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কি? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| C২. প্রশিক্ষক/কোচের পর্যাপ্ততা কেমন? *১) পর্যাপ্ত ২)আংশিক ৩) অপর্যাপ্ত ৪)নেই* | |
| C৩. নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় কি? *১= হ্যাঁ, ২=না* | |
| **D: প্রতিযোগিতা ও অংশগ্রহণ (Sports Competition)** | |
| D১. উপজেলা/আঞ্চলিক পর্যায়ে নিয়মিত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কি? *১=হ্যাঁ, ২=না* | |
| D২. খেলোয়াড় নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও ন্যায্য বলে মনে করেন কি? *১=হ্যাঁ, ২=না* | |
| D৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক বা যাতায়াত সহায়তা পাওয়া যায় কি? *১=হ্যাঁ, ২=না* | |
| D৪. বছরে কতোবার উপজেলা পর্যায়ে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত বলে মনে করেন? *১) ১ বার ২) ২-৩ বার ৩) ৪ বা তার বেশি* | |
| D৫. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী? : ১) মাঠের অভাব ২) অর্থের অভাব ৩) প্রশিক্ষকের অভাব ৪)সরঞ্জামের অভাব ৫) ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ৬)অন্যান্য: __________ | |
| **E: উন্মুক্ত মতামত (Open-ended Questions)** | |
| E১. আপনার মতে বর্তমান ক্রীড়া অবকাঠামোর প্রধান সমস্যাগুলো কী? | |
| E২. প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? | |
| E৩. ভবিষ্যতে আরও কী ধরনের ক্রীড়া সুবিধা প্রয়োজন বলে মনে করেন? | |
| E৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে আপনার কোনো সুপারিশ বা মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন। | |
| তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর:<br>সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর : | |

**সংযোজনী-২**

"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের

**নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার**

**প্রকল্প পরিচালকের জন্য কে আই আই গাইডলাইন**

নাম: ফোন/মোবাইল: তারিখ:

উপজেলাঃ জেলাঃ **বিভাগঃ**

**১.** উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী এবং এটি জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন নীতির সাথে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

**২.** প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী মাঠ/মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ও উন্নয়নের বর্তমান অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে এবং কোন কোন উপজেলায় কাজ সম্পন্ন হয়েছে?

**৩.** মিনি স্টেডিয়ামের আওতায় কী কী অবকাঠামোগত সুবিধা (যেমন: গ্যালারি, ড্রেনেজ, লাইটিং, ড্রেসিং রুম, টয়লেট, নিরাপত্তা ব্যবস্থা) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলোর মান কীভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে?

**৪.** নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য কারিগরি তদারকি, পরিদর্শন বা মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে?

**৫.** প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় ক্রীড়া ক্লাবগুলোর সাথে কীভাবে সমন্বয় করা হচ্ছে?

**৬.** মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

**৭.** তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় সনাক্তকরণ ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

**৮.** নারী, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্রীড়া অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রকল্পের আওতায় কী ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?

**৯.** মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে উপজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ কীভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আপনি মনে করেন?

**১০.** প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে কোনো প্রশাসনিক বা আর্থিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে কি?

**১১.** পণ্য ও কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (PPA-২০০৬) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (PPR-২০০৮ এবং ২০২৫) অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

**১২.** প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য কী ধরনের মনিটরিং ব্যবস্থা রয়েছে এবং PIC ও স্টিয়ারিং কমিটির সভাগুলো কতটা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে?

**১৩.** প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাগুলো কী এবং সেগুলো মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

**১৪.** কয়টি স্টেডিয়াম খাস জমিতে করা হয়েছে এবং খাস জমি পেতে কোন সমস্যা হয়েছে কি না এ বিষয়ে আপনার মতামত বিস্তারিতভাবে প্রদান করুন।

**১৫.** প্রকল্প সমাপ্তির পর মিনি স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কী ধরনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Exit Plan/ Sustainability Plan) রয়েছে?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

**পরামর্শক/ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য**
**(কেআইআই) গাইডলাইন**

**তারিখঃ / /**

নাম: ফোন/মোবাইল:

বিভাগ:--------------------------, জেলা-----------------------------,উপজেলা/জোন--------------------------
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম:------------------------------------------------------------------------------------------
কাজ শুরু:------------------------ চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ--------------------------------------
ভৌত অগ্রগতি-----------------আর্থিক অগ্রগতি------------------------মোট অগ্রগতি-------------------

**১.** চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুরু করা সম্ভব হয়েছিল কি? যদি কোনো বিলম্ব হয়ে থাকে, তার প্রধান কারণগুলো কী ছিল?

**২.** বর্তমানে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রশাসনিক, কারিগরি বা স্থানীয় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

**৩.** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কী ধরনের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?

**৪.** নির্মাণ কাজ শুরুর সময় স্থানীয় জনগণ, ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা বা অন্য কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন কি? হলে তা কীভাবে সমাধান করা হয়েছে?

**৫.** মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণ কাজ কতটা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হয় এবং মনিটরিং পর্যবেক্ষণের সুপারিশগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়?

**৬.** নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত কংক্রিট, রড, ইট, বালু এবং অন্যান্য উপকরণের গুণগত মান নিশ্চিত করতে কী ধরনের ল্যাব টেস্ট বা মান যাচাই করা হয়েছে?

**৭.** নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী, তদারকি কর্মকর্তা এবং শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে, তার কারণ কী?

**৮.** সর্বশেষ অনুমোদিত ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ পরিচালিত হচ্ছে কি? যদি কোনো পরিবর্তন করা হয়ে থাকে, তার কারণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া কী ছিল?

**৯.** নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ (ইট, বালু, পাথর, রড ইত্যাদি) এবং প্রযুক্তিগত পদ্ধতির মান নিশ্চিত করার জন্য কী ধরনের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে?

**১০.** কংক্রিট ঢালাইয়ের সময় ভাইব্রেটর মেশিন ব্যবহার এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কিউরিং কার্যক্রম কীভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?

**১১.** নির্মাণ কাজে স্টিল শাটারিং ও অন্যান্য আধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে কি? না হলে তার কারণ কী?

**১২.** নির্মাণ সাইটে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করা হচ্ছে?

**১৩.** নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ বা সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে কি?

**১৪.** নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন এবং পরিবেশবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

**১৫.** নির্মাণ শ্রমিকদের জরুরি চিকিৎসা সহায়তা বা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর:

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর

**সংযোজনী-৪**

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

**উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার জন্য কেআইআই গাইডলাইন**

**তারিখঃ / /**

নাম: ফোন/মোবাইল:

উপজেলাঃ জেলাঃ বিভাগঃ

## ক. প্রকল্প প্রেক্ষাপট ও পরিকল্পনা

**১.** আপনার উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের পেছনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলুন?

**২.** প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থানীয় জনগণের ক্রীড়া চাহিদা এবং যুব উন্নয়নের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ?

**৩.** ভূমি নির্বাচন, অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় কোনো প্রশাসনিক বা সামাজিক জটিলতা দেখা দিয়েছিল কি?

## খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রশাসনিক সমন্বয়

**৪.** আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি কতটুকু সন্তোষজনক?

**৫.** ঠিকাদার, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় কতটা কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে?

**৬.** নির্মাণ কাজের গুণগত মান ও সময়সীমা নিশ্চিত করতে উপজেলা প্রশাসন কী ধরনের তদারকি ভূমিকা পালন করছে?

## গ. স্থানীয় অংশগ্রহণ ও সামাজিক প্রভাব

**৭.** স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া সংগঠন এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ কতটুকু রয়েছে?

**৮.** এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় যুবসমাজ ও ক্রীড়াবিদদের উপর কী ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

**৯.** নারী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কী ধরনের অবকাঠামোগত বা নীতিগত সুবিধা রাখা হয়েছে?

## ঘ. অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ও টেকসইতা

**১০.** নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর মিনি স্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব কীভাবে নির্ধারণ করা হবে?

**১১.** মাঠ, গ্যালারি, ড্রেসিং রুম, টয়লেট, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো পরিকল্পনা বা বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে কি?

**১২.** ভবিষ্যতে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সম্ভাবনা কতটুকু রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

**১৩.** প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রশাসনিক, আর্থিক বা কারিগরি চ্যালেঞ্জগুলো কী?

**১৪.** প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

**১৫.** প্রকল্পের Strength, Weakness, Opportunity এবং Threat (SWOT) সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের উন্নয়ন প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর:
সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

## জেলা/উপজেলা ক্রীড়াসংস্থার জন্য কে আই আই প্রশ্নমালা

**১.** মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ হলে উপজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায় থেকে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে কী ?

**২.** মাঠের মান (খেলার উপযোগিতা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা) সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

**৩.** গ্যালারি, ড্রেসিং রুম, টয়লেট, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য কতটুকু উপযোগী হবে?

**৪.** মিনি স্টেডিয়াম চালু হলে তৃণমূল পর্যায়ে খেলোয়াড় বাছাই ও প্রতিভা অন্বেষণের সুযোগ কতটুকু বৃদ্ধি পাবে?

**৫.** স্থানীয় স্কুল, কলেজ এবং ক্রীড়া ক্লাবগুলোর সাথে সমন্বয় করে প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে কি?

**৬.** বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট ও নিয়মিত প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ কতটুকু বৃদ্ধি পাবে?

**৭.** বিভিন্ন খেলাধুলার নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য অবকাঠামো কতটুকু উপযোগী হবে?

**৮.** প্রশিক্ষক/কোচ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কী ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে?

**৯.** প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও ক্রীড়া সরঞ্জামের প্রাপ্যতা কতটুকু পর্যাপ্ত বলে আপনি মনে করেন?

**১০.** মিনি স্টেডিয়াম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা কী হবে?

**১১.** মাঠ ও অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস কী হতে পারে?

**১২.** বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বা স্পন্সরশিপ আকৃষ্ট করার সুযোগ কতটুকু রয়েছে?

**১৩.** প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্রীড়া সংস্থার দৃষ্টিতে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কী?

**১৪.** দীর্ঘমেয়াদে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরি ও ক্রীড়া উন্নয়নে এই প্রকল্পের সম্ভাব্য অবদান কী হতে পারে?

**১৫.** জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বাছাই পর্ব অনুষ্ঠানে উপজেলা পর্যায়ের স্টেডিয়াম কীরূপ ভূমিকা পালন করবে?

"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের

**নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার**

**এফজিডি গাইডলাইন**

তারিখ:

সভার স্থান: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ:

| অংশগ্রহণকারীদের নাম | পেশা | ঠিকানা | মোবাইল নং | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|---|
| ১. | | | | |
| ২. | | | | |
| ৩. | | | | |
| ৪. | | | | |
| ৫. | | | | |
| ৬. | | | | |
| ৭. | | | | |
| ৮. | | | | |
| ৯. | | | | |
| ১০. | | | | |

**ক. প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা**

১. আপনাদের দৃষ্টিতে উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং স্থানীয় ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২. বর্তমানে বিদ্যমান ক্রীড়া অবকাঠামো বা খেলার মাঠ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী ধরনের সীমাবদ্ধতা বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

৩. প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ স্থানীয় ক্রীড়া উন্নয়ন, যুবসমাজের সম্পৃক্ততা এবং সামাজিক উন্নয়নের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আপনারা মনে করেন?

**খ. মাঠ উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতা আয়োজন**

৪. উন্নতমানের মাঠ ও ক্রীড়া অবকাঠামো স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ কতটুকু বৃদ্ধি করবে বলে আপনারা মনে করেন?

৫. দর্শক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি ও অন্যান্য সহায়ক সুবিধা সম্পর্কে আপনাদের প্রত্যাশা কী?

৬. এই মিনি স্টেডিয়াম ভবিষ্যতে জেলা বা আঞ্চলিক পর্যায়ের বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ সৃষ্টি করবে কি? করলে কীভাবে?

**গ. তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ**

৭. মিনি স্টেডিয়াম চালু হলে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় সনাক্তকরণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে কী ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আপনারা মনে করেন?

৮. স্থানীয় স্কুল, কলেজ এবং ক্রীড়া ক্লাবগুলোর অংশগ্রহণ কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে?

৯. নারী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কী ধরনের অবকাঠামোগত ও নীতিগত ব্যবস্থা প্রয়োজন?

**ঘ. প্রশিক্ষণ ও সামাজিক প্রভাব**

১০. নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই অবকাঠামো কতটুকু সহায়ক হবে বলে আপনারা মনে করেন?

১১. যুবসমাজকে মাদক, অপরাধ বা সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে এ ধরনের ক্রীড়া অবকাঠামোর ভূমিকা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

১২. এই স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে স্থানীয় অর্থনীতি (ক্ষুদ্র ব্যবসা, কর্মসংস্থান, স্থানীয় সেবা কার্যক্রম) কতটুকু উপকৃত হতে পারে বলে আপনারা মনে করেন?

**ঙ. ব্যবস্থাপনা, টেকসইতা ও সুপারিশ**

১৩. স্টেডিয়াম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণ, ক্রীড়া সংস্থা ও প্রশাসনের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে?

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো সামাজিক সমস্যা, মতবিরোধ বা প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে কি?

১৫. প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদি সফলতা ও টেকসইতা নিশ্চিত করতে আপনারা কী ধরনের সুপারিশ করতে চান?

“উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের

**নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার**

## ভূমি অধিগ্রহণের চেকলিস্ট

| একনেক কর্তৃক ডিপিপি অনুমোদন | সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপির প্রশাসনিক আদেশ জারী | সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ | মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন | জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ | ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই | | ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা | ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং এবং তারিখ | ৪ ধারার নোটিশ জারী | যৌথ তদন্ত | | অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি আছে/কিনা? | নথি বিভাগীয় কমিশনার/ ভূমি মন্ত্রণালয়ে (i)প্রেরণ এবং বিভাগীয় কমিশনার/ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক (ii) অনুমোদন (যদি থাকে) | জেলা প্রশাসক কর্তৃক নথি গ্রহণ (যদি থাকে) | অধিগ্রহণের বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত | ৭ ধারার নোটিশ জারী | স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থায় প্রাক্কলন প্রেরণে নোটিশ (কৃষি/গণপূর্ত/বন/রেজিস্ট্রি... যদি থাকে) | সংস্থা থেকে প্রাক্কলন গ্রহণ (কৃষি/গণপূর্ত/বন/রেজিস্ট্রি... যদি থাকে) | চুড়ান্ত প্রাক্কলন প্রেরণ (প্রত্যাশী সংস্থাকে) | চুড়ান্ত প্রাক্কলন অনুমোদন (প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক) | চুড়ান্ত প্রাক্কলিত অর্থ পরিশোধ | ৮ ধারার নোটিশ জারী | ক্ষতিপূরণ প্রদান | অধিগ্রহণএবং দখল গ্রহণ(জেলা প্রশাসক) | গেজেট প্রকাশ | নাম জারী | বর্তমানে সর্বশেষ অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | শুরু | সম্পন্ন | | | | শুরু | সম্পন্ন | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

সংযোজনী-৮

"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের

**নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার**

ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট

জেলার নামঃ উপজেলার নামঃ
স্টেডিয়ামের অবস্থান:
প্যাভিলিয়নের আকার: গ্যালারির আকার:
মাঠের আকার: ড্রেনের আকার:
টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনার আকার:
প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণঃ.................. (খাস / অধিগ্রহণ)
ডিপিপি অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ:
দরপত্র অনুযায়ী নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য: লক্ষ টাকা
ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন:
অর্থের উৎস
দরপত্র আহ্বানের তারিখ:
দরপত্র জমাদানের তারিখ:
চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ:
ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম:
কার্যাদেশের মূল্য: লক্ষ টাকা।
NoA প্রদানের তারিখ:
চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ:
মেয়াদ বৃদ্ধির পরে সম্পাদনের শেষ তারিখ:
প্যাকেজের অগ্রগতি:
ভৌত:
আর্থিক: লক্ষ টাকা
নির্মাণকালীন নির্মাণ উপকরণ পরীক্ষার স্যাম্পল (ল্যাব টেস্ট অনুযায়ী):
প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর বক্তব্য:

প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ উপজেলা ক্রীড়া কর্মকর্তার বক্তব্য

নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণঃ

**১. ভূমি উন্নয়ন কাজ (যদি চলমান থাকে)**

| পর্যবেক্ষণ আইটেম | পরিবীক্ষণ পদ্ধতি | নিরীক্ষণ ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| নির্মাণ অবস্থান | লোকালয় থেকে মালামালের সহজপ্রাপ্যতা | যথাযথ/বিচ্যুতি রয়েছে | ............................ |
| ভূমি ভরাট ও কম্প্যাকশন | মাটি ভরাট ও কম্প্যাকশনের কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কি না ? | যথাযথ/বিচ্যুতি রয়েছে | ............................ |
| পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা | বৃষ্টির পানি সরানোর জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে কী না? | যথাযথ/ কমতি রয়েছে | ............................ |
| সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা | উপজেলা রাস্তা থেকে যোগাযোগ সহজ কী না ? | | ............................ |

**২. গ্যালারি ও প্যাভিলিয়ন নির্মাণ কাজ**

**ছাদ এবং কলাম নির্মাণ (ডিজাইন ও কারিগরি নির্দেশনা মোতাবেক, চলমান থাকলে)**

| পর্যবেক্ষণ আইটেম | পরিবীক্ষণ পদ্ধতি | নিরীক্ষণ ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| কলাম | রডের মাপ, সঠিক পজিশন অনুযায়ী নির্মাণ হচ্ছে কি না ? | | ...................... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ছাদের ঢালাই | শাটারিং এবং কংক্রিট ঢালাই উপকরন নিশ্চিতকরণ (শাটারিং এ ফাঁকা থাকা চলবে না) | | ............... ..........., |
| স্ল্যাব কিউরিং | নির্ধারিত সময় ধরে কিউরিং হয়েছে কিনা | | ............... .... |

**৩. ফিনিশিং কাজ (ডিজাইন ও কারিগরি বিনির্দেশ মোতাবেক, চলমান থাকলে)**

| ফিনিশিং আইটেম | পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি | পরিদর্শনের ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ইটের গাঁথুনি ও প্লাস্টার | গাঁথুনির পুরুত্ব, সরলরেখায় সাজানো ও প্লাস্টারের মসৃণতা | | .................. |
| জানালা ও দরজা | দরজা-জানালার কাঠামোগত মান যাচাই | | .................. |
| থাই গ্লাস এবং রং | গ্লাসের পুরুত্ব এবং রঙের স্তরের মান | | .................. |
| গ্যালারিতে বসার ব্যবস্থা | গ্যালারির দর্শকদের বসার ব্যবস্থার জায়গার উচ্চতা যথাযথ আছে কী না ? | | |
| গ্যালারির বিম | গ্যালারিতে দর্শক বসবার বিমের নিচে কোন হানিকম্ব দেখা যাচ্ছে কী না | | |
| প্যাভিলিয়ন | ভিআইপি বক্স এর উচ্চতা বরাবর যথাযথ দূরত্ব সবজায় রাখা হয়েছে কি? | | |

**৪. বৈদ্যুতিক এবং প্লাম্বিং কাজ (ডিজাইন ও কারিগরি বিনির্দেশ মোতাবেক, চলমান থাকলে)**

| পর্যবেক্ষণ আইটেম | পরিবীক্ষণ পদ্ধতি | পরিদর্শনের ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| বৈদ্যুতিক তার | যথাযথ লোড বহন ক্ষমতা | যথাযথ/বিচ্যুতি রয়েছে | .................. |
| ফিটিংস | যথাযথ লোড বহন ক্ষমতা | যথাযথ/বিচ্যুতি রয়েছে | .................. |
| পানির পাইপ এবং ফিটিংস | লিকপ্রুফ এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব | যথাযথ/বিচ্যুতি রয়েছে | .................. |
| ড্রেনেজ ব্যবস্থা | পানি নিষ্কাশনের কার্যকারিতা | যথাযথ/বিচ্যুতি রয়েছে | .................. |

**৫. সাইট অর্ডার বুক এবং প্রকৌশলীদের উপস্থিতি**

| পর্যবেক্ষণ আইটেম | বিবরণ | মন্তব্য |
|---|---|---|
| প্রকৌশলীদের উপস্থিতি | দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের সাইটে উপস্থিতি | যথাযথ/বিচ্যুতি রয়েছে |
| সাইট অর্ডার বুক | নির্দেশনা এবং মতামতের সঠিক রেকর্ড | যথাযথ/বিচ্যুতি রয়েছে |

৮। আর্থিক এবং প্রকৃত অগ্রগতি

| অগ্রগতির ধরন | আর্থিক অগ্রগতি(%) | প্রকৃত অগ্রগতি(%) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | | |

বিঃদ্রঃ চেকলিস্টের সকল বিষয় ভালোভাবে মিনিয়ে নিন। সহায়তাকারিদের ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম

স্বাক্ষর ও তারিখ | স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম | মোবাইল নম্বর

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান
**ডেটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড**
নির্ঝর, ২১৭ সেনপাড়া পার্বতা,
মিরপুর -১০, ঢাকা-১২১৬